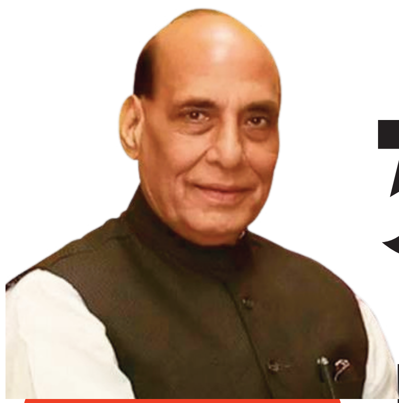

সকালের শিরোনাম

রবিবার

- গতি ও নিখুঁত নিশানাই ভবিষ্যৎ যুদ্ধের চাবিকাঠি - রাজনাথ ● পৃঃ২
- জাতীয় শিক্ষানীতিতে জোর, ২০৩৫-এর মধ্যে পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্য রাজ্যের ● পৃঃ৩
- সমঝোতা চূড়ান্ত না হলে সশরীরে আদালতে হাজিরার নির্দেশ অমিতাভ বচ্চনকে ● পৃঃ৬

দৈনিক বাংলা পত্রিকা •১১ অক্টোবর ২০২৬ • বাংলা ২৩আশ্বিন ১৪৩৩ •বর্ষঃ- ০১ •সংখ্যা ঃ-৩৮০ • মূল্যঃ- ০৫ টাকা• PRGI NO : WBBEN/25/A1493 • www.sakalershironam.in • sakalershironam@gmail.com

কলকাতা-হাওড়া পুরভোটে একলা চলার প্রস্তুতি কংগ্রেসের

আজকের খবর

দিল্লিতে তৃণমূলের ৫ সাংসদ সহ আটক মমতা, প্রিজন ভ্যানে দিল্লি ঘোরানোর পরে সন্ধ্যায় মুক্তি

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা

যন্তর মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির ডাকে যখন দিল্লি জুড়ে রাজনৈতিক আবহ উত্তাল হয়ে উঠেছে সেই প্রেক্ষিতে শনিবার সকালেই তৃণমূলের পাঁচ সংসদ সহ গ্রেফতার হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেত্রীকে সাধারণ প্রিজন ভ্যানে বসিয়ে প্রায় ঘন্টা দেড়েকের বেশি দিল্লির বিভিন্ন গলিতে গলিতে ঘুরিয়ে বসিয়ে রাখা হয় দ্বারকাতে। দ্বারকা সেক্টর ২৩ পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাকিদের। শনিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি দিল্লিতে আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য বেরিয়ে আটক হন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী থেকে শুরু করে দেশের প্রথম সারির অসংখ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব। একদিনেই দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে আটক করল দিল্লি পুলিশ। এর আগে কেরলমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকেও আটক করেছে পুলিশ। তাঁকে সরাসরি কোনও থানায় না নিয়ে গিয়ে, দিল্লির বিভিন্ন রাস্তায় ঘোরানো হয়। যন্তর মন্তরে যেতে না পেরেই, আজ দিল্লির সাউথ অ্যাভিনিউতে বাড়ির সামনে ধর্নায় বসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন দোলা সেন, সাকেত গোখলে, শামিরুল ইসলাম, প্রতিমা মণ্ডল, ডেরেক ও'ব্রায়েনরা। দিল্লি পুলিশ এসে তাঁদের সরতে বলেন। দিল্লিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা কার্যকর থাকায় পাঁচজনের বেশি জমায়েত করা যাবে না। এই কারণ দেখিয়েই ধর্না প্রত্যাহার করতে বলা হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কিন্তু তারপরও ধর্নায় বসে থাকেন মমতা ও তৃণমূলের বাকি সদস্যরা। এরপরই আটক করা হয় তাঁদের। জোর করে তাদের পুলিশের গাড়িতে তোলা হয়। মমতা দাবি করেন, নির্দিষ্ট কোথাও না নিয়ে গিয়ে তাঁদের প্রিজন ভ্যানে তুলে প্রায় ৪০ মিনিট ধরে দিল্লির বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরিয়েছে পুলিশ। গাড়ি থেকেই কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের পাশাপাশি তিনি 'জাগো দুর্গা' ও 'আঁখো মে ভর লো পানি'র মতো একাধিক গান গেয়ে প্রতিবাদ জানান।

এরপর ৪পৃঃ

মহুয়া মৈত্রকে ১০ কোটির মানহানির মামলার নোটিশ মুখ্যসচিবের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা

এবার নতুন আইনি জটে তৃণমূলের লোকসভা সংসদ মহুয়া মৈত্র। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে ১০ কোটি টাকার মানহানির ক্ষতিপূরণ দাবি করে আইনি নোটিস পাঠালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল। পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় এবারের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিশেষ সংশোধনী বা এসআইআর প্রক্রিয়া করে ভোটাধিকার থেকে বাঙালিদের বঞ্চিত করার অভিযোগ তুলে সমাজমাধ্যমে মহুয়া যে মন্তব্য করেছিলেন, তা নিয়েই আপত্তি মনোজের। নোটিসে দাবি করা হয়েছে, মহুয়া তাঁকে 'ভোট চোর' বলে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে 'সব রকম বেআইনি কাজ' করার অভিযোগও তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ। পাশাপাশি, 'ইন্ডিয়া ইজ কামিং ফর ইউ নেক্সট' এবং 'বাঁচতে পারবেন না' বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্ত অভিযোগ তুলেই মনোজ আগরওয়ালের হয়ে মহুয়াকে আইনি চিঠি পাঠিয়েছেন আইনজীবী রুচিরা মান্না। নোটিসে দাবি করা হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট দুটি পোস্ট সমাজমাধ্যম থেকে মুছে ফেলতে হবে মহুয়াকে। শুধু তা-ই নয়, নিঃশর্ত ভাবে নিজের অভিযোগ প্রত্যাহার করে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে তাঁকে। ভবিষ্যতে এ ধরনের মন্তব্য করবেন না, সেই মর্মে লিখিত অঙ্গীকারও চাওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবিগুলি পূরণ না হলে মহুয়ার বিরুদ্ধে দেওয়ানি এবং ফৌজদারি আইনে পদক্ষেপ করা হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল সাংসদকে পাঠানো মুখ্যসচিবের নোটিস অনুযায়ী, ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ বৈধ বাঙালি ভোটারের নাম বেআইনি ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন মহুয়া। এই ঘটনার জন্য মনোজ আগরওয়ালকে

এরপর ৪পৃঃ

ষষ্ঠীর মধ্যে ২০ শতাংশ ডিএ

পশ্চিমবঙ্গজুড়ে জরুরী পরিষেবার জন্য চালু ১১২ নম্বর

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

এক ফোনেই পৌঁছে যাবে পুলিশ। রাস্তায় দুর্ঘটনা হোক অথবা বাড়িতে কোন জরুরী পরিস্থিতি - গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এবার থেকে ১১২ নম্বরে ফোন করলেই চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে পৌঁছে যাবে পুলিশ। যে কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে জরুরি পরিষেবা দিতে ২৪*৭ প্রস্তুত থাকবে প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই রাজ্যের মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে মহালয়ার সকালে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে এই ১১২ পরিসেবা উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে প্রশাসনিক পরিষেবায় ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে পুলিশমন্ত্রী এদিন বলেন, 'আগে ১০০ নম্বরে ফোন করলে কোনও সাড়া পাওয়া যেত না। পুলিশ দপ্তরের মন্ত্রী হওয়ার পর ৫ মাস ধরে গোটা রাজ্যের পুলিশ সিস্টেমে ভিতরে ঢুকেছি। বারাকপুর কমিশনারেটে গেছি। তারাতলায় যাঁরা মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছি তাঁকে 'জীবনরক্ষক সম্মান' দিয়েছি। পুলিশ-দমকলকে সম্মান জানাতে

এরপর ৪পৃঃ

১৩ হাজার কোটির উপহার

আজ চেন্নাইয়ে একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা মোদীর

সকালের শিরোনাম

সুনীপম মহাকুল

রবিবার তামিলনাড়ু সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মেট্রো রেল, জাতীয় সড়ক, বন্দর, রেল পরিকাঠামো, জ্বালানি এবং বিজ্ঞান গবেষণা সংক্রান্ত তেরো হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালে শহরে পা রেখে চেন্নাই মেট্রোয় সফর করার পাশাপাশি একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তিনি। সফরসূচি অনুযায়ী, রবিবার সকালে পোন্নামাল্লি বাইপাস থেকে পোড়ুর পর্যন্ত চেন্নাই মেট্রোয় চড়বেন প্রধানমন্ত্রী। প্রায় চার হাজার নয়শো কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত চেন্নাই মেট্রোর দ্বিতীয় পর্বের পোন্নামাল্লি-ভাদাপালানি অংশের উদ্বোধন করবেন তিনি। এই রুটে থাকছে তিন দশমিক সাত কিলোমিটার দীর্ঘ দ্বিতল পরিকাঠামো এবং চালকহীন স্বয়ংক্রিয় ট্রেন পরিচালনার অত্যাধুনিক ব্যবস্থা, যা শহরের পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে মূল কেন্দ্রের যাতায়াত আরও মসৃণ করবে। মেট্রো ছাড়াও প্রায় তিন হাজার সাতশো কোটি টাকার জাতীয় সড়ক প্রকল্পের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী, যার মধ্যে রয়েছে মাদুরাই রিং রোড সম্প্রসারণ ও তিরুভারুর বাইপাস। রেল ক্ষেত্রে কারাইকাল-পেরালাম নতুন রেলপথ, কোয়েম্বাটোরের তিনটি উড়ালপুল এবং অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় পুনর্নির্মিত পাঁচটি স্টেশনের উদ্বোধন হবে। চেন্নাই বন্দর ও ভি ও চিদাম্বরনার বন্দরে পণ্য খালাস ও পর্যটনের আধুনিকীকরণে একাধিক নতুন টার্মিনাল ও পরিকাঠামোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি। পাশাপাশি, চেন্নাই পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের মানালি শোধনাগারে এক হাজার ছয়শো কোটি টাকারও বেশি খরচে উচ্চমানের লুব্রিক্যান্ট তৈরির নতুন ইউনিটের কাজ শুরু হবে। প্রযুক্তি ও গবেষণার ক্ষেত্রে মাদ্রাজ আইআইটি-র তৈরি মানব মস্তিষ্ক সংক্রান্ত বিশেষ গবেষণা কেন্দ্র 'সুধা গোপালকৃষ্ণন ব্রেন সেন্টার' জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া এক ঐতিহাসিক বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথাও রয়েছে তাঁর। প্রধানমন্ত্রীর এই ঝটিকা সফর ঘিরে দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে।

ভারত কোনো কলাবাগান নয়, রাজপথ দিয়ে দেশ চলবে না

বিরোধীদের একহাত নিলেন রবিশঙ্কর প্রসাদ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

নয়াদিল্লি

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে রাজধানীতে যুব সংগঠন ও বিরোধী শিবিরের লাগাতার আন্দোলনকে ক্ষ্মঅরাজকতা ছড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টাক্ষ্ম বলে দাগিয়ে দিল শাসকদল বিজেপি। শনিবার দিল্লি জুড়ে পুলিশি কড়াকড়ির মাধ্যমে যন্তর মন্তরের বিক্ষোভ বানচাল হওয়ার ঘটনাকে ক্ষ্মজনগণের জয়ক্ষ্ম বলে দাবি করেছেন প্রবীণ বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। কংগ্রেস ও বিরোধী নেতৃত্বকে সরাসরি আক্রমণ করে তিনি স্পষ্ট জানান, ভারত কোনো 'বানানা রিপাবলিক' বা ভঙ্গুর রাষ্ট্র নয় এবং দেশ পরিচালিত হবে সংসদ দিয়ে, রাজপথের হুঙ্কারে নয়। শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, ক্ষ্মআজকের এবং গত তিন দিনের ঘটনাপ্রবাহ থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এক, অরাজকতা সৃষ্টির যে কোনো অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে ভারতীয় গণতন্ত্র। দুই, দেশ চলবে সংসদীয় নিয়মে, রাজপথের অরাজকতায় নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই দেশ কখনো মাথা নত করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না।ক্ষ্ম ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার পক্ষে সওয়াল করে তিনি দাবি করেন, সম্প্রতি বাংলা, অসম ও পুদুচেরির উপনির্বাচনে এনডিএ জোটের বিরাট জয়ই প্রমাণ করে যে সাধারণ মানুষের আস্থা কোথায়। বিরোধীদের এই আন্দোলনের প্রতি

এরপর ৪পৃঃ

ইডেন গার্ডেনে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

রবিবার থেকেই পুজো কমিটিদের অনুদান পাঠানো শুরু, বাংলায় এবার ১২৪০০ নতুন দুর্গা পুজো

সকালের শিরোনাম

সুষমা পাল মন্ডল

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের তালিকায় যুক্ত হল আরো এক নতুন পার্বণ। মহালয়ায় কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে স্বর্গোদ্যানের মতো সাজানো মঞ্চে যেন নেমে এলেন দেবী দুর্গা। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিজেপি সরকারের আমলে প্রথম দুর্গা পুজোয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নজরদারিতে মেঘা পুজো বোধন দেখল বাংলা। মহালয়ায় দেবীপক্ষ শুরু হওয়ার আগে পিতৃপক্ষে দুর্গা পূজার উদ্বোধন নয়। দেবিপক্ষ শুরু হওয়ার পরে মহালয়ার দিন থেকে এবার বাংলায় দুর্গাপুজোর উদ্বোধন শুরু হল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে। মুখ্যমন্ত্রী হয়েই শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত কয়েক বছরে মহালয়ার আগেই যেভাবে দুর্গাপূজা উদ্বোধন করতে যেতেন সেই পরম্পরা পরিবর্তন করে তিনি মহালয়া থেকে পুজো উদ্বোধন শুরু করবেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, পিতৃপক্ষের পরিবর্তে মাতৃপক্ষের সূচনায় এই অনুষ্ঠান শুরু করা হবে। মহালয়ার সকালে গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে তর্পণের পাশাপাশি মহিষাসুরমর্দিনী শোনানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে উদ্বোধন করার জন্য রাজ্যপালকে ধন্যবাদ জানান তিনি। সেই সঙ্গে এবারে মমতার শুরু করা দুর্গা পূজা কার্নিভাল বাতিল করে মহালয়ার দিন এই কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে মেগা পুজো উদ্বোধন বা পুজো সেলিব্রেশনের আয়োজন করবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে মহালয়া উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছে জমকালো অনুষ্ঠান। হাজার হাজার ঢাকির ঢাকের বাদ্যি ও শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে ঐতিহাসিক স্টেডিয়াম। অন্যদিকে, রেড রোডেও মহালয়াকে ঘিরে তৈরি হয়েছে উৎসবের আবহ। সকাল থেকেই কলকাতার বিভিন্ন ঘাটে মহালয়ার অনুষ্ঠান ঘিরে ভিড় জমিয়েছেন সাধারণ মানুষ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুর্গাপুজো বাঙালির সবচেয়ে বড় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে এই আয়োজনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দনও জানান তিনি। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে দুর্গাপুজো আন্তর্জাতিক মঞ্চে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে।দুর্গাপুজোর অনুদান প্রসঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, আগামীকাল থেকে রাজ্যের পুজো কমিটিগুলির মধ্যে এক লক্ষ টাকা করে অনুদান বিতরণ শুরু হবে। তবে কলকাতার ২০০-রও বেশি পুজো কমিটি সরকারি অনুদান গ্রহণ করছে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। রাজ্যে দুর্গাপুজোর অনুমতি পাওয়া নিয়ে অতীতের পরিস্থিতির কথাও তুলে ধরেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, আগে দুর্গাপুজোর অনুমতি নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে পুজো কমিটিগুলিকে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হত। কিন্তু এবার সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। পাশাপাশি, এ বছর রাজ্যে নতুন করে ১২৪০০টি দুর্গাপুজো হচ্ছে বলেও জানান তিনি। মহালয়া উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দুর্গাপুজো বাংলার সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। এই উৎসব বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে। দুর্গাপুজোকে আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিত করে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানান তিনি। তাঁর কথায়, বাংলার ঐতিহ্য ও পরম্পরার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। আগামী চার দিন ধরে মালদহ, দিঘা, দুর্গাপুর, কোচবিহার, বিষ্ণুপুর-সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে। ষষ্ঠীর আগে পর্যন্ত এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০ হাজার মানুষকে আমন্ত্রণ জানানোর কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।দুর্গাপুজোর বিসর্জন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২৪ তারিখের মধ্যে নিরঞ্জন সম্পন্ন করার জন্য তিনি আবেদন করেছেন। ঘাটগুলিতে বাংলার ঐতিহ্য ও পরম্পরা মেনে বিসর্জনের ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান তিনি। পুজো কমিটিগুলিকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বক্তব্যের শেষে সকলকে দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবারের দুর্গাপুজো সকলের কাছে মধুময় হয়ে উঠুক। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতবিরোধী শক্তিকে পরাস্ত করে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

> বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের তালিকায় যুক্ত হল আরো এক নতুন পার্বণ। মহালয়ায় কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে স্বর্গোদ্যানের মতো সাজানো মঞ্চে যেন নেমে এলেন দেবী দুর্গা। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিজেপি সরকারের আমলে প্রথম দুর্গা পুজোয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নজরদারিতে মেঘা পুজো বোধন দেখল বাংলা। মহালয়ায় দেবীপক্ষ শুরু হওয়ার আগে পিতৃপক্ষে দুর্গা পূজার উদ্বোধন নয়। দেবিপক্ষ শুরু হওয়ার পরে মহালয়ার দিন থেকে এবার বাংলায় দুর্গাপুজোর উদ্বোধন শুরু হল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে। মুখ্যমন্ত্রী হয়েই শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত কয়েক বছরে মহালয়ার আগেই যেভাবে দুর্গাপূজা উদ্বোধন করতে যেতেন সেই পরম্পরা পরিবর্তন করে তিনি মহালয়া থেকে পুজো উদ্বোধন শুরু করবেন।

WBRERA/P/PAS/2024/001162

URBAN HEIGHTS

Urban Galaxy India Pvt. Ltd.

Sit on your balcony in the quiet morning air, sip a warm cup of tea, and breathe deeply with your loved one.

9800354432 NH2, Near KNI Airpor, Gopalmath, Durgapur

সকালের শিরোনাম

সম্পাদকীয়

১১ অক্টোবর ২০২৬ রবিবার

প্রেস কার্ড গলায়, তবু ...

প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং বিতর্কিত 'স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন' বাতিলের দাবিতে রাজধানী দিল্লিতে ডাকা গণ-প্রতিবাদ দমাতে নেমেছে দিল্লি পুলিশ। আর এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১০ অক্টোবর যে নজিরবিহীন দমনপীড়ন চালানো হয়েছে, তার শিকার হয়েছে সংবাদমাধ্যমও। হাজার হাজার সাধারণ মানুষের সঙ্গে অসংখ্য স্বাধীন সাংবাদিক ও মূলধারার গণমাধ্যমের রিপোর্টারদেরও নির্বিচারে আটক করা হয়েছে।পুলিশের তরফ থেকে আগে থেকেই নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল, মাঠে থাকা সাংবাদিকদের তাঁদের প্রেস কার্ড স্পষ্টভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু বাস্তবে সেই কার্ডই যেন সাংবাদিকদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল।দিল্লির বিভিন্ন এলাকা থেকে একের পর এক সাংবাদিককে আটকের খবর সামনে আসতে থাকে। দ্য ওয়্যার-এর সাংবাদিক জাহ্নবী সেন, শ্রাবন্তী দাশগুপ্ত এবং অন্তরা বড়ুয়া জানিয়েছেন, পুলিশ কোনো নিয়ম বা প্রেস কার্ডের তোয়াক্কা না করেই লোকজনকে জোর করে বাসে তুলছিল। 'দ্য কুইন্ট'-এর সাংবাদিক সার্থক জয়সওয়াল প্রেস কার্ড দেখানোর পরেও তাঁকে ডিটেনশন বাসে তুলে নেওয়া হয়। যন্তর মন্তর ও কনট প্লেসের আশপাশ থেকে আন্দোলনকারীদের আটক করা হয়েছে। পুলিশের দেওয়া তথ্য উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আটক ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ৫০০। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন জনপ্রিয় ইউটিউবার ধ্রুব রাঠিও।সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতা হয়েছে নিউজলন্ড্রি -র তিন রিপোর্টার অনমোল প্রীতম, অশ্বিনী কুমার সিং এবং আস্থা সব্যসাচী ও তাঁদের এক ইন্টার্নের। সংবাদমাধ্যমটির বিবৃতি অনুযায়ী, তাঁদের অফিসিয়াল ফোনগুলি পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়। সাংবাদিকরা যখন নিজেদের গণমাধ্যমের কর্মী হিসেবে পরিচয় দেন, তখন পুলিশ সরাসরি বলে ওঠে; এখানে কোনো মিডিয়া নেই!দ (কোই মিডিয়া নেহি হ্যায়) আস্থা সব্যসাচী টুইট করে জানান যে, তাঁদের শুধু আটকই করা হয়নি, বরং ফোন কেড়ে নেওয়া এবং তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও ধস্তাধস্তিও করা হয়েছে। একইভাবে স্ক্রোল-এর রিপোর্টার আয়ুষ তিওয়ারি এবং রাজনৈতিক সম্পাদক শোয়েব দানিয়াল, নবভারত টাইমস-এর ঋত্বিক জোশী ও রাহুল চরস, এবং রয়টার্সের সাংবাদিক সৌরভ শর্মাকেও আটক করা হয়। অনেক সাংবাদিককে আবার পুলিশের বাস থেকে আটক সহকর্মীদের রেকর্ড বা কভার করার সময়ও গ্রেফতার করা হয়েছে। সিজেপি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ মুখ সোনম ওয়াংচুক কোথায়? দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে তাঁকে দেখা গেল না কেন?প্রতিবাদের ঠিক কয়েক দিন আগেই দিল্লি পুলিশ সাংবাদিকদের জন্য একটি বিতর্কিত নির্দেশিকা জারি করেছিল। সেখানে বলা হয়েছিল; সাংবাদিকদের প্রেস কার্ড স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান রাখতে হবে, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া যাবে না। অতিরিক্ত ডিসিপি মনজিৎ শিওরান মন্তব্য করেছিলেন, সাংবাদিকরা তাঁদের ভূমিকা পালন করবেন ঠিকই, তবে যেন প্রতিবাদে জড়িয়ে না পড়েন।কিন্তু ১০ অক্টোবরের বাস্তব চিত্র ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। গলায় ঝুলন্ত প্রেস কার্ড এবং বারবার পরিচয় দেওয়ার পরেও পুলিশ সাংবাদিকদের বাসে তুলেছে, ডিটেনশন সেন্টারে (যেমন ছত্রশাল স্টেডিয়াম) নিয়ে গিয়েছে এবং তাঁদের সরঞ্জাম কেড়ে নিয়েছে। এমনকী কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ বাসে আগুন লেগে যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় সাংবাদিকরা রক্ষা পান; এমন রোমহর্ষক তথ্যও উঠে এসেছে।এই বিশাল আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল 'ককরোচ জনতা পার্টি' এবং বিভিন্ন বামপন্থী, ছাত্র ও নাগরিক সংগঠন। তাঁদের মূল দাবি ছিল; প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-এর পদত্যাগ এবং 'স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন' বাতিল।অভিযোগ উঠেছে, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে দেশজুড়ে প্রায় ১৩ কোটির মতো খসড়া নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে বৈধ ভোটাররা (বিশেষ করে তরুণ সমাজ ও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়) ভোটাধিকার হারাচ্ছেন এবং শাসক দল সুবিধা পাচ্ছে। এমনকী অন্য নির্বাচন কমিশনারদের আপত্তি সত্ত্বেও এই প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে বলে গণমাধ্যমের তদন্তে উঠে এসেছে।এই বিক্ষোভ দমাতে দিল্লি পুলিশ রাজধানীতে কার্যত অঘোষিত কড়াকড়ি জারি করেছিল। ৪৫টির মতো মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখা হয়, ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত করা হয় এবং রাতারাতি ও দিনের আলোয় অভিযান চালিয়ে ১,০০০ থেকে ৪,,৮০০ পর্যন্ত মানুষকে আটক করা হয়। অরবিন্দ কেজরিওয়াল একে জরুরি অবস্থার চেয়েও খারাপ এবং রাহুল গান্ধী একনায়কতন্ত্র বলে তীব্র সমালোচনা করেছেন।সাংবাদিকদের উপর এই হামলা ও আটকের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম অধিকার রক্ষা সংস্থা 'কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস' (সি পি জে) এবং ডিজিটাল নিউজ প্ল্যাটফর্মগুলির যৌথ সংগঠন 'ডিজিপাব' ।সি আর জে স্পষ্ট ভাষায় দাবি জানিয়েছে, সব আটক সাংবাদিককে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। কেড়ে নেওয়া সমস্ত গ্যাজেট ও সরঞ্জাম ফেরত দিতে হবে। এবং সাংবাদিকদের উপর শারীরিক নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে।

স্মৃতির পাতা থেকে

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

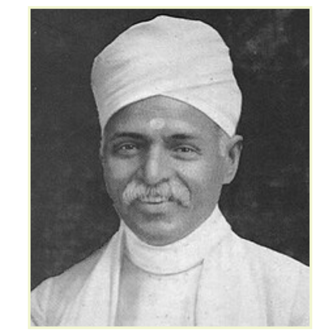

মদনমোহন মালব্য ছিলেন একজন ভারতীয় শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ। তিনি ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতা ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চার বারের সভাপতি। তাঁকে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলা হয় এবং মহামনা সম্মানে ভূষিত করা হয়।১৯১৬ সালে মদনমোহন মালব্য বারাণসীতে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বা বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি (বি.এইচ.ইউ) প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৫ সালের বি.এইচ.ইউ আইন অনুসারে স্থাপিত। এটি এশিয়ার বৃহত্তম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে কলা, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, কৃষিবিজ্ঞান, চারুকলা, আইন ও প্রযুক্তি বিভাগে ৩৫,০০০-এরও বেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেন। মদনমোহন মালব্য ১৯১৯ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।মদনমোহন মালব্য চার বার (১৯০৯, ১৯১৩, ১৯১৯ ও ১৯৩২ সাল) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করে হিন্দু মহাসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হিসেবে যোগ দেন।মদনমোহন মালব্য ছিলেন দ্য ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিশেষ প্রভাবশালী ইংরেজি সংবাদপত্র দ্য লিডারের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৯ সালে এটি এলাহাবাদে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকার চেয়ারম্যানও ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৯৩৬ সালে এই পত্রিকার হিন্দি সংস্করণ হিন্দুস্তান দৈনিক প্রকাশিত হয়।২০১৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর মদনমোহ মালব্যের ১৫৩তম জন্মবার্ষিকীর আগের দিন তাঁকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন (মরণোত্তর) দিয়ে সম্মানিত করা হয়।১৮৬১ সালের ২৫ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের যুক্তপ্রদেশের (অধুনা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য) এলাহাবাদ শহরে মদনমোহন মালব্যের জন্ম। তিনি এক গৌড় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।তাঁর পিতার নাম পণ্ডিত ব্রিজ নাথ ও মাতার নাম মুনা দেবী। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন অধুনা মধ্যপ্রদেশের মালব (উজ্জয়িনী) অঞ্চলের সংস্কৃত পণ্ডিত। সেই থেকে তাঁরা 'মালব্য' নামে পরিচিত। তাঁদের প্রকৃত পদবী ছিল চতুর্বেদী। মদনমোহন মালব্যের পিতা ছিলেন সংস্কৃত সন্ডিত। তিনি ভাগবত পুরাণ পাঠ করতেন।মদনমোহন মালব্য প্রথমে সংস্কৃত পাঠশালা ও পরে একটি ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি পড়াশোনা শুরু করেছিলেন হরদেবের ধর্মজ্ঞানোপদেশ পাঠশালায়। এখানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে পরে বিদ্যাবর্ধিনী সভার একটি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। পরে তিনি ভর্তি হন এলাহাবাদ জেলা স্কুলে। এখানে পড়ার সময় থেকে তিনি 'মকরন্দ' ছদ্মনামে কবিতা লেখা শুরু করেন। এই কবিতাগুলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হত।১৮৭৯ সালে তিনি মুয়ার সেন্ট্রাল কলেজ (অধুনা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। হ্যারিসন কলেজের প্রিন্সিপাল তাঁর জন্য একটি মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। কারণ, সেই সময় মদনমোহন মালব্যের পরিবার আর্থিক অনটনে পড়েছিলেন। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন।সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে ভর্তি হতে চাইলেও তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়ায় তাঁর পিতা তাঁকে পারিবারিক পেশা ভাগবত পাঠের কাজে নিয়োগ করতে চান।

আলোর নিচে অন্ধকার

বিশ্বজিৎ বৈদ্য, গবেষক, কোলাঘাট

দুর্গাপূজা বাঙালির আবেগ, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের এক অনিবার্য অধ্যায়। শরতের আকাশে সাদা মেঘ, কাশফুলের দোলা, ঢাকের শব্দ আর আলোকসজ্জায় সেজে ওঠা শহর;সব মিলিয়ে তৈরি হয় এক সাময়িক স্বপ্নলোক। কিন্তু এই স্বপ্নেরও একটি অন্ধকার প্রান্ত আছে। যে শহর দেবীকে বরণ করার জন্য রাতারাতি বদলে যায়, সেই শহরই কি তার সমস্ত নাগরিককে সমানভাবে বরণ করতে পারে? যে উৎসবকে আমরা সর্বজনীন বলি, তার পরিসরে ফুটপাতবাসী, হকার, পথশিশু, দিনমজুর কিংবা প্রান্তিক মানুষের অধিকার কতটা সুরক্ষিত? দেবীর আগমনে শহর যখন উৎসবমুখর হয়ে ওঠে, তখন প্রশ্ন জাগে;এই শহরের প্রকৃত অধিকারী কারা? দুর্গাপূজার সর্বজনীনতা নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই। অথচ সর্বজনীনতার প্রকৃত অর্থ কেবল সর্বস্তরের মানুষের উৎসবে অংশগ্রহণ নয়; এর অর্থ শহরের সম্পদ, পরিসর ও নাগরিক অধিকারের উপর সকলের ন্যায্য অধিকার। উৎসবের সময় শহরের প্রধান সড়ক, ফুটপাত, পার্ক এবং জনপরিসর নতুনভাবে ব্যবহৃত হয়। কোথাও মণ্ডপ, কোথাও আলোকসজ্জা, কোথাও দর্শনার্থীদের দীর্ঘ সারি। যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হয়, রাস্তার চরিত্র বদলে যায়, দৈনন্দিন জীবন নতুন নিয়মের অধীন হয়।

সাময়িক এই পরিবর্তন উৎসবের স্বাভাবিক অনুষঙ্গ হতে পারে। কিন্তু সেই পরিবর্তনের মূল্য যদি সমাজের দুর্বলতম মানুষদের বহন করতে হয় , তবে উৎসবের সর্বজনীনতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অন্যায় নয়। শহরের ফুটপাত কেবল পথচারীর চলাচলের জায়গা নয়; বহু মানুষের কাছে সেটিই জীবিকার ক্ষেত্র, আবার কারও কাছে রাতের আশ্রয়। যে হকার প্রতিদিন সামান্য পুঁজি নিয়ে পণ্য বিক্রি করেন, যে শ্রমজীবী মানুষ ফুটপাতের পাশে বসে কাজের অপেক্ষায় থাকেন, যে পরিবার কোনও স্থায়ী বাসস্থানের অভাবে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটায়;তাঁদের কাছে শহর নিছক নাগরিক পরিকাঠামো নয়, বেঁচে থাকার অবলম্বন।

অথচ উৎসবের পরিকল্পনায় এই মানুষগুলির অবস্থান প্রায়শই গৌণ হয়ে পড়ে। শহরের সৌন্দর্যায়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া সহজ; কিন্তু বিকল্প জীবিকা, আশ্রয় কিংবা পুনর্বাসনের প্রশ্নে প্রশাসনিক উদ্যোগ কতটা দৃশ্যমান? এখানেই উৎসবের সঙ্গে নাগরিক ন্যায়বিচারের সংঘাতটি প্রকট হয়ে ওঠে। একটি মণ্ডপ নির্মাণের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় হতে পারে, কিন্তু একজন গৃহহীন মানুষের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগ কতটা শক্তিশালী? আলোকসজ্জায় শহর ঝলমল করতে পারে, অথচ সেই আলোর বাইরে কোনও শিশু ক্ষুধা নিয়ে রাত কাটাতে পারে।

এই বৈপরীত্যকে কেবল আবেগের বিষয় বলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এটি নগর পরিকল্পনা, সম্পদ বণ্টন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন। অবশ্যই, দুর্গাপূজার অর্থনীতি বহু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। প্রতিমাশিল্পী, মণ্ডপ নির্মাণের কারিগর, আলোকশিল্পী, ঢাকি, পরিবহণকর্মী, নিরাপত্তাকর্মী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী;অসংখ্য মানুষের শ্রমে উৎসবের পরিসর নির্মিত হয়। তাঁদের কাছে পূজা শুধু আনন্দের উপলক্ষ নয়, উপার্জনের গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করলে পূজার সামাজিক তাৎপর্যই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কিন্তু কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়া আর শ্রমের মর্যাদা নিশ্চিত হওয়া এক বিষয় নয়। উৎসবের বিপুল আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের পারিশ্রমিক, নিরাপত্তা, কাজের পরিবেশ এবং সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্নও সমান গুরুত্বপূর্ণ। শহরের সৌন্দর্য যাঁদের শ্রমে নির্মিত, সেই শ্রমজীবী মানুষদের জীবন যদি অনিশ্চয়তায় ঢাকা থাকে, তবে উৎসবের সাফল্যকে কেবল বাহ্যিক জাঁকজমক দিয়ে বিচার করা চলে না। সমস্যার আর একটি দিক রয়েছে। দুর্গাপূজা ক্রমশ এমন এক প্রদর্শনমূলক সংস্কৃতির দিকে এগোচ্ছে, যেখানে মণ্ডপের উচ্চতা, আলোকসজ্জার অভিনবত্ব, পুরস্কারের সংখ্যা এবং দর্শনার্থীর ভিড় সাফল্যের প্রধান মাপকাঠি হয়ে উঠছে। শিল্প ও সৃজনশীলতার বিকাশ অবশ্যই কাম্য। বৃহৎ আয়োজনের মধ্যে স্থাপত্য, কারুশিল্প ও সামাজিক বার্তার নতুন সম্ভাবনাও তৈরি হয়। কিন্তু যখন প্রতিযোগিতার চাপেই উৎসবের সাফল্য নির্ধারিত হতে থাকে, তখন একটি মৌলিক প্রশ্ন আড়ালে চলে যায়;এই আয়োজন মানুষের জীবনে কী ধরনের সামাজিক মূল্য সংযোজন করছে? একটি মণ্ডপে পরিবেশরক্ষার বার্তা তুলে ধরা হতে পারে, অন্য কোথাও নারীসম্মান বা মানবাধিকারের কথা বলা হতে পারে। কিন্তু সেই বার্তা যদি মণ্ডপের সীমানা পেরিয়ে বাস্তব জীবনে পৌঁছতে না পারে, তবে তা কতটা কার্যকর? যে শহর নারীশক্তির বন্দনায় মুখর, সেই শহরে নারীর নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার দায়ও রয়েছে। যে উৎসব মানবিকতার কথা বলে, তার কাছে গৃহহীন মানুষের মর্যাদা রক্ষার দাবিও অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে না। উৎসবের সামাজিক তাৎপর্য বিচার করতে হলে তাই তার প্রতীকী ভাষার পাশাপাশি বাস্তু স্তব আচরণকেও বিবেচনায় আনতে হবে।

এখানে প্রশাসনের দায় যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে পূজা উদ্যোক্তা, নাগরিক সংগঠন, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষের দায়িত্ব। ভিড় নিয়ন্ত্রণ, জরুরি পরিষেবার পথ সচল রাখা, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ মানুষের চলাচলের সুবিধা নিশ্চিত করা, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং অস্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা; এসবকে উৎসবের বাইরের বিষয় ভাবার কোনও কারণ নেই। বরং এগুলিই প্রমাণ করে, একটি শহর কতটা সভ্য, সংবেদনশীল ও নাগরিকবান্ধব। বিশেষ করে ফুটপাত ও জনপরিসর ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রশাসনের নীতি হওয়া উচিত ন্যায্য এবং মানবিক। পথচারীর অধিকার যেমন রক্ষা করতে হবে, তেমনই জীবিকার জন্য ফুটপাতের উপর নির্ভরশীল মানুষের সমস্যারও বাস্তবসম্মত সমাধান প্রয়োজন। একদিকে নির্বিচারে উচ্ছেদ, অন্যদিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন দখল;কোনওটিই দীর্ঘমেয়াদি সমাধান নয়। পরিকল্পিত হকার অঞ্চল, বিকল্প বিক্রয়স্থল, পর্যাপ্ত শৌচাগার, পানীয় জল এবং গৃহহীন মানুষের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা উৎসবকেন্দ্রিক নগর ব্যবস্থাপনাকে আরও মানবিক করতে পারে। উৎসবের সময় এই উদ্যোগগুলি বিশেষভাবে জরুরি হলেও এগুলির প্রয়োজন সারা বছর। সবচেয়ে বড় কথা, শহরকে কেবল উৎসবের কয়েকটি দিনের দৃশ্য দিয়ে বিচার করা যায় না। যে শহর অক্টোবর মাসে আলোর বন্যায় ভেসে যায়, সেই শহরের প্রকৃত চরিত্র বোঝা যায় বছরের অন্য দিনগুলিতে;যখন ক্যামেরা সরে যায়, মণ্ডপ খুলে ফেলা হয়, আলো নিভে যায় এবং জীবিকার অনিশ্চয়তা নিয়ে মানুষ আবার রাস্তায় নামে। তখন দেখা যায়, উৎসবের সাময়িক ঐশ্বর্যের পাশে নাগরিক জীবনের দীর্ঘস্থায়ী অভাবগুলি কতখানি অমীমাংসিত রয়ে গেছে। দুর্গাপূজার মহিমা কমিয়ে দেওয়া এই প্রশ্নগুলির উদ্দেশ্য নয়। বরং উৎসবের অন্তর্নিহিত মানবিক চেতনাকে আরও গভীর করে তোলাই এর লক্ষ্য। দেবীকে বরণ করার অর্থ যদি শক্তি, ন্যায়, সাহস ও কল্যাণের আরাধনা হয়, তবে সেই আদর্শের পরীক্ষা হবে দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে। যে শিশুর মাথার উপর ছাদ নেই, যে শ্রমিকের জীবিকা অনিশ্চিত, যে পথচারী নিরাপদে হাঁটার জায়গা পান না, যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী জীবিকার সংকটে পড়েন;তাঁদের প্রশ্নকে বাদ দিয়ে সর্বজনীনতার দাবি সম্পূর্ণ হতে পারে না। প্রশ্নটি তাই দেবী আসবেন কি না, তা নয়। দেবী তো প্রতিবছরই আসেন; শহরও প্রতিবছর নতুন করে সাজে। প্রশ্ন হল, তাঁর আগমনে আমাদের সামাজিক বিবেক কতটা জাগ্রত হয়। আমরা কি কেবল শহরের দেওয়ালে আলো জ্বালাই, নাকি মানুষের জীবনেও আলো পৌঁছে দিতে চাই? আমরা কি শুধু প্রতিমার সামনে মাথা নত করি, নাকি মানুষের মর্যাদার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হই? দুর্গাপূজার প্রকৃত সর্বজনীনতা প্রমাণিত হবে না মণ্ডপের আকারে, বাজেটের পরিমাণে কিংবা আলোকসজ্জার জৌলুসে। তার প্রমাণ থাকবে এমন এক শহরে, যেখানে উৎসবের আনন্দ কারও জীবিকা কেড়ে নেয় না, সৌন্দর্যায়নের নামে কারও অস্তিত্ব মুছে দেওয়া হয় না এবং নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে দুর্বলতম মানুষটিও অদৃশ্য হয়ে থাকে না। দেবীকে বরণ করার জন্য শহর সাজানো আমাদের সংস্কৃতি। কিন্তু সেই শহরে প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা আমাদের সভ্যতার পরীক্ষা। দেবীর আগমন যদি মানুষের নির্বাসনকে আরও গভীর করে, তবে উৎসবের আলো যত উজ্জ্বলই হোক, তার মানবিক দীপ্তি থেকে যায় অসম্পূর্ণ।

মহাত্মা গান্ধী ও জেন জি

সম্প্রীতি চক্রবর্তী

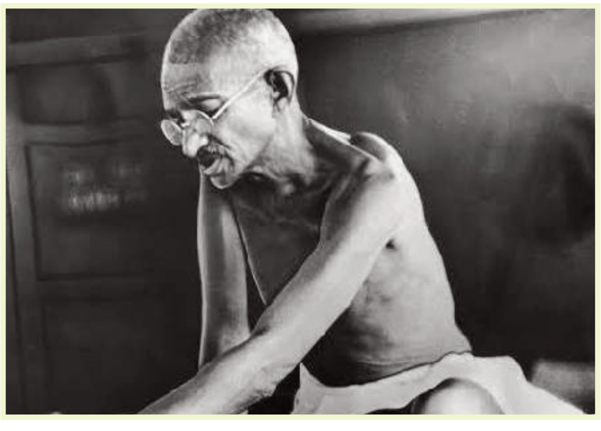

মহারাষ্ট্রের মেয়ে সালোনি তোদকরি। ২০২০ সালে, মাত্র ১৫ বছর বয়স থেকে থানে, পালগর, মানগাঁও-সহ বিভিন্ন শহরে অনশন শুরু করে এই খুঁদে মেয়ে। তার দাবি ছিল দেশে যাতে কোনও শিশু আগামিদিনে ভিক্ষা না করে। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে সালোনি জানায়, এই পদক্ষেপ গ্রহণে তার মূল অনুপ্রেরণা মহাত্মা গান্ধী। আমরা যাদের 'জেনারেশন জেড' বলি, ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েরা, সেই দলেই পড়ে সালোনি। কিন্তু তার প্রতিবাদের ভাষা মিলে যায় জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে। ১০০ বছরের বেশি ব্যবধান থাকলেও, সালোনির বিশ্বাস এই অহিংস অনশনকে হাতিয়ার করেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব।এমন দৃঢ়তা দেখে মনে পড়ে যায় 'লগে রহো মুন্নাভাই' সিনেমার কথা। যে-চিত্রনাট্য গান্ধীর অবয়বকে মূলস্রোতের আলোচনায় ফিরিয়ে এনেছিল। গান্ধীগিরির মোদ্দা কথা, জটিল বিষয়গুলিকে কিঞ্চিৎ সহজ করে সিনেমার পর্দায় দেখে দর্শকদের ভাল লেগেছিল। আমরা তখন মিলেনিয়ালরা স্কুলে পড়ি, বন্ধুদের দেখেছি মজা করা গান্ধীগিরি প্রয়োগ করতে ক্লাসের মধ্যে। হালকা চালে মুন্নাভাই কথা বলছে স্বয়ং জাতির পিতার সঙ্গে, এই সখ্য আমাদের মন কেড়েছিল। কিন্তু তারপর? আর মনে হয় এমন গান্ধীগিরির প্রতিফলন দেখা যায়নি সিনেমা, সাহিত্যে বা ওটিটি-তে। অনেকে তাই প্রশ্ন করে; আজকের সোশ্যাল মিডিয়া, এ-আই বা গেমিংয়ের যুগে গান্ধীবাদের আদৌ কোনও তাৎপর্য আছে? ২ অক্টোবর মানেই সারা ভারতে হলিডে আর ড্রাই ডে। এবারে সপ্তাহান্তে তিনদিন পরপর ছুটিও পাওয়া গেছে। পুজোর আগে কেনাকাটা, খাওয়াদাওয়া আর একটু বিশ্রাম; এই অলস মেজাজ বাদ দিয়ে আর কি কিছু অবশিষ্ট আছে গান্ধী-জয়ন্তীর? বিশেষ করে জেন জি বা জেন আলফাদের কাছে? এর উত্তর খোঁজাই এই লেখার মূল উদ্দেশ্য, যদি তিনটি প্রশ্ন প্রথমেই রাখা যায় পাঠকদের সামনে।

এক, আজকের চূড়ান্ত ভোগবাদী, ব্র্যান্ড-সচেতন সমাজে গান্ধীর অনাড়ম্বর জীবন কি নতুনভাবে পথ দেখায়?

দুই, তাঁর সর্বোদয়া এবং আত্মনির্ভর প্রকল্প আজকের স্টার্ট-আপ যুগে কতটা জরুরি জেন-জির কাছে?

তিন, গান্ধীর অহিংস অনশন কীভাবে জেন জি আন্দোলনে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে উঠে এসেছে?

আজকের মিছিলে গান্ধী

ইয়ুথ টক নামক একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে, (যেখানে জেন-জি বা আলফাদের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়) কেন জরুরি ভারতে' এই শিরোনামে একটি লেখা ছাপা হয়। 'মিনিমালিজম' শব্দটা আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার পরিভাষায় বেশ জনপ্রিয়। একদিকে যেমন পণ্যের বাজারে হাজারও নতুন ব্র্যান্ড, জাঁকজমক, হাতছানি; তেমনই জেন জি বা আলফাদের মধ্যে বাড়ছে ঝোঁকার প্রবণতা। আনমোল নেগি নামে এক জেন জি ব্লগার ইউথ টকে লিখছেন যে, যতই আমরা পাশ্চাত্যের দিকে তাকাই কিংবা জাপানি লেখিকা মারি কণ্ডোর কথা ভাবি (যিনি 'মিনিমাল লিভিং' নিয়ে বই লিখে সারা বিশ্বে সমাদৃত) কিন্তু এই সবকিছুর অনেক আগে আমাদের শিখিয়ে গেছেন মহাত্মা গান্ধী। নবীন লেখক আনমোল এর সঙ্গে মিল পেয়েছে গান্ধীর 'অপরিগ্রহ' মতাদর্শের। নন-পজেশন বা আত্মনিয়ন্ত্রণের এই চিন্তাধারা গান্ধী নিয়েছিলেন বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন থেকে। তাঁর আশ্রমে অংশগ্রহণ করতে হলে বাধ্যতামূলক ছিল ১১টি ব্রত। যার মধ্যে প্রধান ও অন্যতম হল অপরিগ্রহ।তিনি মনে করতেন, যদি প্রয়োজনের থেকে অত্যাধিক আমার কাছে থাকে, তার মানে সেটা চৌর্যবৃত্তি করেই এসেছে। যে চুরি সবসময় চোখে দেখা যায় না; মালিকপক্ষ যে শোষণ চালায় শ্রমিকের ওপর, জমিদার চালায় চাষির ওপর, অতিরিক্ত সেই শ্রমের মূল্য আসলে একপ্রকার হিংসা। তাই গান্ধীর অহিংস আন্দোলন শুধু শারীরিক প্রহার বা গা-জোয়ারি থেকে ব্রাত্য থাকা নয়, বরং অবাধ ভোগকেও হিংস্রতা বলে মেনে নেওয়া। আনমোল নেগির মতো জেন-জিরা আজ যখন গান্ধীর মতাদর্শকে ফেসবুকে উদ্ধৃত করছে, তেমনই এর পরিপন্থী দৃশ্য দেখতেও আমরা অভ্যস্ত। দিল্লি, মুম্বইয়ের পাঁচতারা মলে রাত তিনটে থেকে যখন আইফোন ১৮ কেনার লাইন পড়ে, তখন গান্ধীর 'অপরিগ্রহ' কিঞ্চিৎ হাস্যস্পদ ঠেকে। কিন্তু মনোবিদরা বলছেন, সকলে যে তিন লাখি ফোন কেনার ক্ষমতা রাখে, তা হয়তো নয়, প্রতিযোগিতামূলক ভোগবাদ -এর যুগে এই প্রদর্শন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এখানে আবারও এসে পরে গান্ধীর ট্রাস্টিশিপ বা সমবায়ের ধারণা। তিনি বলছেন ব্যক্তিগত মালিকানা হিংসার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। গান্ধীর অভিধানে গুরুত্ব পেয়েছে 'সর্বোদয়া' এবং আত্মনির্ভরতার দর্শন। আজকের স্টার্ট আপের যুগে 'আত্মনির্ভর' কথাটা বহুল-প্রচলিত। জেন জি-দের সামনে স্টার্ট আপ ব্যবসার নানা কৌশল রাষ্ট্রযন্ত্র বারবার তুলে ধরতে চাইছে। কম শুল্কে লোন, ছোটখাট ব্যবসা, ডিজিটাল মানি ট্রান্সফার; এমন বিবিধ উপায়! সরকার বলছে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু গান্ধী যে আত্মনির্ভরতার কথা বলতেন, যার মূলে ছিল গ্রামীণ অর্থনীতি ও পঞ্চায়েত, তার সঙ্গে এই আত্মনির্ভর বয়ানের কোনও মিল আছে কি? বর্তমানে 'স্টার্ট আপ' শব্দটা এমনভাবে ব্যবহার করা হয়, যেন অর্থনীতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান লুকিয়ে রয়েছে ওই জিয়নকাঠিতে। গান্ধী কিন্তু তাঁর 'হিন্দ স্বরাজ' বইতে গ্রাম আর শহরের এক অভূতপূর্ব সম্পর্কের কথা বলেছেন। যেখানে কেউ কারও ওপর পরজীবী বা পরাশ্রয়ীর মতো নির্ভর করবে না। গ্রামে সহযোগিতা থাকবে, কিন্তু নির্ভরতা নয়। উনি লিখছেন

নতুন রাজনৈতিক ভাষ্যে কী অবদান মহাত্মা গান্ধীর?১৯৪৬ সালে 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধী এই ভিলেজ রিপাবলিককে সামুদ্রিক ঘূর্ণির (ওশিয়ানিক সার্কেল) সঙ্গে তুলনা করেছেন। গ্রামে পিরামিডীয় বিন্যাসে সবার ওপরে জমিদার, তারপর মধ্যস্বত্বভোগী আর চাষিরা অবস্থান করবে না। প্রথম শ্রেণি, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের ওপর আধিপত্য কায়েম করবে না। বরং একটা জলের বৃত্তের মতো গ্রামকে কল্পনা করেছিলেন গান্ধী। যে বৃত্তে ক্ষমতার আস্ফালন নেই, সহাবস্থান আছে। এই গ্রাম্য জীবনের বিষয় পড়ে আজকের শহরতলির দিকে তাকালে চোখে পড়ে কেবল পরিযান। হাজার-হাজার শ্রমিকের মুম্বই, ব্যাঙ্গালোর বা দিল্লিতে শহুরে গরিব হয়ে থাকার গল্প। গান্ধীর আত্মনির্ভর গ্রামের সঙ্গে আজকের মফসসলের কোনও সাযুজ্য নেই। যদিও ইদানীং, গ্রামের মানুষ আর শহরের মানুষের একটা বিষয় দারুণ মিল। দু'জনেই যথেচ্ছ ইন্টারনেট ব্যবহার করে এবং শ্রেণি-বৈপরীত্য ঘুচিয়ে, রিল বা মিমের দর্শক শহুরে-পাড়াগেঁয়ে সকলে। হাজার-হাজার ফোনে পৌঁছে যাওয়া এই রিলে গ্রামকে দেখানো হয় অ্যাস্থেটিক ফিল্টারে। ঘোমটা দেওয়া গ্রামীণ বধূ মাটির উনুনে রান্না করছে, সুন্দরবনের বাওলিরা মধু সংগ্রহ করছে কিংবা জেলেরা নৌকায় মাছ ধরছে, সকলের নিজের নিজের ভ্লগে অগুনতি লাইক ও সাবস্ক্রাইবার। এর মধ্যে অধিকাংশই জেন জি বা মিলেনিয়াল। কেউ-কেউ টাকাও উপার্জন করছে গ্রামের সংস্কৃতি সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরে। তবু মনে হয়, এই প্রদর্শন গ্রামীণ সমাজকে ঠিক কতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে পারল? ব্যাঙ্গালোর, মুম্বই বা দিল্লির বস্তিতে শত শত পরিযায়ী শ্রমিক যায় বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশের অখ্যাত গ্রাম থেকে। অনেকেরই বয়স কুড়ি, বাইশের দোরগোড়ায়। গান্ধীর বাণী তারা স্কুলপাঠ্যে নিশ্চয়ই পড়েছে, কিন্তু পরিযান-পর্যুদস্ত এই ভারতে সহযোগিতার অভিজ্ঞতা তারা পায়নি।

খবর

দেশের বাতিঘরগুলিকে নতুন রূপে সাজাচ্ছে কেন্দ্র

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

গভীর সমুদ্রে পথহারা জাহাজের দিশারি বা উপকূল সুরক্ষার চিরচেনা গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশের বাতিঘরগুলি এবার রূপান্তরিত হচ্ছে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ঠিকানায়। দেশের এগারো হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ উপকূলরেখা বরাবর থাকা মোট ২০৫টি বাতিঘরের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৭৫টিকে আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলেছে কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রক। একই সঙ্গে আরও পঁচিশটি বাতিঘরকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাতিঘর চত্বরকে আধুনিক রূপ দেওয়ার ফলে পর্যটকদের আনাগোনা চার গুণেরও বেশি বেড়েছে। ২০১৪ সালে যেখানে দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় চার লক্ষ, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৮ লক্ষ ৬৩ হাজারে। গুজরাতের মাণ্ডবী ও দ্বারকা, কর্ণাটকের তাদরি, তামিলনাড়ুর পাম্বান কিংবা কেরলের ভিঝিনজামের মতো বাতিঘরগুলিতে গড়ে তোলা হয়েছে সুদৃশ্য বাগান, হাঁটার পথ ও মুক্তমঞ্চ। দর্শকদের সুবিধার জন্য চালু করা হয়েছে ডিজিটাল টিকিট ব্যবস্থাও। এর ফলে স্থানীয় হোটেল, রেস্তোরাঁ ও হস্তশিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের বিকল্প আয়ের দিশা খুলেছে। ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে এই সৌধগুলিতে। দেশের সমস্ত বাতিঘর এখন সম্পূর্ণভাবে সৌরবিদ্যুৎ চালিত। আধুনিক আলোক ব্যবস্থার পাশাপাশি ৮৭টি কেন্দ্রে স্বয়ংক্রিয় জাহাজ শনাক্তকরণ ব্যবস্থা বা অটোমেটিক আইডেনটিফিকেশন সিস্টেমের উপকূলীয় কেন্দ্র বসানো হয়েছে, যার মাধ্যমে জাহাজের সঙ্গে উপকূলের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও সুরক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে।

মহাবলীপুরম, চেন্নাই, আলাপ্পুঝা, কান্নুর ও দ্বারকার মতো একাধিক ঐতিহাসিক স্থানে চালু করা হয়েছে বিশেষ বাতিঘর সংগ্রহশালা। উপকূল পেরিয়ে বাতিঘরের এই অভিনব পরিকাঠামো এবার ছড়িয়ে পড়ছে দেশের অভ্যন্তরীণ জলপথেও। অসমের ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে পাণ্ডু, বগিবিল, শিলঘাট ও বিশ্বনাথ ঘাটে প্রায় চুরাশি কোটি টাকা ব্যয়ে চারটি বিশ মিটার উঁচু পরিবেশবান্ধব বাতিঘর গড়ে তোলা হচ্ছে।

গোয়ার ফোর্ট আগুয়াদা, ওড়িশার পুরী ও বিশাখাপত্তনমে আয়োজিত জাতীয় বাতিঘর উৎসবগুলির মাধ্যমে উপকূলীয় লোকসংস্কৃতি, খাবার ও ইতিহাসকে সাধারণ মানুষের কাছে জীবন্ত করে তোলাই এই রূপান্তরের মূল লক্ষ্য।

ট্রেন বাতিল, স্তব্ধ ডিজিটাল লেনদেন, আন্দোলনের আঁচে নাকাল দিল্লির যাত্রীরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে যন্তর মন্তরে প্রতিবাদের ডাক এবং তা রুখতে প্রশাসনের নজিরবিহীন নিরাপত্তার জেরে চরম বিপাকে পড়লেন সাধারণ রেলযাত্রীরা। শনিবার নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে একের পর এক ট্রেন বাতিলের ঘোষণা এবং নিরাপত্তার স্বার্থে মুঠোফোনে অন্তর্জাল পরিষেবা বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় দূরপাল্লার যাত্রীদের। নগদ টাকার অভাব এবং অনলাইন লেনদেন পুরোপুরি অচল হয়ে পড়ায় খাবার ও পানীয়টুকু কিনতেও হিমশিম খেতে হয় স্টেশনে আটকে পড়া মানুষদের। ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভ রুখতে রাজধানীর বিস্তীর্ণ অংশে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করে প্রশাসন। আড়াইশোরও বেশি দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করা হয়। ফলে বাড়ি ফেরার কোনো বিকল্প পথ না পেয়ে নতুন দিল্লি স্টেশনের চত্বরেই আটকে পড়েন শয়ে শয়ে যাত্রী। পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে অন্তর্জাল সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখার সিদ্ধান্ত। মুঠোফোনে ডিজিটাল অর্থপ্রদান ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিকল হয়ে পড়ায় যাঁদের সঙ্গে নগদ টাকা ছিল না, তাঁরা নিদারুণ দুর্দশায় পড়েন। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তৃষ্ণা মেটানোর সাধারণ পানীয় কিনেও অনলাইন লেনদেন না হওয়ায় বিক্রেতার সঙ্গে বিপাকে পড়েন অনেকে। স্টেশনের মাইকে একের পর এক ট্রেন বাতিলের খবর ছাড়া বাইরের পরিস্থিতির কোনো তথ্যও যাত্রীদের কাছে পৌঁছচ্ছিল না। রাজনৈতিক সংঘাত ও প্রশাসনিক কড়াকড়ির সাঁড়াশি চাপে সাধারণ যাত্রীদের এ হেন ভোগান্তি ঘিরে ক্ষোভ ছড়িয়েছে বিভিন্ন মহলে।

গতি ও নিখুঁত নিশানাই ভবিষ্যৎ যুদ্ধের চাবিকাঠি - রাজনাথ

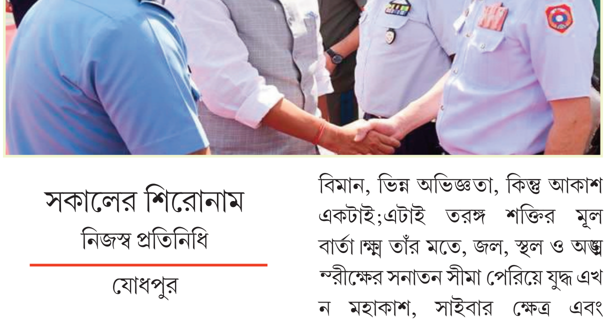

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
যোধপুর

আধুনিক রণকৌশলে অস্ত্রের সংখ্যার চেয়ে তথ্য আহরণের দ্রুততা, নিখুঁত নিশানা এবং প্রযুক্তির মেলবন্ধনই সামরিক শক্তির প্রধান মাপকাঠি হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। শনিবার রাজস্থানের যোধপুর বিমানঘাঁটিতে বহুজাতিক বায়ুসেনা মহড়া 'তরঙ্গ শক্তি ২০২৬'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে অংশ নিয়ে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের ওপর বিশেষ জোর দেন তিনি। ভারতীয় বায়ুসেনার আয়োজনে ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত চলা এই মহড়ায় অংশ নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ফ্রান্স, জার্মানি, শ্রীলঙ্কা, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং আমেরিকা;এই সাতটি মিত্র দেশের বায়ুসেনা। এ ছাড়াও উপস্থিত রয়েছে ৩২টি পর্যবেক্ষক দেশের প্রতিনিধিদল। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ক্ষ্মভিন্ন দেশ, ভিন্ন বিমান, ভিন্ন অভিজ্ঞতা, কিন্তু আকাশ একটাই;এটাই তরঙ্গ শক্তির মূল বার্তা।ক্ষ্ম তাঁর মতে, জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের সনাতন সীমা পেরিয়ে যুদ্ধ এখন মহাকাশ, সাইবার ক্ষেত্র এবং তথ্যপ্রযুক্তির ময়দানে প্রবেশ করেছে। কৃত্রিম মেধা, ড্রোন ও দূরপাল্লার নিখুঁত অস্ত্রের যুগে যে দেশ যত দ্রুত তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, তারাই রণক্ষেত্রে এগিয়ে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশে প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনে স্বাবলম্বী হওয়ার নীতি গৃহীত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি জানান, আত্মনির্ভরতার অর্থ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়, বরং নিজস্ব প্রযুক্তিতে অস্ত্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করার ক্ষমতা অর্জন করা। মহড়ায় তেজস যুদ্ধবিমান ও প্রচণ্ড হেলিকপ্টারের মতো দেশীয় সামরিক প্রযুক্তির কার্যকারিতা মিত্র দেশগুলির সামনে তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান ও আধুনিক উড়োজাহাজ ইঞ্জিন তৈরিতে মিত্র দেশগুলির সঙ্গে যৌথ উৎপাদনের পথেই ভারত এগোচ্ছে বলে জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

বেলেঘাটা-আইটি সেন্টার মেট্রোপথে পরীক্ষামূলক চলাচল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

নিউ টাউনের তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্রে মেট্রোয় পৌঁছনোর অপেক্ষা আরও এক ধাপ এগোল। অরেঞ্জ লাইনে বেলেঘাটা থেকে আইটি সেন্টার পর্যন্ত অংশে প্রথম পরীক্ষামূলক ট্রেন চালানো হয়েছে। এ বার ওই পথে ট্রেনের সিগন্যাল ব্যবস্থা যাচাইয়ের কাজও শুরু হয়েছে। সব পরীক্ষা নির্ধারিত মান পূরণ করলে চলতি বছরের মধ্যেই কবি সুভাষ থেকে আইটি সেন্টার পর্যন্ত সরাসরি মেট্রো চালানোর লক্ষ্য রয়েছে কর্তৃপক্ষের। শনিবার রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় এই পরীক্ষা হয়। রেললাইনের উপর দিয়ে ট্রেন চালিয়ে পরিকাঠামোর কার্যকারিতা যাচাই করা পরিষেবা শুরুর আগে একটি জরুরি ধাপ।

এর পর রয়েছে সিগন্যালিং-সহ বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার পরীক্ষা। অরেঞ্জ লাইনে যোগাযোগনির্ভর ট্রেন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা সিবিটিসি চালু করার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। এই প্রযুক্তিতে ট্রেনের অবস্থান ও চলাচলের তথ্যের ভিত্তিতে সিগন্যাল এবং ট্রেনের ব্যবধান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বেলেঘাটা থেকে আইটি সেন্টার পর্যন্ত উড়ালপথ ও রেললাইন বসানোর কাজ শেষ হয়েছে বলে মেট্রো সূত্রে খবর। এর আগে ওই অংশে পুশ ট্রলি চালিয়ে লাইন ও পরিকাঠামো পরীক্ষা করা হয়েছিল। এ বার ট্রেন চালিয়ে পরবর্তী পর্যায়ের কাজ শুরু হল। প্রায় ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ কবি সুভাষ থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইন প্রকল্পের অনুমোদন মেলে ২০১০ সালে। একাধিক পর্যায়ে তৈরি হচ্ছে এই করিডর। কবি সুভাষ থেকে রুবি এবং রুবি থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত অংশে ইতিমধ্যেই যাত্রী পরিষেবা চালু হয়েছে। বেলেঘাটা থেকে আইটি সেন্টার পর্যন্ত পরিষেবা শুরু হলে নিউ টাউনের তথ্যপ্রযুক্তি এলাকার সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার মেট্রো যোগাযোগ আরও সহজ হবে। এই প্রকল্পের কাজের গতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আগ্রহ রয়েছে যাত্রীদের। চিংড়িঘাটার কাছে জটিলতার কারণে নির্মাণকাজের একটি অংশ দীর্ঘ সময় আটকে থাকায় প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছিল।

এখন নতুন অংশে ট্রেন চালিয়ে পরীক্ষা শুরু হওয়ায় পরিষেবা সম্প্রসারণের আশা বাড়ল। তবে পরীক্ষামূলক ট্রেন চললেই যাত্রী পরিবহণ শুরু করা যায় না। সিগন্যাল ব্যবস্থা, নিরাপত্তা এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদনের ধাপগুলি সম্পূর্ণ হওয়া দরকার। তাই বছর শেষে পরিষেবা চালুর আশা থাকলেও নির্দিষ্ট দিন এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

বাংলায় অন্যদের আটক করতেন, আজ নিজেই আটক

মমতাকে নিশানা শমীকের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

বাংলায় যাঁদের বিরুদ্ধে অন্যদের বেআইনি ভাবে আটকে রাখার অভিযোগ উঠত, দিল্লিতে গিয়ে তাঁরাই পুলিশের হাতে আটক হচ্ছেন। মহালয়ার দিন দিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আটক হওয়ার ঘটনা নিয়ে এই ভাষাতেই কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক পরিচয় কাউকে আইনের ঊর্ধ্বে থাকার অধিকার দেয় না। শনিবার দিল্লির যন্তর মন্তরে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’র কর্মসূচিতে যোগ দিতে গিয়ে আটক হন বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। শমীকের মতে, এই আন্দোলনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনও বাস্তব সমস্যার যোগ নেই। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সময় নষ্ট না করে মমতার কলকাতায় ফিরে আসা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বিজেপি রাজ্য সভাপতির কটাক্ষ, যাঁরা এত দিন বাংলায় বেআইনি ভাবে অন্যদের আটক করতেন, আজ তাঁরা নিজেরাই আইন ভাঙতে গিয়ে আটক হচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, আইন মানার বাধ্যবাধকতা সকলের জন্য সমান। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সুবাদে কেউ বিশেষ ছাড় পেতে পারেন না। দিল্লির আন্দোলনে মমতার অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শমীক। তাঁর দাবি, প্রতিবাদের নামে আইন অমান্য করা বা বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়। জনস্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কহীন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার বদলে রাজ্যে ফিরে আসাই মমতার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে করেন তিনি। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে দু’দিকেই। এক দিকে, দিল্লিতে বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচিতে মমতার উপস্থিতি এবং পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অন্য দিকে, সেই ঘটনাকে সামনে রেখে বাংলায় তৃণমূলের অতীত ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চাইছে বিজেপি। ফলে দিল্লির একটি আটক-পর্ব রাজ্যের দুই প্রধান রাজনৈতিক শিবিরের মধ্যে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের নতুন ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে জোর, ২০৩৫-এর মধ্যে পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্য রাজ্যের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করতে পশ্চিমবঙ্গের আগের সরকারের অনীহাকেই রাজ্যে উচ্চশিক্ষার সংস্কারের পথে বড় বাধা বলে তুলে ধরলেন শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, এই নীতি চালু করার ক্ষেত্রে ছ’বছর নষ্ট হয়েছে। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য, ২০৩৫ সালের মধ্যে রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতির সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক কর্মশালায় এই বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার পরিসর বাড়ানোর নতুন প্রস্তাবও সামনে এনেছেন তিনি। মন্ত্রী মনে করেন, মুক্ত ও দূরশিক্ষার সুযোগকে আরও বিস্তৃত করে সাধারণ মানুষের কাছে উচ্চশিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বড় ভূমিকা নিতে পারে।

তবে শুধু দূরশিক্ষার পরিসরে সীমাবদ্ধ না থেকে ভারতীয় জ্ঞানচর্চারও একটি বিশেষ কেন্দ্র হয়ে উঠুক এই প্রতিষ্ঠান। সেই লক্ষ্যেই অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের জন্য ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা বিষয়ক স্বল্পমেয়াদি কোর্স চালুর প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। জগন্নাথের বক্তব্য, এই ধরনের কোর্স করে পড়ুয়ারা দু’টি বা তিনটি ক্রেডিট অর্জন করতে পারবেন। কোর্স শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শংসাপত্রও দেওয়া হবে। যাদবপুর, প্রেসিডেন্সি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইএসইআর এবং শিবপুরের মতো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও যাতে এই সুযোগ পান, সেই ব্যবস্থা তৈরির কথা বলেছেন তিনি। প্রস্তাবটি কার্যকর হলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পড়াশোনার আদানপ্রদানের নতুন পথ খুলতে পারে। জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য রাজ্যস্তরে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী। শিক্ষাবিদ এম জগদীশ কুমার রয়েছেন তার উপদেষ্টা হিসেবে। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গকে দেশের শিক্ষানীতির মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করাই সরকারের উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, আগের জমানায় রাজ্যের ভারতীয় পরিচয়কে আড়াল করার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। বর্তমান সরকার সেই অবস্থান বদলাতে চায়। শুধু নীতিগত ঘোষণা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসনিক সমস্যাও মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন জগন্নাথ। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন উপাচার্যের পদ খালি থাকার প্রসঙ্গ তুলে তিনি জানান, শীঘ্রই নিয়োগের জট কাটতে পারে।

তাঁর বক্তব্য, রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে, উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে তাদের এখন কোনও বিরোধ নেই। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাক মূল্যায়ন, ২০২৪ সালের এনআইআরএফ তালিকায় জায়গা এবং ইউজিসির ১২(বি) স্বীকৃতির কথাও তুলে ধরেন মন্ত্রী। তাঁর মতে, এই সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে রাজ্যের পড়ুয়াদের পছন্দের অন্যতম উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র করে তোলাই পরবর্তী লক্ষ্য।

রেজিনগরের ভোট নিয়ে ভুয়ো পোস্ট, অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

রেজিনগর উপনির্বাচনের ফল নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে আইনি জটিলতায় জড়ালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে তাঁর বিরুদ্ধে রেজিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার। পুলিশের দাবি, অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে বিধানসভার ১০৯ নম্বর বুথের ভোটের হিসাব। ফল প্রকাশের পরে অভিষেক তাঁর সামাজিক মাধ্যমের অ্যাকাউন্টে একটি সংবাদমাধ্যমের স্ক্রিনশট তুলে ধরেন। সেখানে ওই বুথে মোট ৭৭২টি ভোট পড়েছে বলে দাবি করা হয়েছিল। অথচ প্রকাশিত ফলাফলে বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট ৯০৯ এবং হুমায়ুন কবীরের দলের প্রার্থীর ভোট মাত্র একটি। এই পরিসংখ্যান তুলে ধরে নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল সাংসদ। এর পরেই জেলা নির্বাচন দপ্তর পাল্টা হিসাব প্রকাশ করে। কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই বুথে মোট ভোটার ছিলেন ১,১০৯ জন। তাঁদের মধ্যে ৫৭৫ জন পুরুষ এবং ৫৩৪ জন মহিলা।

উপনির্বাচনে সেখানে মোট ৯৭২টি ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। সেই হিসাবে বিজেপি প্রার্থীর ৯০৯টি ভোট পাওয়ার সঙ্গে মোট ভোটের সংখ্যার কোনও অসঙ্গতি নেই। নির্বাচন দপ্তরের বক্তব্য, সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো তথ্যের সঙ্গে সরকারি পরিসংখ্যানের মিল নেই। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই রিটার্নিং অফিসার শনিবার থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। কমিশনের দাবি, এই ধরনের পোস্ট ভোটের ফল সম্পর্কে বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে।

তবে অভিষেকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য এই তথ্যের মধ্যে পাওয়া যায়নি। ভোটের ফল প্রকাশের পর রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ নতুন নয়। কিন্তু সরকারি পরিসংখ্যান এবং রাজনৈতিক নেতার প্রকাশ করা তথ্যের মধ্যে বিরোধ তৈরি হলে তা দ্রুত রাজনৈতিক বিতর্কের রূপ নেয়। রেজিনগরের ঘটনাতেও ভোটের হিসাব যাচাইয়ের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে রাজনৈতিক বক্তব্যের দায়বদ্ধতা।

এখন তদন্তে দেখা হবে, পোস্টে ব্যবহৃত তথ্যের উৎস কী ছিল এবং অভিযোগের ভিত্তিতে আইনভঙ্গের কোনও প্রমাণ মেলে কি না। অভিযোগ দায়ের হওয়া মানেই অপরাধ প্রমাণিত হওয়া নয়; তদন্তের ফলের উপরই পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করবে।

ইডেনের টিকিট বিলি নিয়ে প্রশ্ন, সরকারি অনুষ্ঠানে স্বচ্ছতার অভাব

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

দুর্গাপুজোকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে ইডেন গার্ডেন্সে রাজ্য সরকারের মহালয়া আয়োজন ঘিরে জাঁকজমকের অভাব ছিল না। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার কতটা নিশ্চিত করা হয়েছিল, তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। কারা আমন্ত্রণপত্র পেলেন, কোন পদ্ধতিতে তা বিলি হল, আর আগ্রহী দর্শকেরা কী ভাবে বিনামূল্যে প্রবেশের সুযোগ পেতেন;এই প্রশ্নগুলির স্পষ্ট উত্তর মেলেনি প্রশাসনের কাছ থেকে। শনিবারের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, প্রায় ৪০ হাজার মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁর কথায়, ক্ষ্মঅনেক মানুষ আসতে পারেননি। তাঁরা দূর থেকে উপভোগ করেছেন এই অনুষ্ঠান।ক্ষ্ম তবে আমন্ত্রিতদের বেছে নেওয়ার পদ্ধতি কী ছিল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। প্রায় ৬৫ হাজার দর্শকাসনের ইডেনে কারা জায়গা পেলেন, সেই তথ্যও প্রকাশ্যে আসেনি। অভিযোগ, বিজেপির কয়েক জন বিধায়কের হাতে বিপুল সংখ্যায় প্রবেশপত্র তুলে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা নিজেদের এলাকায় সেই পাস বিলি করেন বলে প্রশাসনের একটি সূত্রের দাবি। যদিও এই বণ্টন-পদ্ধতি সম্পর্কে সরকারি ভাবে কোনও ব্যাখ্যা মেলেনি। ফলে সরকারি অনুষ্ঠানের প্রবেশপত্র দলীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিলি করা হয়ে থাকলে, তাতে সাধারণ মানুষের সমান সুযোগ কতটা বজায় থাকল, সেই প্রশ্ন উঠছে। এমনকি, দ্য ওয়ালের সঙ্গে কথা বলেও রাজ্য সরকারের দুই মন্ত্রী টিকিট বণ্টনের নির্দিষ্ট পদ্ধতি জানাতে পারেননি বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের দায়িত্বে থাকা সচিব সৌমিত্র মোহন এবং মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের ভূমিকা নিয়েও তাই প্রশ্ন উঠেছে। এত বড় আয়োজনের আগে দর্শক বাছাই, পাস বিলি এবং জনসাধারণকে তথ্য জানানোর কোনও সুস্পষ্ট ব্যবস্থা ছিল কি না, তা স্পষ্ট নয়। সরকারি কোষাগারের অর্থে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের ব্যয় ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই অর্থে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রবেশের সুযোগ কী ভাবে পাওয়া যাবে, তা জানার অধিকার সাধারণ মানুষেরও রয়েছে। অনলাইনে বা নির্দিষ্ট কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে পাস পাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে তার প্রচার করা যেত। তাতে বণ্টন নিয়ে বিভ্রান্তি কমত। তবে অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক আয়োজন নিয়ে প্রতিবেদনে ইতিবাচক মূল্যায়নও রয়েছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্য তুলে ধরার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত প্রচারকে সামনে না রাখার বিষয়টিও নজর কেড়েছে। কিন্তু আয়োজনের মান ভাল হলেই প্রশাসনিক জবাবদিহির প্রশ্ন চাপা পড়ে না। পূর্বের সরকারের আমলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও খেলার টিকিট বণ্টন নিয়ে পক্ষপাতের অভিযোগ উঠেছিল। সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঠেকানোই নতুন প্রশাসনের কাছে প্রত্যাশিত। পরিবর্তনের দাবি শুধু ক্ষমতার বদলে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; সরকারি আয়োজনের সুযোগও সাধারণ মানুষের কাছে স্বচ্ছ নিয়মে পৌঁছনো প্রয়োজন।

পঞ্চমী থেকে দশমী শিয়ালদহে পার্কিং বন্ধ, মিলবে না ডিজিটাল লকারও

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

দুর্গাপুজোর ভিড় সামলাতে শিয়ালদহ স্টেশনে নিরাপত্তা ও যাত্রী নিয়ন্ত্রণে একাধিক পদক্ষেপ করছে রেল। পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত স্টেশনের পার্কিং এলাকায় গাড়ি রাখা যাবে না। বন্ধ থাকবে ডিজিটাল লকার পরিষেবাও। উৎসবের দিনগুলিতে বিপুল সংখ্যক মানুষের যাতায়াতের কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তার পাশাপাশি স্টেশনে প্রবেশ ও বেরোনোর পথ সচল রাখার উপর জোর দিচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ। পুজোর সময়ে শিয়ালদহ স্টেশন দিয়ে যাতায়াতকারী মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায়। বিশেষ করে সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত ঠাকুর দেখতে বেরোনো মানুষের চাপ সামলানো রেলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই পরিস্থিতিতে স্টেশন চত্বর ফাঁকা রাখা এবং যাত্রীদের চলাচলে বাধা কমানোই পার্কিং বন্ধ রাখার অন্যতম উদ্দেশ্য বলে মনে করা হচ্ছে। একই সময়ে ডিজিটাল লকার পরিষেবা বন্ধ থাকায় যাত্রীদের বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভেবে স্টেশনে আসতে হবে। এই প্রস্তুতি নিয়ে রাজ্য পুলিশ, কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ এবং সরকারি রেল পুলিশের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন শিয়ালদহ ডিভিশনের রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা। সেখানে ভিড় নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

কলকাতা-হাওড়া পুরভোটে একলা চলার প্রস্তুতি কংগ্রেসের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের পরেই কলকাতা ও হাওড়া পুরভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিল প্রদেশ কংগ্রেস। ভোটের নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা হয়নি। তার আগেই সম্ভাব্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন চেয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হল, দুই পুরনিগমে লড়াইয়ের জন্য নিজেদের সংগঠনকে তৈরি রাখতে চাইছে দল। এই উদ্যোগে জোটের সম্ভাবনা খোলা রেখেও একক ভাবে লড়ার প্রস্তুতির ইঙ্গিত রয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার শুক্রবার বিধান ভবনে জানান, ১১ থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত পুরভোটে লড়তে ইচ্ছুকদের আবেদন জমা নেওয়া হবে। আবেদনকারীদের নিজেদের পরিচিতি ও প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট ফর্মে দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা কংগ্রেস দফতর, বিধান ভবন এবং ই-মেলের মাধ্যমে আবেদন পাঠানো যাবে। দলের দীর্ঘদিনের কর্মীদের পাশাপাশি কংগ্রেসের বাইরে থাকা আগ্রহীরাও প্রার্থী হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। অর্থাৎ, পুরভোটের আগে প্রার্থী খোঁজার পরিসর বাড়িয়ে সংগঠনের বাইরে থেকেও নতুন মুখ টানতে চাইছে প্রদেশ নেতৃত্ব। এই তৎপরতার রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। জাতীয় স্তরে বিজেপি-বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’-র অংশ কংগ্রেস ও তৃণমূল। আবার রাজ্যের রাজনীতিতে দুই দলের সম্পর্ক বরাবরই জটিল।

উপনির্বাচনের পরে তৃণমূলের তরফে কংগ্রেসের সঙ্গে সমন্বয়ের সম্ভাবনা নিয়ে ইতিবাচক বার্তা এলেও পুরভোটের জন্য নিজস্ব প্রার্থী বাছাই শুরু করে দিল কংগ্রেস। ফলে কলকাতা ও হাওড়ায় আসন সমঝোতা হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। শুভঙ্কর অবশ্য জোটের সম্ভাবনা পুরোপুরি নাকচ করেননি। তাঁর বক্তব্য, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে আসতে চাইলে অন্যদের স্বাগত জানানো হবে। অর্থাৎ, প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ চললেও রাজনৈতিক সমঝোতার পথ বন্ধ করছে না দল। কংগ্রেসের রাজ্য পর্যবেক্ষক প্রকাশ যোশীর দাবি, সাম্প্রতিক উপনির্বাচন দলের কর্মীদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। তাঁর কথায়, ক্ষ্মউপনির্বাচনের হাওয়ায় কংগ্রেস কর্মীদের মনে বিশ্বাস তৈরি হয়েছে যে, তাঁরা একক ভাবেও লড়াই করতে পারেন।

কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোটে কংগ্রেসের সামনে তাই দু’টি লক্ষ্য;নিজস্ব প্রার্থী ও সাংগঠনিক শক্তি যাচাই করা এবং বিজেপি-বিরোধী সমঝোতার সম্ভাবনা বজায় রাখা। শেষ পর্যন্ত দল একক ভাবে লড়বে, না কি কোনও সমঝোতার পথে হাঁটবে, তা স্পষ্ট হবে ভোটের প্রস্তুতি আরও এগোলে।

তারকা সমারোহে ইডেনে শুরু মহালয়ার মেগা ইভেন্ট, একমঞ্চে শুভেন্দু-তসলিমা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

এবারের পুজো প্রতিবারের থেকে অনেকটা আলাদা। কারণ, মহালয়ায় মেগা ইভেন্টের আয়োজন করেছে বিজেপি সরকার। শনিবার বিকেলে নির্ধারিত সময়ে ঢাকের বোল, আদিবাসী নাচ ও লগ্নজিতা চক্রবর্তীর গানের মাধ্যমে শুরু হয়ে গেল অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যেই ইডেনে পৌঁছে যান জুন মালিয়া, স্বপন দাশগুপ্ত, সুখেন্দুশেখর রায়-সহ অন্যান্যরা। লাল শাড়িতে সেজে পৌঁছে গিয়েছেন শিল্পী ইমন চক্রবর্তী। এদিকে রেড রোড থেকে শোভাযাত্রা নিয়ে ইডেনে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত-সহ বহু তারকা। মঞ্চে রয়েছেন তসলিমা নাসরিনও। সব মিলিয়ে মহালয়ার বিকেলে উৎসবের আনন্দে ভাসল তিলোত্তমা।শনিবার আলোকোজ্জ্বল রেড রোড ধরে খোলা জিপে ইডেনের উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল আর এন রবির। তবে রেড রোড থেকে পায়ে হেঁটেই ইডেনের উদ্দেশে রওনা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। রাস্তার পাশে একেকটি জেলার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, শিল্পকলা ও সেখানকার সংগীত-নৃত্য তুলে ধরা হয়েছে। ইডেনে অনুষ্ঠানের পাশাপাশি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ড্রোন শো থেকে থ্রি ডি প্রজেকশন ম্যাপিং শোয়ের আয়োজন করা হয়েছে। তাতে ফুটে উঠবে মা দুর্গার আবাহন। এই অনুষ্ঠান ইডেন থেকে পৌঁছে যাবে প্রবাসেও। দুবাইয়ের বুর্জ খলিফা, আমেরিকার বস্টন এবং নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারের একসঙ্গে এই অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন সেখানকার মানুষও। কলকাতার মূল অনুষ্ঠানের সঙ্গেই জেলায় জেলায় শুরু হয়ে যাবে উৎসব।ইডেনে আজকের অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করবেন শান, লগ্নজিতা, কৌশিকী চক্রবর্তী, অন্তরা মিত্র। থাকবে বাংলা ব্যান্ড দোহার এবং শান্তনু মৈত্র ও তাঁর গ্রুপ। এছাড়াও যন্ত্রসঙ্গীতে দেবর্ষি ভট্টাচার্য-সহ অন্যরা। গঙ্গার দুই পাড়কেও উৎসবের রঙে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ রয়েছে। গঙ্গা আরতির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এদিকে, ইডেনের এই মেগা অনুষ্ঠানের জন্য স্ট্যান্ড রোড-সহ একাধিক রাস্তায় পণ্যবাহী যান চলাচল বন্ধ। কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্ট্র্যান্ড রোড, সেন্ট জর্জেস গেট রোডে রাজা উডমন্ট স্ট্রিট ও হেস্টিংস ক্রসিংয়ের মধ্যে কোনও পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকছে। শনিবার ভোর চারটে থেকে এই বিধিনিষেধ জারি থাকছে।

ডানকুনি-কলকাতা পরপর ‘খুন’ দুই ক্যাব চালক, ধৃতদের জেরায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

ডানকুনি, কলকাতা। পরপর খুন দুই ক্যাবের চালক। একই ‘মোডাস অপারেন্ডি’। তদন্তে নেমে সিরিয়াল কিলিংয়ের তথ্য উঠে আসে পুলিশের হাতে। দু’দিনের মধ্যেই এই জোড়া খুনের কিনারা করল পুলিশ। সিসিটিভির ফুটেজ ও মোবাইলের সূত্র ধরে প্রথমেই তিনজনের হদিশ পায় কলকাতা পুলিশ ও চন্দননগর কমিশনারেট। শেষ পর্যন্ত হুগলির ডানকুনি থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল তিনজন। তাদের খুনের ‘মোটিভ’ ডাকাতি।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনজনই উত্তর শহরতলিতে ‘লুঠেরা গ্যাং’ চালায়। যাত্রী সেজে ক্যাব ভাড়া করে চালকদের খুন করে। তাঁদের কাছ থেকে মোবাইল, সোনার গয়না ও টাকা লুট করে নিত তারা। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন গাড়ি চালাতে পারে। সে নিজে আগে চালকের কাজ করত বলেই জানা গিয়েছে। মূলত রাতের অন্ধকারে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের নির্জন জায়গায় চালকদের খুনের পর কলকাতায় গাড়ি নিয়ে এসে রেখে দিয়ে পালাত। যদিও সেই গাড়িগুলি আর স্ক্র্যাপে বিক্রি করতে পারেনি তারা।পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম শেখ আরিয়ান, শেখ মনিরুল ও শেখ সাহাদাত। তাদের মধ্যে একজন উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম ও বাকি দু’জন সোদপুরের বাসিন্দা। মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে তারা বিরাটি ও মধ্যমগ্রামের ক্যাব চালকদেরই টার্গেট করত। গত ৬ অক্টোবর ডানকুনির ভাদুয়ায় এক ব্যক্তির পা বাঁধা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। রামজি কইরি নামে ওই ব্যক্তি বিরাটির ক্যাব চালক। তাঁর ক্যাবটি পরে মল্লিকবাজারের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়। এর পরের দিন সকালেই পূর্ব কলকাতার এন্টালি থেকে উদ্ধার হয় মধ্যমগ্রামের ক্যাব চালকের দেহ।

PANSAS
Builders & Developers Pvt. Ltd.
THE PANSAS REGENCY
WBRERA/P/PAS/2024/001570
On Nh-2, Bhiringi More, Durgapur - 713213
7047152222, 9800364633

রায়গঞ্জ কলেজের ছাত্র খুন মামলায় ঐতিহাসিক রায়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়গঞ্জ

দীর্ঘ ৩০ বছর পর অবশেষে বিচার মিলল রায়গঞ্জ কলেজের এক তরুণ ছাত্র খুনের মামলায়। ১৯৯৬ সালের চাঞ্চল্যকর এই হত্যা মামলায় অভিযুক্ত সৌমেন ঘোষ ওরফে টুয়া-কে দোষী সাব্যস্ত করল রায়গঞ্জ জেলা আদালতের অ্যাডিশনাল সেশনস জাজ কোর্ট। বিচারক রোহন সিনহা এই রায় ঘোষণা করেন। আদালতের এই রায়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন নিহত ছাত্রের পরিবার ও আইনজীবী মহল। আদালত ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯৯৬ সালের ৭ জুলাই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছিল। রায়গঞ্জ কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল দেখতে গিয়েছিল ১৭ বছর বয়সি সমীর দেবনাথ নামে এক ছাত্র।

অভিযোগ, সেখানে সৌমেন ঘোষ ওরফে টুয়া ‘সমীর মোদক’ নামক অন্য এক যুবককে লক্ষ্য করে রিভলভার থেকে গুলি চালায়। কিন্তু সেই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে সরাসরি লাগে নির্দোষ ও নিরীহ ছাত্র সমীর দেবনাথের শরীরে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ছাত্রের। ঘটনার পরই রায়গঞ্জ থানায় একটি খুনের মামলা দায়ের করা হয়। তদন্তের পর মামলাটি আদালতে ওঠে এবং দীর্ঘ তিন দশক ধরে রায়গঞ্জ আদালতে বিচারপ্রক্রিয়া চলতে থাকে। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর শনিবার বিচারক অভিযুক্ত সৌমেন ঘোষকে দোষী সাব্যস্ত করেন। মামলার সরকারি আইনজীবী সুব্রত দে জানান, তদীর্ঘ ৩০ বছরের আইনি লড়াইয়ের পর এদিন অবশেষে বিচার মিলল। আদালত মোট ২৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করার পর অভিযুক্তকে খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করেছে।দ আগামী সোমবার (১২ অক্টোবর) এই মামলার সাজা ঘোষণার জন্য বিশেষ শুনানি নির্ধারিত হয়েছে। ওই দিনই আদালত স্পষ্ট করবে দোষী সৌমেন ঘোষকে কত বছরের কারাদণ্ড বা কী শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

হাইকোর্টের নির্দেশের পর জলপাইগুড়ি পৌরসভায় বোর্ড গঠনের তৎপরতা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জলপাইগুড়ি

কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নির্দেশের পর জলপাইগুড়ি পৌরসভায় নতুন বোর্ড গঠনের তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। একদিকে জেলা প্রশাসনের তরফে অ্যাডিশনাল এক্সিকিউটিভ অফিসার তথা ডিএমডিসি মিহির কর্মকারকে আপাতত প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে পৌরসভার ক্ষমতা দখলে প্রস্তুতি জোরদার করেছেন মমতাপন্থী তৃণমূল কাউন্সিলাররা। আদালতের নির্দে শ

মেনেই শুক্রবার পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার দেবদুলাল পাত্রের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার উত্তম বোস। বৈঠক শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, আগামী ১৪ অক্টোবর পুরপ্রধান (চেয়ারম্যান) নির্বাচন এবং নতুন বোর্ড গঠনের লক্ষ্যে বিশেষ সভা ডাকা হবে। সেই অনুযায়ী পৌরসভার তিনজন বর্ষীয়ান কাউন্সিলারের স্বাক্ষরে সমস্ত কাউন্সিলারকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পাঠানো হচ্ছে।

পৌরসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করে নতুন বোর্ড গঠন করতে হলে অন্তত ৯ জন কাউন্সিলারের সমর্থনের প্রয়োজন। এ বিষয়ে কাউন্সিলার তপন বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, তআমাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সংখ্যার চেয়েও বেশি কাউন্সিলার রয়েছেন। উপযুক্ত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হলে আগামী ১৪ তারিখে আমাদের বোর্ড গঠন হওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা।দ উল্লেখ্য, এই প্রক্রিয়া সফল হলে রাজ্য রাজনীতির পটপরিবর্তনের পর এই প্রথম মমতাপন্থী কাউন্সিলাররা কোনো পৌরসভায় সরাসরি নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করবেন। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই আপাতত পৌরসভার দৈনন্দিন পরিষেবা ও কাজ পরিচালনা করতে ডিএমডিসি মিহির কর্মকারকে দায়িত্ব দিয়েছে জেলা প্রশাসন। অন্যদিকে, এই পুরো প্রক্রিয়া নিয়ে সুর চড়িয়েছে বিজেপি। বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি বুবাই কর কটাক্ষ করে প্রশ্ন তুলেছেন, তওরা আদতে কোন দলের কাউন্সিলার? কারণ নির্বাচন কমিশন তো ইতিমধ্যেই তৃণমূলের নাম ও প্রতীক দুটোই ফ্রিজ (স্থগিত) করে দিয়েছে।

তাই এদের বোর্ড গঠনের আইনগত বৈধতা কোথায়?দ বিরোধীদের এই আক্রমণ ও দাবির মধ্যে আগামী সপ্তাহে জলপাইগুড়ি পৌরসভার ক্ষমতা কার দখলে যায়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

কোচবিহারের নরেন্দ্র নারায়ণ পার্কের গেটে নোংরা ফেলে বিক্ষোভ সাফাই কর্মীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোচবিহার

দীর্ঘ চার দশক ধরে কাজ করার পরও মিলছে না পুজোর বোনাস! এই বঞ্চনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে শনিবার কোচবিহার শহরের ঐতিহ্যবাহী নরেন্দ্র নারায়ণ পার্কের মূল ফটকের সামনে নোংরা আবর্জনা ফেলে ও গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন এক সাফাই কর্মী। উৎসবের মরশুমে সাফাই কর্মীর এই নজিরবিহীন প্রতিবাদের জেরে পার্কে ঘুরতে আসা পর্যটক ও দর্শনার্থীদের চরম বিপাকে পড়তে হয়। অভিযোগকারী সাফাই কর্মী বাপা হরিজনের দাবি, গত প্রায় ৪০ বছর ধরে তাঁর মা এই পার্কে সাফাই কর্মী হিসেবে কাজ করে এসেছেন। বর্তমানে তিনিও একই দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। কিন্তু বছরের পর বছর পেরিয়ে গেলেও তাঁর বেতন বাড়ানো হয়নি। পাশাপাশি, প্রতি বছর পুজোর আগে বোনাস দেওয়ার মৌখিক আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে কোনো বোনাসই তিনি হাতে পান না। চলতি বছরেও পুজোর মুখে বোনাস না মেলায় তিনি পার্কের বড়বাবুর কাছে বিষয়টি নিয়ে জানতে যান। কিন্তু সেখান থেকে কোনো সদুত্তর বা আশ্বাস না মেলায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি। বাধ্য হয়ে শনিবার পার্কের মূল প্রবেশদ্বারের সামনেই আবর্জনার স্তূপ জমিয়ে গেট বন্ধ করে প্রতিবাদ জানান। সাফাই কর্মীর এই আচমকা প্রতিবাদের ফলে উইকেন্ড বা ছুটির দিনে পার্কে ঘুরতে আসা পর্যটকরা ভেতরে ঢুকতে না পেরে প্রবেশপথেই আটকে পড়েন। তৈরি হয় চরম বিশৃঙ্খলা। অন্যদিকে, এই বিষয়ে পার্কের সুপারভাইজার গণেশ রাউত জানান যে ঘটনাটি নিয়ে বড়বাবু কিছু জানেন না। তবে বছরের পর বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাওয়া সত্ত্বেও কেন একজন সাফাই কর্মীকে পুজোর বোনাস থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশাসনিক মহলে বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ নিউগ্ল্যাঙ্ক চা বাগান শ্রমিকদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালবাজার

দুর্গাপূজার ঠিক প্রাক্কালে এবং মহালয়ার পুণ্যলগ্নে বকেয়া মজুরি ও এককালীন ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে রাজপথে নেমে বিক্ষোভে সামিল হলেন চা শ্রমিকরা।

দুর্গাপূজার ঠিক প্রাক্কালে এবং মহালয়ার পুণ্যলগ্নে বকেয়া মজুরি ও এককালীন ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে রাজপথে নেমে বিক্ষোভে সামিল হলেন চা শ্রমিকরা। শনিবার সকালে মালবাজার শহর সংলগ্ন নিউগ্ল্যাঙ্ক চা বাগানের শ্রমিকরা নিউমালের ওভারব্রিজ সংলগ্ন ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। এই অবরোধের জেরে ডুয়ার্সের মালবাজার-শিলিগুড়ি সংযোগকারী জাতীয় সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়, যার ফলে উৎসবের মরসুমে যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হন। আন্দোলনকারী চা শ্রমিকদের অভিযোগ, রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা ও নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বোনাস দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বাগান কর্তৃপক্ষ। তাঁরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো কিস্তিতে বোনাস নেওয়া চলবে না; এক দফাতেই পুরো ২০ শতাংশ বোনাস এবং সমস্ত বকেয়া বেতন মেটাতে হবে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই অবরোধ ও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুংকার দিয়েছেন শ্রমিকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মালবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পাশাপাশি নিউমাল জংশন স্টেশন থেকেও রেল পুলিশ মোতায়েন করা হয়। জাতীয় সড়কের অবরোধ তুলে যান চলাচল স্বাভাবিক করতে আন্দোলনকারীদের পাশাপাশি বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও দফায় দফায় আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

দেবীপক্ষের সূচনায় ‘স্নেহের পরশ’

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

শনিবার দেবীপক্ষের পুণ্য লগ্নে, দুর্গাপূজার উৎসবের আনন্দকে সমাজের সব স্তরে ছড়িয়ে দিতে এক অভিনব ও মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করল ঝাড়গ্রাম পূর্বাশা দুর্গোৎসব কমিটি। তাদের ৪৪ তম বর্ষের দুর্গাপূজা উপলক্ষে আয়োজিত ‘স্নেহের পরশ’ কর্মসূচির মাধ্যমে সেবায়তন-এর বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হল নতুন বস্ত্র।

শনিবার দেবীপক্ষের পুণ্য লগ্নে, দুর্গাপূজার উৎসবের আনন্দকে সমাজের সব স্তরে ছড়িয়ে দিতে এক অভিনব ও মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করল ঝাড়গ্রাম পূর্বাশা দুর্গোৎসব কমিটি। তাদের ৪৪ তম বর্ষের দুর্গাপূজা উপলক্ষে আয়োজিত ‘স্নেহের পরশ’ কর্মসূচির মাধ্যমে সেবায়তন-এর বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হল নতুন বস্ত্র। সারা বছর ধরেই এই কমিটি নানা সমাজকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তারই অন্যতম অঙ্গ হল এই ‘স্নেহের পরশ’। এদিন সেবায়তন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০ জন মূক-বধির ও শারীরিকভাবে সক্ষম কচিকাঁচাকে নতুন জামাকাপড় এবং ছাতা উপহার দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাদের জন্য বিশেষ মধ্যাহ্নভোজনেরও আয়োজন করা হয়েছিল। মূলত ৪-৫ বছর থেকে শুরু করে ১৪-১৫ বছর বয়সী (প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণির) ছাত্রছাত্রীরা এই উপহার পেয়ে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে। এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গোৎসব কমিটির সকল সদস্য, সেবায়তন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং স্থানীয় শুভানুধ্যায়ীরা। ঝাড়গ্রাম পূর্বাশা দুর্গোৎসব কমিটির সভাপতি অধ্যাপক প্রণব সাহু বলেন, ক্ষ্মবাঙালির চিরাচরিত রীতি-আচার এবং ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতি মেনেই আমাদের এই পুজো হয়। শুধু ঝাড়গ্রাম জেলাবাসী নন, পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের মানুষ আমাদের এই উৎসবে শামিল হন।

বৃহত্তর এই উৎসবের আবহে দেবীপক্ষের সূচনায় এই কচিকাঁচাদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।ক্ষ্ম উৎসবের এই আনন্দঘন পরিবেশে সেবায়তন প্রতিষ্ঠান পাশে থাকায় তাদের প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পুজো কমিটির সভাপতি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে নিয়েই যে দুর্গোৎসবের প্রকৃত সার্থকতা, দেবীপক্ষের প্রথম দিনেই তা আরও একবার প্রমাণ করল ঝাড়গ্রাম পূর্বাশা।

চারচাকায় অবৈধ মদের কারবার, ধৃত দুই

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সাঁকরাইল

চারচাকা গাড়িতে করে পাচারের পথেই বেআইনি মদের বড়সড় কারবার ফাঁস করল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকের বাকড়া এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ বিদেশি ও চোলাই মদ-সহ দু’জনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করল সাঁকরাইল থানার পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মদ পাচারে ব্যবহৃত একটি গাড়িও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম সন্দীপ ওরফে মুন্না মল্লিক এবং রাজু ওরফে শ্যামলাল মাহাত। দু’জনেরই বাড়ি বাকড়া গ্রামে। শুক্রবার রাতে সাঁকরাইল থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল বাকড়া এলাকায় নাকা তল্লাশি চালায়।

সেই সময় একটি সন্দেহভাজন চারচাকা গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ হয় তদন্তকারীদের। গাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার হয় একাধিক নামী ব্র্যান্ডের বিলিতি মদ এবং চারটি প্লাস্টিকের জেরিক্যানে মজুত রাখা প্রায় তিরিশ লিটার দেশি চোলাই মদ। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে দশটি বিয়ারের বোতল, বিভিন্ন মাপের বেশ কয়েকটি হুইস্কি ও রামের বোতল। পুলিশ জানিয়েছে, চোলাই মদের প্রতিটি পাত্র থেকে পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ মদ কোথা থেকে আনা হচ্ছিল এবং এলাকার কোথায় তা সরবরাহ করার ছক ছিল, তা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই চক্রের পেছনে অন্য কোনো বড় পাচারকারী জড়িত কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ধৃতদের বিরুদ্ধে আবগারি আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে শনিবার ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

কড়া পদক্ষেপ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নবদ্বীপ

অবৈধভাবে লজ বা হোটেল পরিচালনার অভিযোগ রুখতে এবার কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল প্রশাসন। লাইসেন্স এবং অন্যান্য নথিপত্র খতিয়ে দেখতে শুক্রবার বিকেলে নবদ্বীপের একটি লজে যৌথভাবে অভিযান চালাল পৌরপ্রশাসন ও পুলিশ। পৌরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় নবদ্বীপের অন্যতম জনবহুল এলাকা বড়ালঘাটের একটি লজে হঠাৎই হানা দেন পৌর প্রশাসক ও স্থানীয় থানার পুলিশ আধিকারিকরা। এই বিশেষ অভিযানের সময় লজের বিভিন্ন রেজিস্টার খাতা, রুম বুকিংয়ের রেকর্ড এবং অন্যান্য আইনি নথিপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হয়। অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লজটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমতি বা ‘সরাইখানা লাইসেন্স’ রয়েছে কিনা, তা যাচাই করা। পৌরসভার কাছে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ আসছিল যে, শহরের বেশ কিছু লজ ও হোটেল যথাযথ লজগুলি লাইসেন্স ছাড়াই নিয়মিত ঘর ভাড়া দিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। সেই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতেই এই আকস্মিক অভিযান চালানো হয়।শুক্রবার বড়ালঘাটের এই লজে অভিযানের পাশাপাশি পৌরসভা সূত্রে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে যে, এই নজরদারি কেবল একটি নির্দিষ্ট লজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। শহরের অন্যান্য প্রান্তের লজ ও হোটেলগুলিতেও আগামী দিনে এই ধরনের কড়া প্রশাসনিক অভিযান চালানো হবে। পুজোর মরশুম ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের এমন পদক্ষেপে শোরগোল পড়েছে নবদ্বীপের হোটেল ও লজ মহলে।

দুস্থ মহিলাদের নতুন শাড়ি দিল বিজেপি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাঁকসা

বাঙালির প্রাণের উৎসব মানেই নতুন পোশাক পরে মণ্ডপে ঘোরা, খাওয়া-দাওয়া আর আনন্দে মেতে ওঠা। কিন্তু সর্বস্তরের মানুষ সেই আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। কাঁকসার পানাগড় গ্রাম সংলগ্ন মুন্ডা পাড়ার প্রায় ২০টিরও বেশি পরিবারের চিত্রটা কিছুটা হলেও আলাদা। দিন আনা দিন খাওয়া এই পরিবারগুলির পক্ষে সাধ্যমতো নতুন পোশাক কেনা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই কথা মাথায় রেখেই আসন্ন দুর্গাপুজোর আগে ওই এলাকার মানুষদের মুখে হাসি ফোটাতে উদ্যোগ নিল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। শনিবার বিকালে কাঁকসার পানাগড় গ্রামের মুন্ডা পাড়ায় বিজেপির পক্ষ থেকে একটি বিশেষ বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন এই কর্মসূচি থেকে পাড়ার প্রতিটি মহিলাকে পুজোর উপহার হিসেবে নতুন শাড়ি তুলে দেওয়া হয় তাদের হাতে। অভাবের সংসারে উৎসবের দিনে নতুন পোশাক পেয়ে স্বভাবতই খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিনের এই মানবিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর তাপস কুমার ভৌমিক, বিজেপি নেতা মানস তেওয়ারী, সঞ্জয় লোহার, রানাপ্রতাপ ভৌমিক সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকেরা। উদ্যোক্তাদের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান এলাকার সাধারণ মানুষ।

পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পশ্চিম মেদিনীপুর

শনিবার দুর্গা পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ করলেন জেলা পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এবার গতবারের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হচ্ছে। মদ্যপ অবস্থায় বাইক বা গাড়ি চালালে পুলিশ তা আটক করে মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। ১৫৯টি টহলদারী গাড়ি, ৪৫০টি পুলিশ বাইক, ৪৪টি সাইবার ওয়াল থাকবে। জেলার সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের সীমান্ত সিল করা হবে। ১৮টি নাকা পয়েন্ট থাকবে। পুলিশের দুর্গা বাহিনী থাকবে বলে জানালেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা। সেই সঙ্গে তিনি বলেন যাতে কোথাও দুর্গাপূজার দিনগুলি কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে সমস্ত রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গজুড়ে জরুরী পরিষেবার জন্য চালু ১১২ নম্বর

১ পৃঃ পর

ধন্যবাদজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে গিয়েছি। পুলিশের সব কন্ট্রোল রুমে ঘুরেছি। গোটা রাজ্যের লাইভ ট্রাফিক সিস্টেম চালু করার কাজ করেছি। হিডকো, এনকেডিএ-কে অনুরোধ করে পুলিস বন্ধুদের রেনকোট তুলে দিয়েছি ভবানী ভবনে।’ এদিন ইমার্জেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেমের জন্য রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের হাতে ৪৫০টি গাড়ি ও ৪৫০টি মোটরবাইক তুলে দেন শুভেন্দু।

এবার থেকে প্রত্যেক থানায় একটি করে গাড়ি এবং বাইক থাকবে। শুভেন্দু বলেন, ‘আগামী এক বছরের মধ্যে প্রত্যেক থানায় চারটি করে গাড়ি ও বাইক দেব।’ গাড়ি চালানোর জন্য ১৫০০ চালক নিয়োগের কথাও জানিয়েছেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেসের জমানার পুলিশি ব্যবস্থাকে তুলোধনা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, , ‘তখন সিভিক নির্ভর ব্যবস্থা ছিল। আমরা পাল্টেছি।’ বিজেপি সরকার না এলে পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড তৈরি হতো না বলেও মন্তব্য করেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, ‘ওবিসি রিজার্ভেশনের পদ্ধতিই ভুল ছিল। আমরা ঠিক করেছি।’ থানার পরিকাঠামো নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

‘আমি নিজে ওয়াটগঞ্জ, একবালপুরে গিয়েছি। মনে হবে ১০০ বছরের পুরোনো বাড়ি, চেয়ার-টেবিল, অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থারও সময় পেরিয়ে গিয়েছে।’ শুভেন্দুর সাফ কথা, ‘এসব পাল্টাতে হবে, পাল্টে যাবে।’ তৃণমূল সরকারের আমলে পুলিশকে ‘ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার’ করে রাখা হয়েছিল বলে খোঁচা দিয়ে শুভেন্দুর বার্তা, ‘বর্তমানে লাখ প্রতি পুলিশের সংখ্যা ১৫৫। উত্তর প্রদেশে লাখে ২০০ পুলিশ। আগের সরকারের আমলে আমাদের রাজ্যে সেই সংখ্যা ছিল লাখ প্রতি ১০৫। ম্যানপাওয়ার না থাকলে, সিভিল স্ট্রং না থাকলে লড়াই করবেন কী করে?’ এরপরই শুভেন্দুর মুখে উঠে আসে পার্কস্ট্রিট কাণ্ডের প্রসঙ্গ। তাঁর কথায়, ‘পুলিশ ও সিআরপিএফের ভাইদের পাথর ছোঁড়া হয়েছিল পার্কস্ট্রিটে। সাংবাদিকদের সামনে বলে এসেছিলাম, কোনও পুলিশের গায়ে হাত দিলে তার অবস্থা খারাপ হবে।

আসানসোলে ফাঁড়ি ভেঙে দিয়েছিল, টাকা আদায় করেছি।’ রাজ্যে পুলিশে নিয়োগ নিয়েও আশার কথা শোনান পুলিশমন্ত্রী। শুভেন্দু বলেন, ‘ওবিসি জটে আটকে ছিল পুলিশ নিয়োগ। আমি বিধানসভায় ডেকে আইন সংশোধন করেছি। রাজ্য সরকার যে মামলা করেছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি। আইনে জিতে পুলিশ বোর্ডের চেয়ারম্যান নীরোজ সিং সন্ধে ৭টায় সিলেকটেড লিস্ট পাবলিশ করে দিয়েছেন। ১১ হাজারের বেশি নতুন কনস্টেবল পুজোর আগে নিযুক্তি পেতে চলেছেন।’ রাজ্যের পুলিশ সিবিআই, এনআইএ-র মতো কাজ করতে পারে বলেও মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী। বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের বাড়ি থেকে বিপুল সম্পত্তির উদ্ধারের উদাহরণ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘টাকা-গয়না মিলিয়ে ২২০ কোটি টাকা। ইডি-সিবিআই-এনআইএ কেন লাগবে?’ রাজ্যে নেশাদ্রব্য বিক্রি নিয়ে জি়রো টলারেন্সের বার্তাও দেন তিনি। ১৮ বছরের কম বয়সে বিবাহ, সন্তানধারণ আটকাতে হবে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, ‘আরজি কর, বারুইপুরের মতো ঘটনা যেন না ঘটে। মায়েদের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।’ পাশাপাশি তোলাবাজি রোধে কড়া বার্তা দিয়ে স্পষ্ট বলে দেন, ‘সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে টাকা নিলে টাইট দিয়ে দেবেন। দল-ধর্ম দেখবেন না।’

এর পাশাপাশি শনিবার ব্রিগেডে রাজ্য পুলিশের অনুষ্ঠান থেকে তিনি বলেন, ‘ষষ্ঠীর মধ্যে ২০ শতাংশ ডিএ-সহ অক্টোবরের অগ্রিম বেতন পেয়ে যাবেন।’ একই সঙ্গে জরুরি পরিষেবার জন্য ১১২ নম্বরও চালু করেন তিনি।

মহুয়া মৈত্রকে ১০ কোটির

১ পৃঃ পর

দায়ী করেন তিনি। তাঁকে ‘ভোট চোর’ বলেও আক্রমণ করা হয় বলে দাবি। মহুয়ার ওই মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই মানহানির অভিযোগ তুলেছেন মনোজ। মনোজের বক্তব্য, সমাজমাধ্যমে করা এই মন্তব্যগুলি তাঁর ব্যক্তিগত সততা, পেশাগত নিষ্ঠা এবং সরকারি দায়িত্ব পালনের নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। তাঁর দাবি, ভোট চুরি, ভোটার তালিকায় কারচুপি কিংবা বেআইনি ভাবে কোনও ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার সঙ্গে তিনি কখনও যুক্ত ছিলেন না। তৎকালীন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হিসাবে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ এবং নির্ধারিত আইনি কাঠামো মেনেই নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। সরকারি পদে থেকে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি নিয়মবিধি মেনেই কাজ করেছেন। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে বেআইনি কাজের অভিযোগ তুলে তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা হয়েছে। নোটিসে তাই সংশ্লিষ্ট পোস্টগুলি প্রত্যাহার, প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের মন্তব্য থেকে বিরত থাকার দাবি জানানো হয়েছে। নোটিসে বলা হয়েছে, নোটিস পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মহুয়াকে দু’টি পোস্ট মুছে ফেলতে হবে। একইসঙ্গে নিঃশর্ত ভাবে লিখিত ক্ষমা চাইতে হবে। যদিও, বিষয়টিকে খুব একটা পাত্তা দিতে চাইছেন না সাংসদ। তবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পোস্ট মুছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানানো হলেও নিজেই মানহানির নোটিশের ছবি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়ালের উদ্দেশ্যে পাল্টা ব্যঙ্গ ছুঁড়ে দিয়েছেন, ‘১০ কোটি টাকা পেলে কী করবেন?’

দিল্লিতে তৃণমূলের ৫ সাংসদ

১ পৃঃ পর

সূত্রের খবর, আজই ফেরার কথা ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু সোমবার আরও বড় ‘প্ল্যান’ তাঁর। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ‘অপহরণ করে প্রিজন ভ্যানে করে দুই ঘণ্টা ধরে ঘোরানো হল। আজ রাতে আমি কলকাতায় ফিরছি না। বরং সোমবারের ‘ইন্ডিয়া’ জোটের মিছিলে যোগ দেব।’ বলে রাখা প্রয়োজন, আজ শনিবারই দিল্লি ফিরে আসার কথা ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ থানায় আটক থাকার ফলে বিমান ধরা সম্ভব হয়নি তাঁর। এরপরেই দিল্লিতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, আগামী সোমবার দিল্লিতে বিরোধী দলের একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। সেই কর্মসূচিতে যোগ দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রিজন ভ্যান থেকেই প্রতিমা মণ্ডল ভিডিয়ো বার্তায় বলেন, ‘আমাদের কয়েদির মতো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, জানিনা। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে বলব, দিদি আপনাদের সঙ্গে রয়েছে। আপনাদের পাশে রয়েছে। আপনাদের অধিকার রক্ষার জন্য দিদি যা লড়াই করে চলেছে, সকলে তার জন্য কৃতজ্ঞ।’ বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাড়ি থেকে বের হতেই দেওয়া হয়নি। দিল্লিতে আজ সকাল থেকে যে গণতন্ত্র হত্যা করার যে একটা প্রচেষ্টা চলছে, রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের পরিবেশ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাড়ি থেকে বের হতে দেবে না, এটা আগে থেকেই ঠিক ছিল। বাড়ির সামনে ধর্নায় বসেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ বন্ধ করে থাকতে বাধ্য হন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটক করেছে। তীব্র নিন্দা করছি। প্রতিবাদটাও করতে দেবে না। বাংলার অগ্নিকন্যাকে দিল্লিতে আটক করা হল, প্রতিবাদ করতে দেওয়া হল না, এরপর বিজেপি যেন গণতন্ত্রের কথা না বলে।’

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আটক হতেই কংগ্রেস তাঁর পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেছেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ যাদের আটক করা হয়েছে, তাদের পাশে আছে কংগ্রেস।’

রাজপথ দিয়ে দেশ চলবে না

১ পৃঃ পর

দেশের সাধারণ নাগরিকদের কোনো সমর্থন নেই। কংগ্রেসকে নিশানা করে রবিশঙ্কর বলেন, ক্ষ্মআমরা কোনো শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের বিরোধী নই। কিন্তু ধারাবাহিক নির্বাচনী পরাজয়ের হতাশায় আপনারা রাজপথের বিক্ষোভকে হাতিয়ারে পরিণত করেছেন। এই প্রত্যাখ্যাত ও হতাশ শক্তিগুলি গত কয়েক দিন ধরে দিল্লির সাধারণ মানুষকে নাকাল করছে। তবে ভারতবাসী তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়েছে।ক্ষ্ম শুক্রবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাতের পর লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী দাবি করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি ‘ভোট চুরি’র অভিযোগ উড়িয়ে দেননি। রাহুলের সেই বক্তব্যকে সরাসরি খণ্ডন করে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, এই ধরনের মন্তব্য রাষ্ট্রপতির মতো সাংবিধানিক শীর্ষ পদের প্রতি চরম অসম্মানজনক। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপপ্রচার না চালিয়ে বিরোধীদের নিজেদের সাংগঠনিক ব্যর্থতা নিয়ে আত্মসমীক্ষা করার পরামর্শ দেন তিনি। ভোগান্তি ঘিরে ক্ষোভ ছড়িয়েছে বিভিন্ন মহলে।

গলায় শাড়ি পেঁচিয়ে প্রেমিকাকে খুন, গ্রেপ্তার প্রেমিক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কিশনগঞ্জ

অবৈধ সম্পর্কের জেরে ৪৬ বছরের এক গৃহবধূকে খুন করার চাঞ্চল্যকর রহস্য উন্মোচন করল কিশনগঞ্জ জেলা পুলিশ। বাহাদুরগঞ্জ থানা এলাকার চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় প্রতিবেশী এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক- ১ খুশরু সিরাজ ও এসডিপিও-২ এই খুনের নেপথ্য রহস্য জনসমক্ষে আনেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৬ অক্টোবর বাহাদুরগঞ্জ থানার পুলিশ খবর পায় যে, মহজবী খাতুন (৪৬) নামের এক মহিলাকে তাঁর নিজের বাড়িতেই খুন করা হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্রই বাহাদুরগঞ্জ থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পাশাপাশি ফরেনসিক টিমকে ডেকে ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটি কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় মৃতার ছেলের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বাহাদুরগঞ্জ থানায় সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। পুলিশের বিশেষ তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। পুলিশ জানতে পারে, প্রতিবেশী ২৩ বছরের যুবক শিমনান ওরফে শাহ শিমনান-এর সঙ্গে মৃতার দীর্ঘদিনের একটি প্রেমের সম্পর্ক ছিল। গত ৫ অক্টোবর রাতে মহিলা নিজে ফোন করে তাঁর প্রেমিক শিমনানকে নিজ বাড়িতে ডেকে পাঠান। কিন্তু সেই রাতে কোনো একটি বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে তীব্র বচসা ও বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। অভিযোগ, সেই উত্তেজনার মুহূর্তেই ক্ষিপ্ত হয়ে প্রেমিক শিমনান মহিলাকে বেধড়ক মারধর করে। এরপর মৃতার শাড়ি গলায় পেঁচিয়ে তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। শনিবার বিকেলে পুলিশ অভিযুক্ত শিমনানকে কিশনগঞ্জ আদালতে পেশ করলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে কিশনগঞ্জ জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই খুনের একমাত্র মোটিভ ছিল অবৈধ সম্পর্কের জেরে তৈরি হওয়া দীর্ঘদিনের টানাপোড়েন ও ক্ষোভ।

নগদ ১০ লক্ষ টাকা সহ গ্রেপ্তার দুই

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

জলপাইগুড়ি

নগদ ১০ লক্ষ টাকা সহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ধৃতরা একটি বড়সড় মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছে। শনিবার ধৃতদের কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ জলপাইগুড়ির দশদরগা এলাকায় একটি গাড়ি সহ দু'জনকে আটক করে। এরপর গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে নগদ ১০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়। কিন্তু উদ্ধার হওয়া এত বিপুল পরিমাণ টাকার বৈধ উৎস বা কোনো সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হয় ধৃতরা। এর পরই তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে একজনের নাম আনন্দ থাপা, বাড়ি জলপাইগুড়ি শহরের পুলিশ লাইন এলাকায়। পুলিশের তরফে ধৃত আনন্দ থাপাকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে আদালতে ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের আর্জি জানানো হয়েছে। কোতোয়ালি থানা সূত্রে আরও জানা গেছে, গত সেপ্টেম্বর মাসে পুলিশ এক মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছিল। ধৃত ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই মাদক কারবারি হিসেবে আনন্দ থাপার নাম জানতে পারে পুলিশ। এরপর থেকেই তার গতিবিধির ওপর কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছিল।পুলিশের অনুমান, শুক্রবার শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে নগদ ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে মাদক কিনতে গিয়েছিল ওই দু'জন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কোনো কারণে সেই বেআইনি 'ডিল' বা চুক্তি বাতিল বা ফেল হয়ে যায়। এরপর সেই টাকা হাতবদল না করে গাড়ি নিয়ে ফেরার পথেই পুলিশের জালে ধরা পড়ে তারা। এই বিপুল পরিমাণ নগদ টাকার আসল উৎস কোথায় এবং এর নেপথ্যে কোনো বড় আন্তর্জাতিক বা রাজ্যস্তরের মাদক চক্রের হাত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে ধৃতদের জেরা শুরু করেছে পুলিশ।

মালদায় সূর্যঘর প্রকল্পে কমছে আবেদনের হার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

মালদা ও গাজোল

কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চাভিলাষী 'পিএম সূর্যঘর ফ্রি ইলেকট্রিসিটি যোজনা'র মাধ্যমে বাড়ির ছাদে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করে সাধারণ মানুষের বিদ্যুতের খরচ কমানোর লক্ষ্য নেওয়া হলেও, মালদা জেলায় এই প্রকল্পের অগ্রগতি অত্যন্ত হতাশাজনক। সম্প্রতি মানিকচকের একটি সভামঞ্চ থেকে এই বিষয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর অসন্তোষ প্রকাশের পরেই প্রকল্পের প্রচার ও কাজের গতি বাড়াতে তৎপর হয়েছে জেলা প্রশাসন। পুজোর ছুটি মিটলেই এই বিষয়ে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল বসিয়ে বিদ্যুৎ বিল জিরো বা শূন্যে নামিয়ে আনা এবং এর জন্য সরকারকে মোটা অঙ্কের ভর্তুকি দেওয়া। তা সত্ত্বেও মালদায় কেন সাধারণ মানুষের আগ্রহ কম, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা জেলায় এই প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত মাত্র ৩,৬৩৪টি আবেদন জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৩,৩৮২টি আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, সচেতনতার অভাব এবং সঠিক প্রচারের অভাবেই এই স্থবিরতা। মানিকচকের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে আর্জি জানান, যাতে আগামী দিনে এই প্রকল্পে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ আবেদন করেন। প্রশাসনের পরিসংখ্যান হতাশাজনক হলেও, গাজোলের মাঝড়া অঞ্চলের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানকার বাসিন্দা শ্যামল সাহা গত ৩০ জুন নিজের বাড়িতে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা বসিয়ে দারুণ সুফল পাচ্ছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, সোলার বসাতে মোট ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা খরচ হলেও, সূর্যঘর যোজনার আওতায় তিনি ৭৮ হাজার টাকা সরকারি ভর্তুকি পেয়েছেন। শ্যামলবাবুর কথায়, তসোলার বসানোর পর আমার ইলেকর্ট্রিক বিল পুরোপুরি শূন্য হয়ে গিয়েছে। এখন বাড়ির এসি, গিজার, ওয়াশিং মেশিন, সাবমার্সিবল পাম্প থেকে শুরু করে সমস্ত ভারী বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমেই চলছে।দ তাঁর এই সফল অভিজ্ঞতা দেখে উৎসাহিত হয়েছেন এলাকারই আরেক বাসিন্দা অমরজিৎ ভদ্র। বন্ধুর পরামর্শে তিনিও বাড়িতে সোলার প্যানেল বসিয়েছেন এবং তিনিও ৭৬-৭৮ হাজার টাকার মতো সরকারি ভর্তুকি পেয়েছেন। গাজোলের এই সফল উদাহরণগুলি প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষ সঠিক তথ্য পেলে এই প্রকল্পে এগিয়ে আসেন। তবে জেলার অন্যান্য প্রান্তে এখনও বড় অংশের মানুষের কাছে প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধার বার্তা পৌঁছায়নি। পুজোর ছুটি শেষ হলেই জেলা প্রশাসনের তরফে প্রতিটি ব্লকে বিশেষ প্রচার অভিযান শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। সাধারণ মানুষকে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহারিক দিক এবং ভর্তুকি পাওয়ার সহজ প্রক্রিয়া বুঝিয়ে সচেতন করাই এখন প্রশাসনের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ভুলে চাঁচলে ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া চেষ্টা কংগ্রেসের

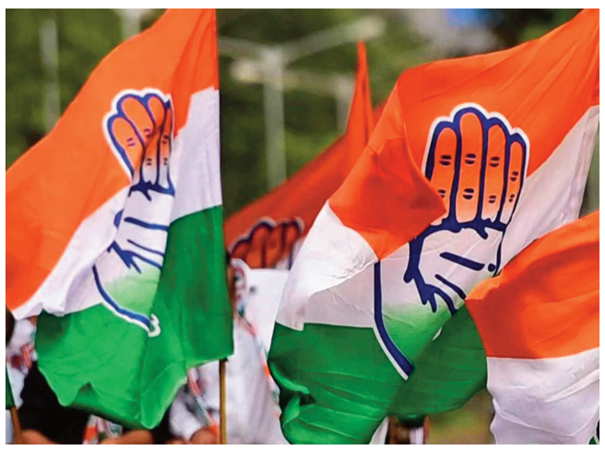

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

সামসী

রাজ্যে পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহাওয়ায় উত্তর মালদার চাঁচলে নিজেদের হারানো জমি পুনরুদ্ধার করতে ঘর গোছাতে শুরু করল কংগ্রেস। দীর্ঘদিনের বুথস্তরের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে এবার যুব ও ছাত্র শক্তিকে সম্বল করে ঘুরে দাঁড়ানোর কৌশল নিচ্ছে 'হাত' শিবির। তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই জোরদার করতে নিচুতলার কর্মীদের সক্রিয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শনিবার চাঁচলের উমেশ ভবনে আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক থেকে সেই রোডম্যাপেরই সুস্পষ্ট বার্তা দিলেন জেলা ও স্থানীয় নেতৃত্ব। এদিনের বৈঠকে মালদা জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি সরওয়ার জাহানের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে চাঁচল বিধানসভা যুব কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে মহম্মদ হাসানের নাম ঘোষণা করা হয়। নতুন নেতৃত্বের কাঁধে চাঁচলের বুথ থেকে ব্লক স্তরের প্রতিটি এলাকা পর্যন্ত সংগঠন বিস্তারের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে আগামী দিনের রাজনৈতিক আন্দোলন ও কর্মসূচির রূপরেখা নির্ধারণে দীর্ঘ আলোচনা হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, চাঁচলে কংগ্রেসের প্রধান মাথাব্যথার কারণ ছিল দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও সংগঠনে তরুণ মুখের অভাব। অতীতে নির্বাচনী ময়দানে যার প্রভাব পড়েছে সরাসরি। সেই দুর্বলতা কাটিয়ে নতুন করে কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ জোগাতে যুবসমাজকে সামনে আনাই এখন কংগ্রেস হাইকমান্ডের মূল লক্ষ্য। জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি সরওয়ার জাহান জানান, তযুব সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে আমজনতার নিত্যদিনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে আমরা রাজপথে নামব। অন্যায়, দুর্নীতি ও জনস্বার্থবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে সংগঠনকে সাধারণ মানুষের আরও কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের মূল পরিকল্পনা।দ অন্যদিকে, দায়িত্ব পাওয়ার পর নবনিযুক্ত চাঁচল বিধানসভা যুব কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ হাসান বলেন, তআমাদের প্রথম কাজ হবে বুথ স্তর থেকে যুবদের সংগঠিত করা। যেকোনো অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোই যুব কংগ্রেসের একমাত্র ব্রত হবে।দ রাজনৈতিক শিবিরের মতে, বৈঠক থেকে নেতৃত্বের ঘোষণা ইতিবাচক হলেও মাঠে নেমে এই নতুন যুব নেতৃত্ব কতটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে এবং ভোটব্যাংকে তার কতটা ইতিবাচক প্রভাব পড়ে, সেদিকেই নজর থাকবে মালদার রাজনৈতিক মহলের।

রায়গঞ্জে ঝাঁকে ঝাঁকে বোলতার আক্রমণে প্রাণ গেল ৪ বছরের শিশুর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

সামসী

বাড়ির উঠোনে খেলাধুলা করার সময় মর্মান্তিক পরিণতি। ঝাঁকে ঝাঁকে বোলতার আক্রমণে মৃত্যু হলো চার বছরের এক শিশুর। শনিবার সকালে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থানার মাড়াইকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের টেনহরি সংলগ্ন অভোর গ্রামে এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে। মৃত ওই শিশুর নাম মারিয়াম খাতুন (৪)। একমাত্র সন্তানের এমন আকস্মিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বাড়ির উঠোনেই খেলছিল ছোট্ট মারিয়াম। সেই সময় আচমকা ৮-১০টি বোলতা তাকে ঘিরে ধরে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে একের পর এক কামড় বসাতে শুরু করে। শিশুটির তীব্র আর্তচিৎকার শুনে মা সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা দ্রুত ছুটে আসেন। এরপর অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে একটি ভেজা গামছা দিয়ে শিশুটিকে বোলতার আক্রমণ থেকে মুক্ত করে উদ্ধার করা হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তক্ষণাৎ তাকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করলেও কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর শিশুটির মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং মৃতদেহটি উদ্ধার করে। শনিবার বিকেল ৫টা নাগাদ ময়নাতদন্ত সম্পূর্ণ হওয়ার পর শিশুটির মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। এই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে এবং পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন।

সাপের ছোবলে প্রাণ গেল রায়গঞ্জের কুমারডাঙির এক কিশোরী বধূর

মাটির ঘরের মেঝে পরিষ্কার করার সময় বিষধর সাপে কাটায় মর্মান্তিক মৃত্যু হলো ১৬ বছরের এক নাবালিকা বধূর। শনিবার সকালে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থানার বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের পোয়ালতোর সংলগ্ন কুমারডাঙি গ্রামে এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে। মৃত ওই কিশোরী বধূর নাম লক্ষ্মী মুর্মু (১৬)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল দশটা নাগাদ লক্ষ্মী দেবী নিজের মাটির ঘরের মেঝে গোবর ও মাটি দিয়ে লেপার (মোছার) কাজ করছিলেন। ঠিক সেই সময়ই আচমকা তাঁর বাঁ পায়ে একটি বিষধর সাপ ছোবল মারে। তাঁর আর্তচিৎকারে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা দ্রুত ছুটে আসেন।

তক্ষণাৎ তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে কুনিওর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। এরপর পরিবারের লোকজন তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। শনিবার বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ রায়গঞ্জ থানার পুলিশ মৃতদেহটির ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করার পর পরিবারের হাতে তুলে দেয়।

অর্ধেক বোনাসের আশ্বাস কোহিনুরে, মালিকানা পরিবর্তন চান শ্রমিকরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

শামুকতলা

পুজোর আগে ১০ শতাংশ এবং বাকি বোনাস দোলের আগে দেওয়া হবে। কোহিনুর চা বাগান নিয়ে এমনই আশ্বাস মিলল মালিকপক্ষের তরফে। ফলে পুজোর আগে বাগানের অচলাবস্থা কিছুটা হলেও কাটল। বোনাস ও বকেয়া মজুরির দাবিতে লাগাতার আন্দোলনের জেরে বৃহস্পতিবার কোহিনুর চা বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছিল মালিকপক্ষ। নিরাপত্তার অভাবের কারণ দেখিয়েই তাঁরা বাগান ছেড়ে চলে যান। পুজোর মুখে এমন অচলাবস্থা তৈরি হওয়ায় শ্রমিকরা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েন। এরপরই প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়। শুক্রবার ডুয়ার্সকন্যায় প্রশাসনের উদ্যোগে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হলেও শ্রমিকদের ক্ষোভ পুরোপুরি প্রশমিত হয়নি। তাঁদের দাবি, বাগানের মালিকানা পরিবর্তন করতে হবে। এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের পরিবেশ ও বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা সহ প্রশাসনিক কর্তারা। শ্রমিক সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, আলোচনায় বকেয়া মজুরি পুজোর পরে মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। তবে শ্রমিকদের অভিযোগ, গত বছরের বোনাস এখনও বকেয়া রয়েছে। পাশাপাশি দুটি পাক্ষিক মজুরি বাকি। প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক ছুটির মজুরি, মাতৃত্বকালীন সুযোগসুবিধা সহ বিভিন্ন খাতে কয়েক কোটি টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে বলেও তাঁরা জানান। শ্রমিক কৃষ্ণা মাহালি, বিনীতা ওরাওঁ, শুক্রা কিসকুরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে পাওনা না মেলায় সংসার চালানোই কঠিন হয়ে পড়েছে। তার ওপর বোনাস নিয়ে অনিশ্চয়তা দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়েছে। তাই সকলেই চান, বাগানের স্থায়ী সমাধান। অভিযোগ, গত বছরও বোনাস দেওয়ার সময় মালিকপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বর্তমান কর্তৃপক্ষের উপর আস্থা হারিয়েছেন শ্রমিকরা। তবে মন্ত্রী ও সাংসদ শ্রমিকদের বোঝান, বাগান বন্ধ হোক, কোনওভাবেই তা সরকার চায় না। যেসব মালিক ঠিকমতো বাগান পরিচালনা করছেন না, তাঁদের সতর্ক করা হচ্ছে। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দ্রুত সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয় এদিন প্রশাসনের তরফে। পাশাপাশি এদিন অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা না পাওয়ার অভিযোগও জানান কয়েকজন মহিলা শ্রমিক। তাঁদের কাছে বঞ্চিতদের নামের তালিকা চান বনমন্ত্রী। তবে সিটুর আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি বিদ্যুৎ গুন বলেন, 'এই মালিকের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন শ্রমিকরা। এঁরা শ্রমিকদের কথা ভাবেন না। এই মালিকের পরিবর্তন চান শ্রমিকরা।' বৈঠক শেষে শ্রমিকরা বাগানে ফিরলেও তাঁদের মুখে স্বস্তির ছাপ ছিল না। তাঁদের একাংশের আশঙ্কা, বাগান খোলা থাকলেও কাজের অনিশ্চয়তায় অনেকে অন্যত্র রোজগারের সন্ধানে চলে যেতে পারেন। ফলে কোহিনুরে আপাতত বোনাসের পথ খুললেও বকেয়া পাওনা, মালিকানা পরিবর্তন এবং শ্রমিকদের আস্থা ফেরানোই এখন প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

পর্যটকদের স্বস্তি দিতে চালসায় চালু হলো প্রিপেড ট্যাক্সি বুথ ও হেল্প ডেস্ক

ডুয়ার্সে ঘুরতে আসা পর্যটকদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি দূর করতে এবং দালালচক্রের দৌরাত্ম্য রুখতে এক অভিনব ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেওয়া হলো। উৎসবের মরশুমে পর্যটকরা যাতে কোনোভাবেই অতিরিক্ত গাড়ি ভাড়ার খপ্পরে না পড়েন, তার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো প্রিপেড ট্যাক্সি বুথ। শনিবার ডুয়ার্স উইল চালসা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের উদ্যোগে চালসা-মেটেলি রাজ্য সড়কের পাদ্রীর কুঠি এলাকায় রাস্তার ধারে এই প্রিপেড ট্যাক্সি বুথের শুভউদ্বোধন করা হয়। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফিতে কেটে বুথের উদ্বোধন করেন মাটিয়ালি বাতাবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পবিত্রি রসাইলি সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপঙ্কর ধর, বাবুয়া মুখার্জি প্রমুখ। উদ্বোধক ও আয়োজকদের জানানো হয়েছে, এই প্রিপেড বুথ থেকে পর্যটকরা নামমাত্র ও ন্যায্য মূল্যে ডুয়ার্সের যেকোনো প্রান্তে ভ্রমণের জন্য গাড়ি বুক করতে পারবেন। পাশাপাশি গরুমারা জঙ্গল, মূর্তি নদী, ঝালং, বিন্দু, সামসিং, সুনতালেখোলার মতো জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও গাইডেন্স দেওয়া হবে এই বুথ থেকেই। প্রতি বছরই দুর্গাপূজার মতো প্রধান মরশুমে ডুয়ার্সে পর্যটকদের ঢল নামে। কিন্তু সেই সুযোগেই একশ্রেণির দালাল বা কন্টাক্টরদের খপ্পরে পড়ে পর্যটকদের অতিরিক্ত গাড়ি ভাড়া গুনতে হয় বলে মাঝেমধ্যেই গুরুতর অভিযোগ ওঠে। অনেক সময় হেনস্থার শিকারও হতে হয় তাঁদের। পর্যটকদের এই হয়রানি ও অতিরিক্ত খরচ থেকে রক্ষা করতেই চালসায় এই ব্যবস্থা চালু করা হলো। ডুয়ার্স উইল চালসা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের সম্পাদক কমল মুখী বলেন, তপুজোয় ডুয়ার্সে বেড়াতে এসে পর্যটকরা যাতে দালালদের চক্রে পড়ে অতিরিক্ত টাকা না দেন, তার জন্যই আমাদের এই প্রিপেড ট্যাক্সি বুথ। এখান থেকে সরকার নির্ধারিত বা ন্যায্য ভাড়ায় গাড়ি দেওয়া হবে। এর ফলে পর্যটকদের পাশাপাশি এলাকার স্থানীয় ট্যাক্সি চালকেরাও উপকৃত হবেন।দ উৎসবের আগে ডুয়ার্সের প্রবেশদ্বার চালসায় এই প্রিপেড বুথ চালু হওয়ায় খুশি পর্যটক মহলও।

জন্মদিনে অন্য ছবি চালসায় !

জাঁকজমকপূর্ণ পার্টি বা আলোর রোশনাইয়ে কেক কেটে নয়, বরং সম্পূর্ণ অন্যরকম ও ব্যতিক্রমী এক মানবিক উদযাপনের মাধ্যমে একমাত্র ছেলের পঞ্চম জন্মদিন পালন করলেন চালসার এক দম্পতি। হাসপাতালের নবজাতকদের হাতে নতুন জামাকাপড় তুলে দেওয়া এবং পরিবেশ রক্ষার বার্তা নিয়ে বৃক্ষরোপণের মতো মহৎ উদ্যোগ নিয়ে শহরজুড়ে প্রশংসায় কুড়িয়েছেন চালসার বাসিন্দা সুমন চৌধুরী ও অনিমা চৌধুরী দম্পতি। শনিবার নিজেদের একমাত্র ছেলে সৌরদীপ চৌধুরীর পঞ্চম জন্মদিন উপলক্ষে এই দম্পতি সোজা চলে যান মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসাধীন থাকা একশো জন সদ্যজাত শিশুর মায়েদের হাতে নবজাতকদের জন্য নতুন নতুন বস্ত্র তুলে দেন তাঁরা। এই অভিনব উপহার পেয়ে আপ্লুত হয়ে পড়েন মায়েরা। হাসপাতালের মতো জায়গায় এমন একটি আনন্দঘন ও মানবিক পরিবেশ তৈরি হওয়ায় সাধুবাদ জানিয়েছেন চিকিৎসকমহল ও সাধারণ মানুষও। শুধুমাত্র হাসপাতালে উপহার সামগ্রী বিতরণ করেই ক্ষান্ত হননি ওই দম্পতি। এরপর চালসার বিভিন্ন উন্মুক্ত এলাকায় গিয়ে মোট ১০টি নতুন চারাগাছ রোপণ করেন তাঁরা। বর্তমান দিনে পরিবেশ দূষণ রোধ ও গাছ লাগানোর গুরুত্ব সম্পর্কেও সমাজকে এক সুন্দর বার্তা দিয়েছেন তাঁরা। এবিষয়ে বাবা সুমন চৌধুরী জানান, তপ্রতি বছরই আমরা ছেলের জন্মদিন এই বিশেষ পথেই পালন করার চেষ্টা করি।

24/7 SERVICE

- EMERGENCY
- DIALYSIS
- RADIOLOGY (MRI, CT SCAN, X-RAY)
- AMBULANCE SERVICES (ACLS & BLS)
- PHARMACY

MY HEALTH GUARDIAN

24hr EVERYDAY 74777 83932

CITIZEN HOSPITAL
A Superspeciality Hospital

For Information : 7477783934

Market St, Bidhannagar, Durgapur 713212
(Beside Bidhannagar Police Station)

রবিবারে আছড়ে পড়তে পারে সৌরঝড়

সকালের শিরোনাম

সুনীপম মহাকুল

সূর্য থেকে নির্গত তীব্র সৌরকণার মেঘ ধেয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে। রবিবার, ১১ অক্টোবর এই সৌরঝড়ের প্রভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে একটি মাঝারি মাত্রার 'জি-দুই' শ্রেণির ভূ-চৌম্বকীয় ঝড় সৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নোয়া। এর ফলে কৃত্রিম উপগ্রহের যোগাযোগ ব্যবস্থা, জিপিএস পথনির্দেশ এবং বেতার তরঙ্গে কিছু বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। সূর্যপৃষ্ঠে সম্প্রতি হওয়া জোড়া বিস্ফোরণের ফলে বিপুল পরিমাণ আধানযুক্ত কণা মহাকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সৌরকণাই তীব্র গতিতে এসে পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে ধাক্কা মারবে। মার্কিন জাতীয় মহাসাগরীয় ও বায়ুমণ্ডলীয় প্রশাসন জানিয়েছে, এই ঝড়ের প্রভাবে মেরু সংলগ্ন অঞ্চলে চোখধাঁধানো মেরুজ্যোতি দৃশ্যমান হতে পারে। তবে এর চূড়ান্ত প্রভাব কতটা তীব্র হবে, তা নির্ভর করবে সৌরকণাগুলি পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে কীভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার ওপর। এই সৌরঝড় ভারতের মতো নিরক্ষরেখার কাছাকাছি দেশে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। বিজ্ঞানীদের মতে, মাঝারি মাত্রার এই ঝড়ে ভারতের মূল বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বা সাধারণ নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা বেশ কম। সাধারণত উচ্চ অক্ষাংশ বা মেরু সংলগ্ন দেশগুলিতেই ভূ-চৌম্বকীয় ঝড়ের তীব্রতা বেশি অনুভূত হয়। তবে সাময়িকভাবে উচ্চ তরঙ্গের বেতার সংকেত এবং বিমানের যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সামান্য ব্যাঘাত ঘটতে পারে। মহাকাশের আবহাওয়া সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নজরদারি সংস্থাগুলি পরিস্থিতির ওপর সার্বক্ষণিক নজর রেখে চলেছে।

দিল্লিতে আটক সিজেপি'র অভিজিৎ দীপকে

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

নয়াদিল্লি

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘিরে শনিবার দিনভর নাটকীয় পরিস্থিতি বজায় রইল রাজধানীতে। বিমান থেকে নামতেই বিমানবন্দর চত্বর থেকে দিল্লি পুলিশের হাতে আটক হলেন ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রতিষ্ঠাতা তথা ছাত্রনেতা অভিজিৎ দীপকে। একদিকে যখন দিল্লিতে তাঁকে ও তাঁর সহযোগীদের পুলিশি হেফাজতে রাখা হয়েছে, ঠিক তখনই মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলিতে পৈতৃক ভিটেতে দীর্ঘ অসুস্থতার পর প্রয়াত হলেন তাঁর ঠাকুমা। এই মর্মান্তিক পারিবারিক বিপর্যয়ের খবর আসার পরেও দীপকে এখনও মুক্ত হতে পারেননি। মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলি জেলার সন্তুক পিম্পরি গ্রামে থাকতেন অভিজিতের ঠাকুমা। কর্মসূত্রে দীপকের পরিবার ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে চলে গেলেও বৃদ্ধা গ্রামেই থাকতেন। গত কয়েক দিন ধরেই তিনি শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। শনিবার সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর আসে। অন্যদিকে, ভোটার তালিকা সংশোধনে বেনিয়মের অভিযোগ তুলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে আয়োজিত কর্মসূচিতে যোগ দিতে মুম্বই থেকে বিমানে দিল্লি পৌঁছন দীপকে। অভিযোগ, বিমানটি দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লি পুলিশ বিমানের ভেতরে উঠে পড়ে এবং সেখান থেকেই অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কাকে আটক করে। পরবর্তীতে সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত এক আগে থেকে রেকর্ড করা ভিডিওবার্তায় দীপকে ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, কোনো ধরনের আইনভঙ্গ বা অপরাধ না করা সত্ত্বেও তাঁদের সঙ্গে অপরাধীদের মতো আচরণ করা হয়েছে এবং বিমান থেকে নামার সুযোগ না দিয়েই আটকে দেওয়া হয়েছে। ছেলের এই আকস্মিক আটকের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিজিতের বাবা। তাঁর প্রশ্ন, দেশের স্বার্থে শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ জানাতে আসা এক ছাত্রনেতাকে কোন আইনের ভিত্তিতে বিমানবন্দরেই এভাবে আটক করা হলো? দেশের ইতিহাসে এমন ঘটনা নজিরবিহীন ও গণতন্ত্র-বিরোধী বলেও তিনি দাবি করেন।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকির কারণে যন্তর মন্তরে এই কর্মসূচির অনুমতি আগেই খারিজ করা হয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজধানীতে প্রায় তিরিশ হাজার নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। আটক নেতাদের পৃথক স্থানে রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঠাকুমার প্রয়াণের পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে দীপককেকে প্যারোলে বা শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে এখনও প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি।

সমঝোতা চূড়ান্ত না হলে সশরীরে আদালতে হাজিরার নির্দেশ অমিতাভ বচ্চনকে

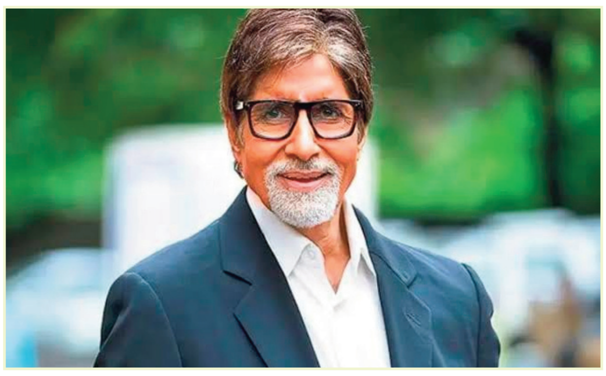

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

নয়াদিল্লি

ব্যক্তিত্বের অধিকার সংক্রান্ত মামলায় বিবাদ মেটানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হলে বলিউড তারকা অমিতাভ বচ্চনকে আগামী শুনানিতে সশরীরে আদালতে উপস্থিত হতে নির্দেশ দিল দিল্লি হাই কোর্ট। মধ্যস্থতার মাধ্যমে একাধিক পক্ষের সঙ্গে সমঝোতা চূড়ান্ত করার জন্য আরও কিছুটা সময় মঞ্জুর করলেও বিচারপতি পুরুষৈন্দ্র কুমার কৌরব স্পষ্ট জানিয়েছেন,

বাকি থাকা দাবিগুলির নিষ্পত্তি না হলে পরবর্তী শুনানির দিন মামলাকারী অর্থাৎ অমিতাভ বচ্চনকে এজলাসে হাজির থাকতে হবে। শনিবার শুনানির সময়ে আদালতের তরফে জানানো হয়, যদি আদালতের বাইরে সম্পূর্ণ সমঝোতা না হয় এবং মামলাকারী বাকি বিরোধ বা দাবিগুলি নিয়ে মামলা চালিয়ে যেতে চান, তবে পরবর্তী তারিখে তাঁর সশরীরে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। এর ফলে দেওয়ানি কার্যবিধি অনুযায়ী আদালত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। বচ্চনের আইনজীবী ধ্রুব আনন্দ আদালতে জানান, কিছু পক্ষের সঙ্গে সমঝোতার বিষয়ে ঐকমত্য হলেও নথিভুক্তকরণ সংক্রান্ত কিছু জটিলতার কারণে আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। সেই নথি আদালতে জমা দিতে তিনি বাড়তি সময় চান। অনুমতি ছাড়া নিজের নাম, ছবি, কণ্ঠস্বর ও ব্যক্তিত্বের বাণিজ্যিক অপব্যবহার রুখতে ২০২২ সালে দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন। তাঁর অভিযোগ ছিল, বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপ প্রস্তুতকারক সংস্থা জনপ্রিয় কুইজ শোয়ের নাম জড়িয়ে অবৈধ লটারি চালাচ্ছে এবং জামাকাপড় ও বই বিক্রেতারাও যথেচ্ছভাবে তাঁর পরিচয় ব্যবহার করছে। সেই বছরের নভেম্বর মাসে আদালত অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিয়ে অভিনেতার ব্যক্তিত্বের অধিকারের ওপর সুরক্ষা দিয়েছিল। মামলার পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত হয়েছে

আগামী ১৬ নভেম্বর। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, এই সময়ের মধ্যে সমস্ত সমঝোতাপত্র চূড়ান্ত করতে হবে। তা না হলে বাকি থাকা বিরোধের শুনানিতে অভিনেতাকে এজলাসে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে।

তিন সহস্রাধিক আটকের ঘটনায় কেন্দ্রকে তোপ রাহুল ও প্রিয়ঙ্কার

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

নয়াদিল্লি ও চেন্নাই

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে শনিবার কার্যত 'আটক শিবিরে' পরিণত হলো রাজধানী। তিন হাজারেরও বেশি বিক্ষোভকারীকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার ঘটনার কড়া ভাষায় নিন্দা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরা। আন্দোলনরত তরুণ প্রজন্মের পাশে দাঁড়িয়ে মোদী সরকারকে সরাসরি 'কাপুরুষ' বলে আক্রমণ শানিয়েছেন রাহুল। চেন্নাইয়ের 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ' কর্মসূচিতে অংশ নিতে গিয়ে একটি ভিডিওবার্তায় রাহুল বলেন, ক্ষ্মআমি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে নরেন্দ্র মোদী এবং আরএসএসের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমি তাঁদের হাতের তালুর মতো চিনি। এদের মূল চরিত্রই হলো কাপুরুষতা।ক্ষ্ম কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ কর্তাদের ইঙ্গিত করে তিনি যোগ করেন, ক্ষ্মনরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, মোহন ভাগবত, জ্ঞানেশ কুমার ও অজিত ডোভালরা বুঝতে পারছেন যে তাঁদের জমি ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। মোদীজি, আপনি যত খুশি পুলিশ নামাতে পারেন; দশ হাজার, কুড়ি হাজার বা পঞ্চাশ হাজার। সমস্ত নেতাকে গ্রেফতার করুন, তরুণদের আটক করুন, আমাদের সবাইকে বন্দি করুন। আমরা আপনাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছি এবং আমরা এক পা-ও পিছিয়ে যাব না। দেশের যুবসমাজের উদ্দেশে তিনি লড়াই জারি রাখার বার্তা দিয়ে জানান, সংবিধান রক্ষায় বিরোধী শিবির অবিচল রয়েছে। অন্য দিকে, রাজধানীতে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ ও গণগ্রেফতারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরা। তিনি অভিযোগ করেন, প্রথমে ২৫৪ জন সাংসদকে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে নিগ্রহ ও আটক করে মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার হরণ করা হলো।

তারপর গোটা দিল্লিকে অবরুদ্ধ করে ট্রেন-মেট্রো বন্ধ করা হলো, ইন্টারনেট পরিষেবা কাটা হলো। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখাতে আসা তরুণ-তরুণীদের বেধড়ক পেটানো ও আটক করা হচ্ছে।ক্ষ্ম তাঁর দাবি,

নির্বাচন কমিশনের সহযোগিতায় যে ভোট কারচুপি করা হয়েছে এবং সরকার নিজের অবৈধতা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে কতটা আতঙ্কিত, এই ঘটনাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

যন্তর মন্তরে প্রতিবাদের অনুমতি বাতিল কেন?

দেরিতে আবেদন ও অতীত নজিরকেই দায়ী করল দিল্লি পুলিশ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

নয়াদিল্লি

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) ডাকা যন্তর মন্তরের অবস্থান-বিক্ষোভের অনুমতি নাকচ করল দিল্লি পুলিশ। অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও শনিবার রাজধানীতে প্রতিবাদ জানাতে এসে আটক হয়েছেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাম, আশুতোষ রাঙ্কা-সহ বহু কর্মী-সমর্থক। তবে কী কারণে শেষ মুহূর্তে এই কর্মসূচির অনুমতি বাতিল করা হলো, তা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। মূলত দেরিতে আবেদন জানানো, পূর্ববর্তী কর্মসূচিতে শর্তভঙ্গের নজির এবং সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। দিল্লি পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, যন্তর মন্তরে কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক সমাবেশের আয়োজন করতে হলে অন্তত দশ দিন আগে নতুন দিল্লি জেলার ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের দফতরে আবেদন জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। এতে ভিড় নিয়ন্ত্রণ, ট্র্যাফিক ব্যবস্থা এবং সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দফতরগুলির নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করার মতো পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়। কিন্তু সিজেপির তরফ থেকে ১০ অক্টোবরের কর্মসূচির জন্য আবেদন জমা দেওয়া হয় মাত্র তিন দিন আগে, অর্থাৎ ৭ অক্টোবর। এত অল্প সময়ের নোটিসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অসম্ভব বলেই মত প্রশাসনের। দ্বিতীয় কারণ হিসেবে সংগঠনের আগের ট্র্যাক রেকর্ড বা অতীত নজিরকে সামনে আনা হয়েছে। নতুন দিল্লির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার নুপুর প্রসাদ জানান, পূর্ববর্তী বিভিন্ন কর্মসূচিতে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রশাসনিক গাইডলাইন ও আইনি শর্ত মেনে চলা হয়নি। একাধিক ক্ষেত্রে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও পুলিশের নির্দেশ লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। ফলে নতুন করে তাদের কর্মসূচির ওপর আস্থা রাখা সম্ভব হয়নি। তৃতীয়ত, মধ্য দিল্লির ব্যস্ত এলাকায় ব্যাপক ভিড় জমলে সাধারণ নাগরিকদের যাতায়াত ও আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। এই কারণেই ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) ১৬৩ ধারা অনুযায়ী ওই অঞ্চলে জমায়েতের ওপর প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে পুলিশ। প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, রাজধানীতে যে কোনো বিক্ষোভের জন্য শুধু পুলিশকে চিঠি পাঠিয়ে জানানোই যথেষ্ট নয়, সুনির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া মেনে আনুষ্ঠানিক ছাড়পত্র পেলেই তবেই সভা-সমাবেশ করা যায়।

যুব আন্দোলনের আড়ালে দীর্ঘ লড়াইকে বিস্মৃত হওয়ার ঝুঁকি

নতুন প্রজন্মের প্রতিবাদ নিয়ে সতর্কবার্তা পরকালা প্রভাকরের

সকালের শিরোনাম

সুনীপম মহাকুল

যন্তর মন্তরে তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী মহলে তৈরি হওয়া অতি-উচ্ছ্বাস নিয়ে স্পষ্ট আপত্তি তুললেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. পরকালা প্রভাকর। বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তরুণ সমাজের রাজপথে নামাকে স্বাগত জানালেও তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন; সংকীর্ণ দাবিদাওয়া এবং কৃত্রিম প্রচারের মোহে পড়ে যেন দেশের কৃষক, শ্রমিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী লড়াইকে খাটো করে না দেখা হয়। এক সাম্প্রতিক নিবন্ধে প্রভাকর উল্লেখ করেন, যন্তর মন্তরের প্রথম পর্বের আন্দোলনে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফাকে এক বিরাট বিজয় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তি বদল হলেও ব্যবস্থার কোনো স্থায়ী পরিবর্তন আসেনি। তাঁর মতে, একইভাবে বর্তমান আন্দোলনে কেবল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করা হলো শাসনব্যবস্থার সামনে একটি সহজ মুক্তির পথ খুলে দেওয়া। অতীতেও কৃষকরা শুধু কৃষিমন্ত্রীর পদত্যাগ না চেয়ে তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইন প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তীব্র দমনপীড়ন ও আত্মবলিদান সয়ে আন্দোলন জারি রেখেছিলেন। সেই আপসহীন কৃষক আন্দোলনই সরকারের অপ্রতিরোধ্য ভাবমূর্তিকে ভেঙে দিয়েছিল। সমাজমাধ্যমে শহুরে তরুণ প্রজন্মের প্রতিবাদের দৃশ্যমানতা ও জৌলুসের সঙ্গে বাস্তব ভারতের প্রান্তিক আন্দোলনের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ২০০২ সাল থেকে শুরু করে বহু সামাজিক কর্মী, আমলা, দলিত, আদিবাসী এবং শ্রমজীবী মানুষ প্রচারের আলোর বাইরে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক দমননীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে বছরের পর বছর কারাবাস ও নিপীড়ন সহ্য করছেন। আরাবল্লী বাঁচাও অভিযান, নিয়ামগিরি খনিবিরোধী আন্দোলন, কিংবা মণিপুরের মানুষের দীর্ঘ প্রতিরোধ ক্যামেরার আলো বা সমাজমাধ্যমের পাতায় তেমন জায়গা পায়নি বলেই তা বিস্মৃত হতে পারে না। প্রভাকরের সতর্কবার্তা, মধ্যবিত্তের অহেতুক বন্দনা যেন যুব আন্দোলনের নেতাদের ভুলিয়ে না দেয় যে তাঁরাই গণতন্ত্রের একমাত্র রক্ষাকর্তা। গভীর গণআন্দোলন ছাড়া শুধুমাত্র প্রচারনির্ভর বিক্ষোভ স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে না। প্রজাতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে কেবল একজন কর্তার ইস্তফায় সন্তুষ্ট না থেকে কাঠামোগত পরিবর্তনের দাবি তোলার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছে; সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে অন্তর্ভুক্ত করে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের কমিটি পুনর্গঠন, ভোটার তালিকা সংশোধনের বিতর্কিত প্রক্রিয়া বাতিল, বাদ পড়া ভোটারদের নাম পুনর্বহাল, এবং নির্বাচন কমিশনারদের আজীবন দায়মুক্তি দেওয়া সাম্প্রতিক আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করা। গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির বৃহত্তর ঐক্য ছাড়া এই দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন সম্ভব নয় বলেই তিনি স্পষ্ট মত প্রকাশ করেছেন। সমাজমাধ্যমে শহুরে তরুণ প্রজন্মের প্রতিবাদের দৃশ্যমানতা ও জৌলুসের সঙ্গে বাস্তব ভারতের প্রান্তিক আন্দোলনের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি।

ভারতে ৩১টি বিপণি বন্ধ করল সেভেন-ইলেভেন

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মুম্বই

ভারতের খুচরো বাজারে দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও হোঁচট খেল জাপানের সুবিখ্যাত চেন 'সেভেন-ইলেভেন'-এর। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ভারতে তাদের মাস্টার ফ্র্যাঞ্চাইজি অংশীদার রিলায়েন্স রিটেল দেশজুড়ে চালু থাকা সমস্ত ৩১টি বিপণি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে সমস্ত আউটলেট বন্ধ হয়ে গেলেও বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ থেকে পুরোপুরি ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই বলে স্পষ্ট জানিয়েছে জাপানি সংস্থাটি। ভারতীয় ধনকুবের মুকেশ অম্বানীর রিলায়েন্স রিটেলের হাত ধরে ভারতে পা রেখে ছিল সেভেন-ইলেভেনের এই সুবিধাজনক বিপণি মডেল। কিন্তু আর্থিক দিক থেকে প্রকল্পটি লাভজনক হতে পারেনি। আর্থিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মার্চে সমাপ্ত অর্থবর্ষে প্রায় ৯২ কোটি টাকা আয়ের বিপরীতে সংস্থাটির মোট ক্ষতির অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৯০ কোটি টাকায়। বিপুল ক্ষতির জেরেই সব ক'টি বিপণি বন্ধের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেলের মাধ্যমে ভারতীয় বাজারে নিজেদের জমি শক্ত করতে না পারলেও দীর্ঘমেয়াদে এ দেশে টিকে থাকার বিকল্প পথ খুঁজছে তারা। সংস্থার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ভারতে উপস্থিতি বজায় রাখতে এবং নিজেদের অবস্থান আরও জোরদার করতে তারা একাধিক বিকল্প নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে। উল্লেখ্য, রিলায়েন্সের আগে ফিউচার গ্রুপের সঙ্গেও চুক্তির চেষ্টা করেছিল সংস্থাটি। তবে ভারতীয় খুচরো বাজারের জটিল প্রতিযোগিতা এবং উচ্চ পরিচালন ব্যয়ের কারণে দ্বিতীয় চেষ্টাও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পায়নি। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের সুবিস্তৃত বাজারে ভবিষ্যতে নতুন কোনো ব্যবসায়িক কৌশলে বা ভিন্ন অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ফিরে আসার পরিকল্পনাই রয়েছে জাপানি এই আন্তর্জাতিক সংস্থার।

টাকার পতন রুখতে কড়া পদক্ষেপ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মুম্বই

বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের চড়া দাম এবং আন্তর্জাতিক বন্ডের আয়ের চাপের মুখে ভারতীয় মুদ্রা টাকার ঐতিহাসিক পতন ঠেকাতে একগুচ্ছ কড়া পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। চলতি বছরে ডলারের তুলনায় টাকার দর সাত শতাংশেরও বেশি পড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে খোলা বাজার থেকে তেল সংস্থাগুলির ডলার কেনা বন্ধ করতে বিশেষ ব্যবস্থা চালু করল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। একই সঙ্গে ফরেক্স ডেরিভেটিভ বাজারে ফাটকাবাজি রুখতে নিয়মে আনা হলো বড়সড় রাশ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী সোমবার থেকে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত তিন প্রধান তেল বিপণন সংস্থা; ইন্ডিয়ান অয়েল, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম এবং ভারত পেট্রোলিয়ামের দৈনন্দিন ডলারের চাহিদা মেটানো হবে সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল থেকে। অতীতেও মুদ্রার তীব্র অস্থিরতার সময়ে এই ধরনের বিশেষ ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছিল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের বাজারে ডলারের সবচেয়ে বড় ক্রেতা হলো এই তেল সংস্থাগুলি। ফলে তাদের খোলা বাজার থেকে সরিয়ে নিলে তাৎক্ষণিকভাবে বাজারে ডলারের বাড়তি চাহিদার চাপ কমবে এবং টাকার অস্থিরতা কিছুটা সামাল দেওয়া সম্ভব হবে; যদিও এর প্রভাবে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়ে টান পড়বে। ডলারের দর আরও বাড়তে পারে; এই আশঙ্কায় আমদানিকারীদের অতিরিক্ত হেজিং বা ঝুঁকি মোকাবিলার প্রবণতাও টাকার ওপর তীব্র চাপ তৈরি করছিল। সেই ফাটকাবাজি ঠেকাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্দেশ দিয়েছে, চলতি হিসাবের লেনদেনে ডলার কেনার উদ্দেশ্যে করা কুড়ি লক্ষ ডলারের বেশি মূল্যের ডেরিভেটিভ চুক্তির ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিলারদের কুড়ি শতাংশ ঝুঁকি সংরক্ষণ তহবিল বা ক্যাশ রিজার্ভ রাখতে হবে।

SUKANYA REALTORS
Your Referral is our Compliment
Utopia Gardenia
A World Where Kids Play,
Families Bond, and Dreams Grow ...
At
Bhiringi Ambagan, Durgapur
MORE DETAILS
CONTACT
9800354432

জাঙ্গিপাড়ার সিংটি সমবায়ে গরমিলের অভিযোগ, তদন্তে দুর্নীতি দমন কমিশন

সকালের শিরোনাম
পাপ্পু সাঁতরা
জাঙ্গিপাড়া

কৃষকদের স্বার্থে তৈরি কৃষি সমবায় সমিতি। অথচ সেই সমবায় থেকেই নিয়মবহির্ভূতভাবে ঋণ দেওয়া এবং বিপুল অঙ্কের আর্থিক গরমিলের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য জাঙ্গিপাড়ায়। সিংটি-গুটি-আতরা-বিলাসপুর সমবায় সমিতিতে প্রায় তিন কোটি টাকার হিসাব নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন সমবায়ের প্রাক্তন ম্যানেজার তথা তৃণমূল নেতা স্বপন পাত্র, অ্যাকাউন্ট্যান্ট রমেশ পাত্র এবং প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর ঋণ গ্রহণের বিষয়টি। গোটা ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে নেমেছে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন। সমবায় সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য এবং অভিযোগ অনুযায়ী, সমিতিতে নগদে ঋণ দেওয়া ও নগদে ঋণ পরিশোধের একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। অভিযোগ, প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ধাপে-ধাপে প্রায় ৯৬ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন এবং ধাপে-ধাপে নগদে সেই টাকা পরিশোধ করেছিলেন। তিনি কৃষক নন, তা সত্ত্বেও কৃষি সমবায় থেকে কীভাবে এত বিপুল অঙ্কের ঋণ পেলেন, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। যদিও এই অভিযোগগুলির চূড়ান্ত সত্যতা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। সমবায়ের প্রাক্তন ম্যানেজার স্বপন পাত্র ছিলেন রসিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি। অভিযোগ, প্রাক্তন মন্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে স্বপন পাত্র প্রভাব খাটিয়ে ঋণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কখনও বোর্ড মিটিংয়ে অনুমোদন করিয়ে, আবার কখনও ম্যানেজার নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ঋণ মঞ্জুর করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত নিয়ম মানা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এই আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসার পর সমবায়ের প্রাক্তন ম্যানেজার স্বপন পাত্র এবং অ্যাকাউন্ট্যান্ট রমেশ পাত্রকে গত জুন মাসে গ্রেফতার করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। পশপুরের ব্যবসায়ী তন্ময় বাড়ুইয়ের অভিযোগের পরই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। সমবায় থেকে সার ও কীটনাশক কেনার সঙ্গে যুক্ত ওই ব্যবসায়ীর নামে প্রায় ১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে বলে সমিতির খরচের খাতায় উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তন্ময় বাড়ুইয়ের দাবি, ওই বিপুল অঙ্কের টাকা তাঁর কাছে পাওনা নেই। হিসাবের খাতায় লেখা অঙ্ক এবং ব্যবসায়ীর দাবির মধ্যে এই ফারাকও তদন্তের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে। সমবায়ের বর্তমান অস্থায়ী ম্যানেজার পঙ্কজ মাঝি জানান, নিয়মবহির্ভূতভাবে প্রাক্তন মন্ত্রীকে ঋণ দেওয়া হয়েছিল বলে তাঁদের কাছে তথ্য রয়েছে। কখনও বোর্ডের বৈঠকে অনুমোদন করিয়ে, আবার কখনও ম্যানেজারের নিজস্ব সিদ্ধান্তে ঋণ দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। তাঁর দাবি, সমবায়ের প্রায় তিন কোটি টাকার আর্থিক গরমিল রয়েছে। সমবায়ের নিয়ম অনুযায়ী, কৃষকদের ঋণ দেওয়াই এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য। তবে কিছু ক্ষেত্রে অকৃষক ব্যক্তিকেও ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে বলে সমবায় সূত্রে দাবি। সে ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য এবং অন্যান্য শর্ত বিবেচনা করা হয়। কিন্তু একজন অকৃষক কীভাবে এত বিপুল অঙ্কের ঋণ পেলেন, ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে কী কী নথি ও অনুমোদন ব্যবহার করা হয়েছিল এবং টাকা পরিশোধের হিসাব কতটা স্বচ্ছ; এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা। স্নেহাশিস চক্রবর্তী ঋণের জন্য দলিল জমা রেখেছিলেন বলেও সমবায় সূত্রে জানা গিয়েছে। সিংটি সমবায়ের আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্তকারী কমিশনের আধিকারিকরা সমিতিতে যান। সেখানে নথিপত্র পরীক্ষা করার পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন তাঁরা। প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর বাড়ি কোথায় এবং প্রাক্তন ম্যানেজার স্বপন পাত্রের বাড়ি কোথায়, তা জানতে চান আধিকারিকরা। গ্রামবাসীরা জানান, স্নেহাশিস চক্রবর্তী কোন্নগরে থাকেন। তদন্তকারী আধিকারিকদের বক্তব্য অনুযায়ী, সিংটি এলাকার ভোটার তালিকায় প্রাক্তন মন্ত্রীর নাম রয়েছে। তবে তিনি সেখানে বসবাস করতেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তিনি স্থানীয় বাসিন্দা না হয়েও কীভাবে ওই এলাকার কৃষি সমবায় থেকে ঋণ পেলেন এবং স্থানীয় ভোটার তালিকায় তাঁর নাম থাকার বিষয়টির সঙ্গে ঋণ গ্রহণের কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। স্নেহাশিস চক্রবর্তী জাঙ্গিপাড়ার ২৭৫ নম্বর বুথের ভোটার বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। কমিশনের ইন্সপেক্টর সুজয় মণ্ডলের বক্তব্য, প্রাথমিক তদন্তে সমবায়ে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির ইঙ্গিত মিলেছে। তাঁর অভিযোগ, প্রাক্তন মন্ত্রীকে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হয়নি এবং প্রভাব খাটিয়ে সমবায় থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে, যে অর্থ বহু কৃষকের কাজে লাগতে পারত, সেই অর্থের বড় অংশ একজন প্রাক্তন মন্ত্রীর ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তদন্তের স্বার্থে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগ্রহ করেছেন আধিকারিকরা। সমবায়ের বর্তমান ম্যানেজার পঙ্কজ মাঝি জানান, পাঁচ বছরের অডিট রিপোর্ট-সহ বেশ কিছু নথি নিয়ে গিয়েছেন তদন্তকারীরা। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে তদন্ত চালানোর পর সমবায় থেকে বেরিয়ে যান কমিশনের সদস্যরা। এরপর আধিকারিকরা প্রাক্তন ম্যানেজার স্বপন পাত্রের বাড়িতে যান। তবে সেখানে গিয়ে বাড়িটি তালাবন্ধ দেখতে পান তাঁরা। তদন্তকারী আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই বেশ কিছু তথ্য তাঁদের হাতে এসেছে। তদন্তের স্বার্থে প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে তলব করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কৃষি সমবায়ের উদ্দেশ্য কৃষকদের আর্থিক সহায়তা করা। সেই প্রতিষ্ঠানের হিসাবেই যদি কোটি-কোটি টাকার গরমিলের অভিযোগ ওঠে, তবে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে সমবায়ের স্বচ্ছতা ও পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ে। নগদে ঋণ দেওয়া, নগদে টাকা পরিশোধ, অকৃষককে বিপুল ঋণ প্রদান এবং ব্যবসায়ীর নামে অস্বাভাবিক পাওনার হিসাব;প্রতিটি বিষয়ই এখন তদন্তের আওতায়। তবে অভিযোগের ভিত্তিতে কাউকে চূড়ান্তভাবে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। তদন্তের ফল, নথিপত্রের যাচাই এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্যের ভিত্তিতেই প্রকৃত ঘটনা সামনে আসবে।

শ্রদ্ধার্ঘ্য পিতৃপুরুষকে

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

দেবীপক্ষের সূচনায় মহালয়ার ভোরে দুর্গাপুর ব্যারেজে দামোদর নদের ঘাটে নামল ভক্তের ঢল। পিতৃপুরুষের উদ্দেশে জলদান ও শ্রদ্ধা নিবেদনে সকাল থেকেই পুণ্যার্থীদের ভিড়ে মুখরিত হয়ে ওঠে ঘাট চত্বর। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি এদিন ব্যারেজ ঘাটে তর্পণ করতে দেখা যায় দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। ভোরের আলো ফুটতেই হাতে তিল ও কুশ নিয়ে দামোদরের জলে দাঁড়িয়ে সনাতন রীতি মেনে তর্পণ প্রক্রিয়া শুরু করেন অগণিত মানুষ। প্রয়াত পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনায় অঞ্জলি দেন তাঁরা। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও ভক্তির মেলবন্ধনে সমগ্র ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায় এক পবিত্র আবহ তৈরি হয়। এদিকে, বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তৎপর ছিল দুর্গাপুর পুলিশ ও প্রশাসন। ব্যারেজ ও দামোদরের বিভিন্ন স্নানঘাটে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। কোনো রকম দুর্ঘটনা বা জলে তলিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রুখতে ঘাটে ঘাটে চলে কড়া নজরদারি ও মাইকিং। প্রশাসনের এই আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে কোনো বিঘ্ন ছাড়াই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তর্পণ পর্ব। সব মিলিয়ে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কড়া সতর্কতার মধ্য দিয়েই মহালয়ার সকালে দুর্গাপুরে শুরু হলো শারদোৎসবের সূচনা।

দামোদরে তর্পণে মানুষের ঢল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

মহালয়ার পুণ্যপ্রভাতে কাশফুলের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আর ধূপের গন্ধে উৎসবমুখর হয়ে উঠল দামোদর নদতীর। দেবীপক্ষের শুভ সূচনায় প্রয়াত পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনায় তর্পণ করতে শনিবার সকাল থেকেই দামোদরের ঘাটে ভিড় জমান বহু মানুষ। পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে জল নিবেদন ও শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে শারদোৎসবের আবহে সামিল হন তাঁরা। মহালয়াকে কেন্দ্র করে দামোদর নদতীরে তর্পণের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা পরিদর্শন করেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তথা বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। পরিদর্শনের পাশাপাশি সেখানে উপস্থিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তর্পণ করতে আসা মানুষের সুবিধা-অসুবিধার কথা শোনেন এবং সামগ্রিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন। এদিন মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র জানান, অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর তর্পণ করতে আসা মানুষের সংখ্যা অনেকটাই বেশি ছিল। তাঁর বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি মানুষের আস্থা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি বিশ্বাস সনাতনী ভাবনা ও ধর্মীয় আস্থাকে আরও দৃঢ় করেছে। তিনি আরও বলেন, ক্ষমা দুর্গার আশীর্বাদে সকলের মঙ্গল হোক, এই কামনা করি। সকলকে আগাম শারদীয়ার অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই।ক্ষ মহালয়ার ভোরে দামোদরের ঘাটে মানুষের এই সমাগম ঘিরে নদীতীরে তৈরি হয় ধর্মীয় আবহ। পিতৃপুরুষদের স্মরণ, তর্পণ এবং দেবীপক্ষের সূচনাকে ঘিরে মানুষের ভিড়ে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে মহালয়ার এই পুণ্যলগ্নে দামোদর নদতীরে ধরা পড়ে বাঙালির চিরাচরিত ধর্মীয় বিশ্বাস ও শারদোৎসবের আবেগ।

মহালয়ার রাতে জমজমাট ফুটবল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
অন্ডাল

শারদোৎসবের আবহে মহালয়া উপলক্ষে ফুটবল-উন্মাদনায় মাতল উখরা। শুক্রবার উখরা গ্রামের কে. বি. হাইস্কুল ময়দানে 'আমরা ক'জন'-এর পরিচালনায় আয়োজিত একদিবসীয় নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের খেতাব ঘরে তুলল স্থানীয় চণ্ডী স্মৃতি সংঘ। হাইভোল্টেজ এই প্রতিযোগিতায় ময়দানে নেমেছিল মোট ১২টি দল। একের পর এক রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ পেরিয়ে টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনালে মুখোমুখি হয় উখরা চণ্ডী স্মৃতি সংঘ ও অভিরূপ একাদশ। শুরু থেকেই আক্রমণ-প্রতিআক্রমণে জমে ওঠে মাঠের লড়াই। তবে শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে দাঁড়াতেই দেয়নি চণ্ডী স্মৃতি সংঘ; আক্রমণভাগের ধার বজায় রেখে ৩-১ ব্যবধানে ফাইনাল জিতে চ্যাম্পিয়ন হয় তারা। ফাইনাল ম্যাচে দুর্দান্ত ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে ম্যাচের সেরা এবং গোটা টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলারের জোড়া খেতাব ছিনিয়ে নেন চণ্ডী স্মৃতি সংঘের তারকা খেলোয়াড় অজয়। মাঠের রোমাঞ্চের পাশাপাশি টুর্নামেন্টের বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা পার্থসারথি। তাঁর উপস্থিতি খেলোয়াড় ও উপস্থিত ফুটবলপ্রেমী দর্শকদের মধ্যে বাড়তি উদ্দীপনা তৈরি করে।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে নদী বাঁধ, তদন্তের নির্দেশ প্রশাসনের

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
সাগর

সাগরের ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে নদী বাঁধ মেরামতের তীব্র অভিযোগ তুললেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নদী ভাঙনপ্রবণ এই দ্বীপে দুর্বল মেরামতের ফলে আবারো বাঁধ ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় চরম উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন গ্রামবাসীরা।

বিষয়টি জানিয়ে ইতিমধ্যেই মহকুমা শাসকের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পরপরই পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন। প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া পূর্ণিমার কটালে ঘোড়ামারার হাটখোলা এলাকায় মুড়িগঙ্গা নদীর জলোচ্ছ্বাসে প্রায় ৩০০ মিটার দীর্ঘ নদী বাঁধ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কটাল চলে যাওয়ার পর সেচ দপ্তরের উদ্যোগে তড়িঘড়ি সেই ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করা হয়। টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করে বর্তমানে সেই পুনর্নির্মাণের কাজ চলছে। কিন্তু কাজ শুরুর পর থেকেই ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত গাফিলতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের মূল অভিযোগ, খরস্রোতা নদীর রূপকে উপেক্ষা করে বাঁধ নির্মাণে অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষ করে বাঁধের পাইলিং ও সুরক্ষার জন্য যে বাঁশ ব্যবহার করা হচ্ছে, তা অত্যন্ত সরু ও দুর্বল। স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, ক্ষএমনিতেই নদী ভাঙনের জেরে ঘোড়ামারা দ্বীপ আয়তনে দিন দিন ছোট হয়ে আসছে। বাঁচতে হলে এখানে শক্ত ও মজবুত নদী বাঁধ প্রয়োজন।

কিন্তু ঠিকাদার সংস্থা বাঁশের গোড়ার অংশের বদলে সরু ও দুর্বল 'আগালি' (বাঁশের ওপরের কচি অংশ) মাটিতে পুঁতে বাঁধ তৈরি করছে। জোয়ারের একটু ধাক্কা পেলেই এই বাঁশ ভেঙে বাঁধ ভেসে যাবে।ক্ষ স্থানীয়দের দাবি, দুর্বল আগালির পরিবর্তে শক্ত কাঠের খুঁটি কিংবা বাঁশের গোড়ার মোটা অংশ নদীর পাড়ে পুঁতে তার পেছনে মাটি ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে বাঁধটি দীর্ঘস্থায়ী হয়। এলাকার মানুষ এ বিষয়ে সরাসরি ঠিকাদার সংস্থার কর্মীদের সাথে কথা বলতে গেলে কাজের কাজ তো কিছুই হয়নি, উল্টে গ্রামবাসীদের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। উপায়ান্তর না দেখে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান।

অভিযোগ স্বীকার করে মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে যে, ঘোড়ামারা দ্বীপের ভৌগোলিক পরিস্থিতি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সেখানকার প্রতিটি নদী বাঁধ নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুরো বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি পরিস্থিতি পরিদর্শন করবে। কাজের গুণমান বজায় রাখা না হলে ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং প্রয়োজন হলে কাজটি নতুন করে করানো হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

হুগলির ঘাটে-ঘাটে তর্পণ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হুগলী

মহালয়া উপলক্ষে হুগলি জেলার বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট, নদীর ঘাট ও পুকুরঘাটে তর্পণ করতে দেখা গেল বহু মানুষকে। উত্তরপাড়ার দোলতলা ঘাট, শ্রীরামপুরের চাতরা ঘাট, শেওড়াফুলির নিমাই তীর্থ ঘাট, বৈদ্যবাটির হাতিশালা ঘাট এবং তারকেশ্বর মন্দিরের দুধ পুকুরে তর্পণের ছবি ধরা পড়ে। জেলার অন্যান্য ঘাটেও মহালয়া উপলক্ষে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে জলদান করেন অনেকে। হিন্দু ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী, মহালয়ার দিন প্রয়াত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ করা হয়। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় জল, তিল ও কুশের মাধ্যমে এই ধর্মীয় আচার পালন করেন অনেকে। মহালয়ার সকালে বিভিন্ন ঘাটে এই রীতি পালনের দৃশ্য দেখা যায়। উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি ও বৈদ্যবাটির বিভিন্ন ঘাটের পাশাপাশি তারকেশ্বরের দুধ পুকুরেও তর্পণকে ঘিরে ধর্মীয় পরিবেশ তৈরি হয়। পরিবারের প্রয়াত সদস্যদের স্মরণ করে জলদান ও প্রার্থনায় অংশ নেন মানুষ। দীর্ঘদিনের এই ধর্মীয় প্রথা পালনের মধ্য দিয়ে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তাঁরা। মহালয়া বাঙালির কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে পিতৃপুরুষদের স্মরণে তর্পণ, অন্যদিকে দেবীপক্ষের সূচনা;এই দুইয়ের মধ্যে দিয়েই দিনটির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব প্রকাশ পায়। হুগলি জেলার বিভিন্ন ঘাটে তর্পণের দৃশ্যেও সেই ঐতিহ্যের প্রতিফলন দেখা যায়। উল্লেখ্য, বিভিন্ন ঘাটে কত মানুষের সমাগম হয়েছে, কোথাও বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কি না এবং প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা ছিল, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া গেলে সংবাদে তা সংযোজন করা যেতে পারে।

ঝুঁকিতে দামোদর নদ পারাপার

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
সোনামুখী

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের দামোদর নদ। এই দামোদর নদের এক প্রান্তে রয়েছে বাঁকুড়া জেলা এবং অপর প্রান্তে রয়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলা। প্রত্যেকদিন কয়েক হাজার সাধারণ মানুষদের নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে এই নদী পারাপার করতে হয়। এই মুহূর্তে সেই মানুষগুলোর আতঙ্কের আরেক নাম এই দামোদর নদ। প্রত্যেক বছর বর্ষাকালে ফুলে ফেঁপে ওঠে দামোদর। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বর্ষার কয়েক মাস দামোদর নদী পারাপারে রীতিমতো চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় দুই জেলার সাধারণ মানুষদের। এই মুহূর্তে দামোদর নদীর কংক্রিটের প্রাচীরে শ্যাওলা জমে পিচ্ছিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যার কারণে পায়ে হেটে সাইকেল নিয়ে এবং বাইক নিয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষদের। বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার মুহূর্তের ভিডিও ক্যামেরাবন্দি হয়েছে। প্রায় এক কিলোমিটার লম্বা দামোদর নদীর এই কংক্রিটের প্রাচীর পেরিয়ে পৌছাতে হয় নৌকা ঘাটে। এরপর নৌকায় করে নদী পারাপার করতে হয় সাধারণ মানুষদের। সব থেকে বেশি সমস্যায় পড়তে হয় বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের বেশ কয়েকটি পঞ্চায়েতের কৃষকদের। কারণ কৃষকদের জমিতে উৎপাদিত সবজি কৃষকরা নদী পেরিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলার সবজি বাজার এবং বিভিন্ন হাটে বিক্রি করেন। ফলে এই মুহূর্তে নদী পেরিয়ে সবজি নিয়ে যেতে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাদেরকে। তাপস সরদার, অসিত সিট নামের সাধারণ মানুষরা বলেন, নদী পারাপার করতে গিয়ে যে কোন মুহূর্তেই বিপদ ঘটতে পারে। রীতিমতো আতঙ্ক নিয়ে আমাদের নদী পারাপার করতে হচ্ছে। সরকারের কাছে আমাদের আবেদন এই নদী পারাপারের জন্য একটি ব্যারেজ তৈরি করা হোক। তাহলে আগামী দিনে তাদের আর কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না।

সারেঙ্গায় আরএসএস-এর পদসঞ্চালন

সকালের শিরোনাম
স্বরূপ সনগিরি
সারেঙ্গা

মহালয়ার পুণ্যলগ্নে শনিবার সারেঙ্গায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো পদসঞ্চালন কর্মসূচি। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এলাকার বাজারে স্বয়ংসেবকদের শৃঙ্খলাবদ্ধ পদযাত্রা ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে কৌতূহল লক্ষ্য করা যায়। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ এই পদসঞ্চালন প্রত্যক্ষ করেন। এদিন সারেঙ্গা ব্লকের সারেঙ্গা মিশন মাঠে কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেখান থেকে স্বয়ংসেবকরা সুসংবদ্ধভাবে পদযাত্রায় অংশ নেন। নির্দিষ্ট পথ ধরে সারিবদ্ধভাবে পায়ে হেঁটে বাজার পরিদর্শন করেন সংঘের স্বয়ংসেবকরা। তাঁদের সুশৃঙ্খল চলাফেরা ও দলবদ্ধ পদযাত্রা পথচলতি মানুষ এবং বাজারে উপস্থিত ক্রেতা-বিক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংঘের পদসঞ্চালন কর্মসূচির অন্যতম তাৎপর্য হলো শৃঙ্খলাবোধ, পারস্পরিক ঐক্য, সংগঠিত জীবনযাপন এবং দেশ ও সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধের বার্তা তুলে ধরা। এই ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে স্বয়ংসেবকদের মধ্যে সাংগঠনিক সংহতি ও সামাজিক দায়িত্ববোধ আরও সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা করা হয়। সব মিলিয়ে, মহালয়ার পুণ্যলগ্নে সারেঙ্গা বাজার এলাকায় পদসঞ্চালন কর্মসূচিকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের মধ্যে আগ্রহ দেখা যায়। শৃঙ্খলা, ঐক্য ও দেশপ্রেমের বার্তা সামনে রেখে আয়োজিত এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেবীপক্ষের সূচনালগ্নে এলাকায় এক বিশেষ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

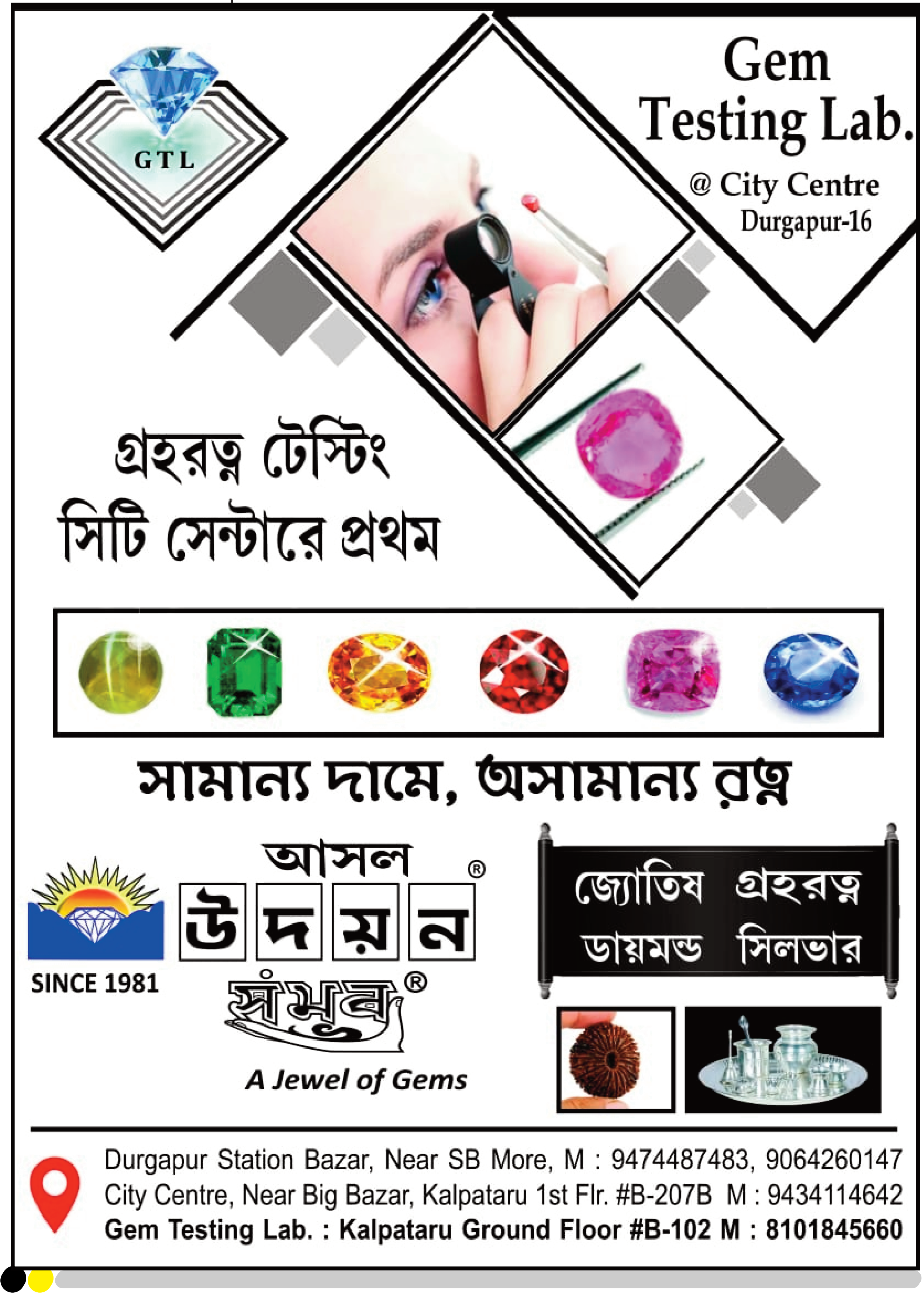
GTL
Gem Testing Lab.
@ City Centre
Durgapur-16
গ্রহরত্ন টেস্টিং
সিটি সেন্টারে প্রথম
সামান্য দামে, অসামান্য রত্ন
আসল
উদয়ন
SINCE 1981
সম্ভব
A Jewel of Gems
জ্যোতিষ গ্রহরত্ন
ডায়মন্ড সিলভার
Durgapur Station Bazar, Near SB More, M : 9474487483, 9064260147
City Centre, Near Big Bazar, Kalpataru 1st Flr. #B-207B M : 9434114642
Gem Testing Lab. : Kalpataru Ground Floor #B-102 M : 8101845660

সাধনায় দেবীদর্শন, সেই থেকেই মায়ের আরাধনা

সকালের শিরোনাম
পাপ্পু সাঁতরা
হুগলি

শিউলির গন্ধে ভোর নামে। কাশফুলের দোল খেলে শরতের বাতাসে। দূর থেকে ভেসে আসে ঢাকের আওয়াজ। আর সেই ঢাকের বাদ্যি যখন হুগলির জনাইয়ের প্রাচীন রাজবাড়ির ঠাকুরদালানে এসে মিশে যায়, তখন মনে হয়;সময় যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। কয়েকশো বছরের পুরনো দেওয়াল, বিবর্ণ স্থাপত্য আর ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকা সেই বাড়ির অন্দরমহল যেন আবার ফিরে পায় তার হারানো দিনের জৌলুস। এ কোনও আধুনিক থিমপুজোর ঝলক নয়। এখানে পুজোর আসল আকর্ষণ ঐতিহ্য, বিশ্বাস আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা এক পারিবারিক উত্তরাধিকার। হুগলির চণ্ডীতলার জনাইয়ের কালীবাবুর বাড়ির দুর্গাপুজো আজও সেই পুরনো ঐতিহ্যেরই ধারক। আনুমানিক আড়াইশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এই বাড়িতে দেবী দুর্গার আরাধনা হয়ে আসছে বলে জানা যায়। স্থানীয় মানুষের কাছে এই পুজো শুধু একটি বনেদি বাড়ির পুজো নয়, বরং জনাইয়ের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। কালীবাবুর বাড়ির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাংলার অস্থির এক সময়ের স্মৃতি। পরিবারের পূর্বপুরুষ কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গেই এই বাড়ি ও পুজোর ইতিহাস জড়িত। কথিত আছে, পলাশীর যুদ্ধের সময়কালের কাছাকাছি সময়ে পরিবারের উত্থান ঘটে। কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ভাগলপুরের দেওয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি জনাইয়ে এসে বসবাস শুরু করেন। জনশ্রুতি রয়েছে, জনাইয়ে এসে তিনি যে জায়গায় বসতি গড়েছিলেন, তার সঙ্গে শ্মশানভূমির স্মৃতিও জড়িয়ে ছিল। সেই জায়গাতেই ধীরে-ধীরে গড়ে ওঠে বিশাল প্রাসাদোপম বাড়ি। সময়ের সঙ্গে সেই বাড়ি হয়ে ওঠে এলাকার অন্যতম পরিচিত বনেদি পরিবার। তবে কালীবাবুর বাড়ির সবচেয়ে আকর্ষণীয় অধ্যায়টি শুরু হয় দেবী আরাধনাকে ঘিরে। পরিবারের প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী, কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও সাধনামগ্ন মানুষ। জনাইয়ে এসে তিনি গভীর সাধনায় মগ্ন হন। সেই সাধনার মধ্যেই নাকি দেবী দুর্গার দর্শন পান তিনি। দেবীর সেই আশীর্বাদ ও নির্দেশকে সামনে রেখেই শুরু হয় দুর্গাপুজো। সেই শুরু। তারপর কেটে গিয়েছে একের পর এক প্রজন্ম। পাল্টেছে সময়, পাল্টেছে সমাজ, পাল্টেছে মানুষের জীবনযাত্রা। কিন্তু দেবীর আরাধনার সেই ধারায় ছেদ পড়েনি। আজও পুজোর দিনগুলিতে পুরনো বাড়ির ঠাকুরদালান যেন সেই স্মৃতিরই পুনর্জন্ম ঘটায়। আজকের দিনে দুর্গাপুজো মানেই আলো, থিম, বিশাল বাজেট আর প্রতিযোগিতা। কিন্তু কালীবাবুর বাড়ির পুজোর সৌন্দর্য ঠিক তার উল্টো জায়গায়। এখানে নেই চাকচিক্যের প্রতিযোগিতা। নেই থিমের বাহুল্য। বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা রীতি-নীতি, সাবেকি প্রতিমা, ঠাকুরদালানের পরিবেশ এবং পারিবারিক আচারই এই পুজোর প্রধান সম্পদ। পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী এই পুজোয় বৈষ্ণব রীতির প্রভাব রয়েছে। দেবীর ভোগেও তার ছাপ স্পষ্ট। আমিষ ভোগের পরিবর্তে নিরামিষ ভোগের রীতিই এখানে প্রধান। পুজোর প্রতিটি আচার পালন করা হয় নিষ্ঠার সঙ্গে। একচালার প্রতিমা, পুরনো ঠাকুরদালান এবং বাড়ির ঐতিহাসিক পরিবেশ;সব মিলিয়ে পুজোর কয়েকটা দিন যেন অন্য এক আবহ তৈরি হয়। শুধু দুর্গাপুজো নয়, কালীবাবুর বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা ঐতিহাসিক স্মৃতি। পরিবারের দাবি, এই বাড়িতে একসময় বাংলার বহু বিশিষ্ট মানুষের আনাগোনা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মনীষীর আগমন ঘটেছিল বলেও পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়। পুরনো বাড়ির স্থাপত্যও আজও মানুষের কৌতূহল জাগায়। সময়ের আঘাতে প্রাসাদের বহু অংশ ক্ষয়ে গিয়েছে। কোথাও দেওয়ালে বয়সের ছাপ, কোথাও ভেঙে পড়েছে পুরনো কারুকাজ। তবু সেই জীর্ণতার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে এক সময়ের ঐশ্বর্যের গল্প। এমনকি বাংলা সিনেমার শুটিংয়ের ক্ষেত্রেও এই বাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানা যায়। ফলে কালীবাবুর বাড়ি শুধু একটি পরিবারের বাসস্থান নয়, বরং স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। বনেদি বাড়ির পুজোর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল;সময় যত এগোয়, পুজো ততই পরিবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের হয়ে ওঠে। জনাইয়ের মানুষও এই পুজোর সঙ্গে আবেগে জড়িয়ে পড়েছেন। পুজোর ক'টা দিন বাড়ির সামনে, ঠাকুরদালানে, আশপাশের রাস্তায় তৈরি হয় অন্যরকম পরিবেশ। কারও কাছে এটি দেবী দর্শনের জায়গা, কারও কাছে শৈশবের স্মৃতি, আবার কারও কাছে পূর্বপুরুষের গল্প শোনার এক জীবন্ত ঠিকানা। এক প্রজন্মের মানুষ আর এক প্রজন্মকে দেখিয়ে দেন; ক্ষ্মএই যে বাড়ি, এই যে ঠাকুরদালান, এখানেই আমাদের মা দুর্গার পুজো হয়ে আসছে কত বছর ধরে !ক্ষ্ম এইভাবেই ইতিহাস বেঁচে থাকে। বইয়ের পাতায় নয়, মানুষের স্মৃতিতে। আজ রাজবাড়ির সেই জৌলুস নেই। নেই আগের মতো বিপুল ঐশ্বর্য। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই হারিয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস হারায়নি; দেবীর প্রতি বিশ্বাস। শরতের আকাশে যখন সাদা মেঘ ভেসে যায়, উঠোনে যখন শিউলি ঝরে, তখন কালীবাবুর বাড়ির ঠাকুরদালানে শুরু হয় প্রস্তুতি। পুরনো দরজা-জানলা, বয়সের ভারে নুয়ে পড়া দেওয়াল আর ইতিহাসের গন্ধ মিশে যায় ধূপ-ধুনোর সুবাসে। ঢাক বাজে। শঙ্খধ্বনি ওঠে। উলুধ্বনিতে মুখরিত হয় বাড়ির অন্দরমহল। আর তখনই বোঝা যায়;বাড়ি পুরনো হয়েছে, সময় বদলেছে, মানুষ বদলেছে, কিন্তু পুজো বদলায়নি। আড়াইশো বছরেরও বেশি সময় আগে যে বিশ্বাসের বীজ বপন করেছিলেন কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আজও সেই বিশ্বাসের আলো জ্বলছে। প্রজন্মের হাত বদলে মায়ের আরাধনা পৌঁছে যাচ্ছে নতুন প্রজন্মের কাছে। তাই জনাইয়ের কালীবাবুর বাড়ির দুর্গাপুজো আসলে শুধু দেবী আরাধনা নয়;এ এক জীবন্ত ইতিহাস। সময়ের কাছে যার শরীর ক্ষয়ে যায়, কিন্তু স্মৃতি ও বিশ্বাসের কাছে যার কোনও মৃত্যু নেই। শরৎ এলেই তাই পুরনো রাজবাড়ির ঠাকুরদালানে আবার আলো জ্বলে। আর সেই আলোর মধ্যে যেন দেখা যায়; কয়েকশো বছর আগের সেই সাধক কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যিনি বিশ্বাস করেছিলেন দেবীর অস্তিত্বে। সেই বিশ্বাসই আজও জনাইয়ের মাটিতে, মানুষের মনে এবং কালীবাবুর বাড়ির দুর্গাপুজোয় বেঁচে রয়েছে।

অনিমা দেবীর হাতের ছোঁয়ায় মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হয়ে ওঠেন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নওদা, মুর্শিদাবাদ

কথায় বলে যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে। বাংলার এই প্রবাদ প্রবচনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মুর্শিদাবাদের নওদার আমতলার মহিলা প্রতিমা শিল্পী অনিমা মার্জিত। স্বামী অসুস্থ। বেশ কয়েক বছর ধরে শয্যাশায়ী। কোনোপ্রকার কাজ করতে পারেন না। কাজেই সংসারের কাজ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন অনিমা দেবী। ছেলে বিয়োগের শোক বুকে চেপে রেখে এবং সংসার সামলে রাতের অন্ধকারে আপন মনে গড়েন প্রতিমা। অনিমা দেবীর নিপুন হাতের ছোয়ায় মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হয়ে ওঠেন। তবে গত কয়েক বছর ধরে মেয়ে প্রতিমা গড়ার কাজে অনিমা মার্জিত সাহায্য করছে। তার হাতে তৈরি উমা নওদার গন্ডি ছাড়িয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মন্ডপে শোভা পায়। চলতি বছরে তিনি বড় আকারের ৯টি প্রতিমা গড়ছেন। সারাদিনের সংসারের কাজকর্ম এবং স্বামীর দেখভালের অবসরে প্রতিমা গড়ার কাজ করেন। তবে বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে তিনি আপন মনে প্রতিমা গড়ার কাজ করেন। অনিমা দেবীর বাবা প্রতিমা শিল্পী ছিলেন। বাবার কাছেই প্রতিমা তৈরির হাতেখড়ি। বাবার তত্ত্বাবধানে একজন দক্ষ প্রতিমা শিল্পীত হন অনিমা মার্জিত। অনিমা দেবী বলেন, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির লোকজনের প্রতিমা তৈরির কাজে আপত্তি ছিল। নিষেধ সত্ত্বেও গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের নজর এড়িয়ে বিভিন্ন ঠাকুরের মূর্তি গড়তাম।

বাবার স্মৃতিকে আমার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই বাঁধা সত্ত্বেও প্রতিমা গড়ার কাজ থেকে সরে আসিনি। এখন মানুষ যখন আমার কাজের প্রশংসা করেন তখন খুব ভালো লাগে। তাছাড়া প্রতিমা তৈরির কাজ সংসারের চাকাকে সচল রেখেছে।

দুঃস্থদের বস্ত্র দিল অন্নপূর্ণা পূজা ঘর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেমারি

মানুষের সেবাই আমাদের মূল লক্ষ্য'; এই বার্তাকে সামনে রেখে মহালয়ার পুণ্যলগ্নে শনিবার দুপুরে বস্ত্র বিতরণ ও অন্নদানের আয়োজন করল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অন্নপূর্ণা পূজা ঘর সেবা প্রদান কেন্দ্র। পূর্ব বর্ধমানের মেমারি-২ ব্লকের সাতগেছিয়ার বেগুনিয়ায় একটি অনুষ্ঠান ভবনে এই মানবিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন সংস্থার উদ্যোগে এলাকার ৭৪ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁদের দুপুরের আহারেরও ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ফিতে কেটে ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে। এরপর সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থিত অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়। মহালয়ার পবিত্র দিনে দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই উদ্যোগে অনুষ্ঠানে এক আন্তরিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়।এদিনের আহারের তালিকায় ছিল নিরামিষ পোলাও, আলুর দম ও রসগোল্লা। প্রত্যেক উপভোক্তার হাতে খাবারের প্যাকেটও তুলে দেওয়া হয়। সংস্থার কচিকাঁচারাও এই কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে বয়স্ক মানুষদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। ছোটদের এই মানবিক উদ্যোগ উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে। সমগ্র কর্মসূচির নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন কেশব সাহা। উৎসবের আনন্দকে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া এবং তাঁদের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। সংস্থার পক্ষ থেকে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই বার্তার মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিকতার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়। ‘সেবা হোক মানুষের জন্য, ভালোবাসা হোক সবার জন্য';এই ভাবনাকে সামনে রেখে আয়োজিত কর্মসূচিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। তাঁদের মতে, উৎসবের মরশুমে এই ধরনের উদ্যোগ সমাজে সহমর্মিতা, ভালোবাসা ও পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে।

মৃত্যু শ্রমিকের, অসহায় স্ত্রী-সন্তান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাটোয়া

ভিনরাজ্যে রোজগার করতে গিয়ে প্রাণ হারালেন পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের চান্ডুলী গ্রামের বাসিন্দা সুজাউদ্দিন সেখ(৩৮)। নির্মাণকাজ চলাকালীন মাথার উপর স্ল্যাব ভেঙে পড়ায় তাঁর মৃত্যু হয় বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। পরিবারের বড় ছেলের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা গ্রামে। স্বামীকে হারিয়ে দিশেহারা স্ত্রী, অন্যদিকে বাবাকে হারিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে তাঁর দুই সন্তান। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সংসারের হাল ধরতে এবং স্ত্রী-সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দিতে ভিনরাজ্যে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন সুজাউদ্দিন। পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন দেখে ছিলেন তিনি। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সেই স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল। পরিবারের অন্যতম উপার্জনক্ষম মানুষটিকে হারিয়ে এখন কীভাবে সংসার চলবে, তা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় সুজাউদ্দিনের মৃতদেহ চান্ডুলী গ্রামের বাড়িতে ফেরার কথা। এরপর তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে। এই ঘটনায় শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানাতে এগিয়ে আসছেন আত্মীয়স্বজন ও এলাকাবাসী। এদিকে, অসহায় পরিবারটির পাশে দাঁড়াতে সরকার ও প্রশাসনের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন পরিবারের সদস্য ও এলাকাবাসী। বিশেষ করে দুই সন্তানের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা করার দাবি উঠেছে। এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে ফের সামনে এল ভিনরাজ্যে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং তাঁদের পরিবারের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার প্রশ্ন। এখন সরকারি সহায়তার আশাতেই দিন গুনছে শোকস্তব্ধ পরিবারটি।

ছেলের আঘাতে মৃত্যু বাবার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সাগর

দীর্ঘদিনের পারিবারিক অশান্তি এবং মদ্যপ স্বামীর লাগাতার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিক পরিণতি দেখল এক পরিবার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর থানার মহেন্দ্রগঞ্জ গ্রামে মদ্যপ বাবার হাত থেকে মাকে রক্ষা করতে গিয়ে ছেলের কাঠের টুকরোর আঘাতে মৃত্যু হয়েছে ৫৩ বছর বয়সি এক ব্যক্তির। এই ঘটনায় পুলিশ মৃতের স্ত্রী ও বড় ছেলেকে গ্রেফতার করেছে। এই আকস্মিক ও নৃশংস ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য এবং শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, মৃত ব্যক্তির নাম মিলন মাইতি (৫৩)। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অতিরিক্ত মদ্যপান করতেন এবং বাড়ি ফিরে প্রায় নিয়মিত স্ত্রীর উপর অকথ্য অত্যাচার চালাতেন। পরিবারের মধ্যে এই নিয়ে নিত্যদিনের অশান্তি লেগেই থাকত বলে জানান প্রতিবেশীরা।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দুপুরে ফের সেই পারিবারিক অশান্তির চরম পুনরাবৃত্তি ঘটে। ওই দিন দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ মিলন মাইতি মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে স্ত্রীর উপর চড়াও হন এবং মারধর শুরু করেন। চোখের সামনে মায়ের উপর এই নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন বড় ছেলে। সেই মুহূর্তে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। অভিযোগ ওঠে, উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ঘরের একটি কাঠের টুকরো দিয়ে বাবার মাথা ও শরীরের বিভিন্ন সংবেদনশীল অংশে সজোরে আঘাত করেন ছেলে। ঘটনার আকস্মিকতায় গুরুতর জখম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মিলনবাবু। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি এগিয়ে এসে জখম মিলন মাইতিকে উদ্ধার করেন এবং চিকিৎসার জন্য সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ সাগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এই ঘটনার জেরে প্রতিবেশী রণজিৎ মাইতি সাগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করে এবং মৃতের স্ত্রী ও বড় ছেলেকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটি কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। শনিবার ধৃত মা ও ছেলেকে কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ তাদের পাঁচ দিনের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। দীর্ঘদিনের পারিবারিক অশান্তির জেরেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে সাগর থানার পুলিশ। ঠিক কী পরিস্থিতিতে ওই মারধরের ঘটনা ঘটেছিল এবং মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও লুকানো কারণ রয়েছে কি না, তা সম্পূর্ণভাবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং পুলিশের বিস্তারিত তদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আধুনিকতার ভিড়েও অমলিন মহিষাসুরমর্দিনী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেমারি

দেবীপক্ষের সূচনা মানেই বাঙালির মনে এক অন্যরকম আবেগ। মহালয়ার ভোরে আকাশবাণী কলকাতা থেকে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ শোনার মধ্য দিয়েই যেন ঘুম ভাঙে বাঙালির। সময়ের সঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়ায় বদলে গিয়েছে মানুষের জীবনযাত্রা। হাতে হাতে মুঠোফোন, ঘরে ঘরে টেলিভিশন। সেই সঙ্গে ক্রমশ কমেছে রেডিওর ব্যবহার। তবুও বাঙালির আবেগ, ঐতিহ্য ও শারদোৎসবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা ‘মহিষাসুরমর্দিনী’র আবেদন আজও অমলিন।সেই চিরাচরিত ঐতিহ্যকে নতুন করে ফিরিয়ে আনতে মহালয়ার ভোরে বিশেষ উদ্যোগ নিলেন মেমারির বিধায়ক মানব গুহ। তাঁর উদ্যোগে শনিবার দেবীপক্ষের সূচনা লগ্নে শহর মেমারির বিভিন্ন জায়গায় ঐতিহ্যবাহী ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ শোনানোর ব্যবস্থা করা হয়। ভোররাতে আকাশবাণী কলকাতায় মহিষাসুরমর্দিনী সম্প্রচার শুরু হতেই মেমারির চকদিঘি মোড় ও বামুনপাড়া মোড়ে মাইকের মাধ্যমে একই সঙ্গে বেজে ওঠে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সেই কালজয়ী কণ্ঠস্বর। পাশাপাশি আতসবাজি পুড়িয়ে দেবীপক্ষকে স্বাগত জানানো হয়। মহালয়ার ভোরে পরিচিত সেই স্তোত্রপাঠ ও সুরের আবহে এক অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হয় শহরজুড়ে। ছোট থেকে বড়, সব বয়সের মানুষ ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়েন মহিষাসুরমর্দিনী শোনার জন্য। কারও কাছে এই মুহূর্ত শৈশবের স্মৃতি, কারও কাছে পুজোর আগমনী বার্তা। আর নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলার চিরন্তন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এক বিশেষ উপলক্ষ। আধুনিক প্রযুক্তির দাপটে রেডিওর ব্যবহার কমে গেলেও মহিষাসুরমর্দিনীকে ঘিরে বাঙালির আবেগ যে এতটুকু ফিকে হয়নি, মেমারির এই উদ্যোগ যেন তারই প্রমাণ। শারদোৎসবের প্রাক্কালে মহালয়ার ভোরে ঐতিহ্য, আবেগ ও উৎসবের মেলবন্ধনে অন্য মাত্রা পেল শহর মেমারি। দেবীপক্ষের সূচনায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে সেই চিরপরিচিত আহ্বানেই যেন পুজোর দিন গোনার শুরু হল শহরবাসীর।

শব্দবাজির দাপট রুখতে কড়া পুলিশ

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
অন্ডাল

উৎসবের আবহে শব্দদূষণের দৌরাত্ম্য ঠেকাতে ময়দানে নামল পুলিশ। শুক্রবার রাতে অন্ডাল থানার বিশেষ উদ্যোগে উখড়া বাজার, বাঁকোলা রোড ও খান্দরা সহ সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় একযোগে চলে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিরোধী অভিযান। একাধিক দোকানে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বাজি আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রশাসনের নজর এড়িয়ে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী গোপনে দোকানে দোকানে নিষিদ্ধ বাজি মজুত করে বিক্রি করছিল। গোপন সূত্রে এই তথ্য পৌঁছতেই দ্রুত অভিযানে নামে পুলিশ বাহিনী। শুক্রবার রাতের এই বিশেষ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন অন্ডাল থানার আধিকারিক প্রীতম পাল এবং উখড়া পুলিশ ফাঁড়ির আইসি তন্ময় দে। উৎসবের দিনগুলিতে সাধারণ মানুষের স্বস্তি বজায় রাখতে ও শব্দদূষণ রুখতে পুলিশি তৎপরতা আরও বাড়ানো হবে বলে জানানো হয়েছে। অন্ডাল থানার এক আধিকারিক স্পষ্ট বার্তা দিয়ে জানান, বেআইনি বাজির বিক্রি ও ব্যবহার রুখতে এই ধরনের ঝটিকা তল্লাশি আগামী দিনগুলিতেও লাগাতার জারি থাকবে।

ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে মুক্তি, শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করলেন বিধায়ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সুতি/সামশেরগঞ্জ

ছত্তিশগড়ের ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরতেই শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন সামসেরগঞ্জের বিধায়ক নুর আলম। শনিবার সকালে সামসেরগঞ্জের ধানঘড়া গ্রামে গিয়ে শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। দীর্ঘদিনের উৎকণ্ঠা কাটিয়ে পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ফেরায় তাঁদের খোঁজখবর নেন বিধায়ক। উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন আগে বাংলাদেশি সন্দেহে মুর্শিদাবাদের সুতি ও সামসেরগঞ্জ এলাকার ২৩ জন শ্রমিককে ছত্তিশগড়ে গ্রেফতার করা হয়। পরে ১৯ জন শ্রমিককে মুক্তি দেওয়া হলেও ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম ‘আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন’ বা বিচারাধীন তালিকায় থাকায় চারজন শ্রমিককে আটক রাখা হয়। এই ঘটনায় শ্রমিকদের পরিবারগুলির মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। প্রিয়জনদের বাড়ি ফেরানোর দাবিতে পরিবারের সদস্যরা প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে সামসেরগঞ্জের বিধায়ক নুর আলম, সাংসদ খলিলুর রহমান এবং সাংসদ সামিরুল ইসলাম উদ্যোগ নেন। আটক শ্রমিকদের মুক্তির দাবিতে বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শ্রমিকরা। আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে আটক চার শ্রমিকের মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁরা বাড়ি ফেরেন। শ্রমিকরা বাড়ি ফেরার পর শনিবার সকালেই ধানঘড়া গ্রামে পৌঁছে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন বিধায়ক নুর আলম। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পুরো পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন তিনি। দীর্ঘদিন পর পরিবারের সদস্যদের ফিরে পাওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলিতে। আগামীদিনে সার্বিক ভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দেন বিধায়ক নুর আলম। এদিন বিধায়কের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নিমতিতা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের প্রতিনিধি শাহ নওয়াজ খাঁন চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

একই স্থানে বারবার দুর্ঘটনায় ক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মাইথন

মাইথন ড্যাম ও লেফট ব্যাংকের মধ্যবর্তী এলাকায় শুক্রবার দুটি চারচাকার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে এক শিশুসহ মোট পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে দুটি গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার জেরে মূল সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং ব্যাহত হয় যান চলাচল। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কল্যাণেশ্বরী ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশের তৎপরতায় আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। পরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলী থানা এলাকা থেকে কয়েকজন একটি ইয়ন গাড়িতে চেপে মাইথন ড্যাম বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁরা ড্যাম থেকে কল্যাণেশ্বরীর দিকে যাচ্ছিলেন। অন্যদিকে, আসানসোলের নিঘা এলাকা থেকে একটি অল্টো গাড়িতে কয়েকজন যুবক মাইথন ড্যামের দিকে যাচ্ছিলেন। লেফট ব্যাংক অতিক্রম করে একটি বিপজ্জনক অন্ধ বাঁকে পৌঁছতেই গাড়ি দুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

SUKANYA CLASSES
Develop a passion for LEARNING. If you do, you will never cease to GROW
Class 1-12
CBSE/ICSE
ALL SUBJECTS
8637583173
Keshob Kunj Apartment
Fuljhore, Durgapur - 06
Jalkhabar Goli
Benachity, Durgapur - 13
Punjabi More
Raniganj - 58

গঙ্গাসাগরে লাখো পুণ্যার্থীর তর্পণ

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
গঙ্গাসাগর

পিতৃপক্ষের অবসান ঘটিয়ে দেবীপক্ষের শুভ সূচনায় মহালয়ার ভোরে গঙ্গাসাগরে উপচে পড়ল অগণিত পুণ্যার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত জনজোয়ার। শনিবার ভোরের আলো ফোটার অনেক আগেই চিরাচরিত নিয়ম ও আচার মেনে সাগরসঙ্গমে শুরু হয় পুণ্যস্নান ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ। মন্ত্রোচ্চারণ, ধূপ-ধুনোর সুবাস, শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনিতে সমগ্র সাগরতট এক আনন্দমুখর ও পবিত্র পরিবেশে ভরে ওঠে। স্নান ও তর্পণ শেষে পুণ্যার্থীরা পূজার ডালা হাতে কপিলমুনি আশ্রমে গিয়ে পুজো নিবেদন করেন। মহালয়ার এই পুণ্যলগ্নে সাগরদ্বীপে কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটেছে। বিপুল এই ভিড় সামলাতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিশ্ছিদ্র ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছিল। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন ছিল পর্যাপ্ত পুলিশ কর্মী ও সিভিল ডিফেন্সের উদ্ধারকারী দল। দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে অতিরিক্ত ভেসেল ও লঞ্চ চালুর পাশাপাশি অস্থায়ী শৌচালয়, পোশাক পরিবর্তনের ঘর এবং পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হারিয়ে যাওয়া স্বজনদের খুঁজে দিতে চলেছে ক্রমাগত মাইকিং। এদিন ভোরে অন্যান্য পুণ্যার্থীদের সঙ্গে সাগরে পুণ্যস্নান ও তর্পণ সম্পন্ন করেন স্থানীয় বিধায়ক সুমন্ত মন্ডল। স্নান ও তর্পণ শেষে কপিলমুনি আশ্রমে গিয়ে পুজো দেন তিনি। বিধায়ক সুমন্ত মন্ডল জানান, ইতিমধ্যেই গঙ্গাসাগরে কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটেছে। এই শুভক্ষণে তিনি সমস্ত রাজ্যবাসীকে দুর্গাপূজার অগ্রিম শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। পাশাপাশি, বিপুল জনসমাগমকে কেন্দ্র করে গঙ্গাসাগরের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাও নিজে উপস্থিত থেকে তদারকি করেন তিনি। পুণ্যার্থীদের যাতে কোনো প্রকার সমস্যা না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। নদীয়া থেকে আগত পুণ্যার্থী সোনালী মন্ডল তাঁর অনুভূতির কথা জানিয়ে বলেন, ক্ষ্মবহুদিনের ইচ্ছে ছিল মহালয়ার ভোরে সাগরসঙ্গমে এসে তর্পণ করার।

আজ সেই সুযোগ পেয়ে মনটা ভক্তিতে ভরে গেছে। প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় আমরা অত্যন্ত খুশি। অন্যদিকে, বারাসাত থেকে আগত পুণ্যার্থী রাজশ্রী নস্কর জানান, ভোরবেলায় তর্পণ ও কপিলমুনি আশ্রমে পুজো দিয়ে এক অন্যরকম শান্তি অনুভব করছি। এত মানুষের সমাগম সত্ত্বেও আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত ভালো থাকায় আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি।ক্ষ্ম সব মিলিয়ে, পুণ্যার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং প্রশাসনের কঠোর নজরদারিতে শান্তিপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে সম্পন্ন হলো মহালয়ার গঙ্গাসাগর স্নান।

আমার গ্রাম আমার শাখা, লক্ষ্য আরএসএস-এর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতবর্ষ উপলক্ষে ঝাড়গ্রাম জেলায় ১০০টি শাখা বিস্তারের উদ্যোগের অংশ হিসেবে ষষ্ঠ পর্যায়ের ‘আমার গ্রাম আমার শাখা’ কর্মসূচির নগর সমারোহ কার্যক্রম শনিবার সকালে ঝাড়গ্রামের হিন্দু মিশন মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৬টা ৩০ মিনিট থেকে ৮টা পর্যন্ত আয়োজিত এই কার্যক্রমে তরুণ, বালক ও শিশু স্বয়ংসেবকরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।

আয়োজকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই সমারহে মোট ১৪০ জন স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তরুণ স্বয়ংসেবক, বালক স্বয়ংসেবক ও শিশু স্বয়ংসেবকরা সম্মিলিতভাবে শারীরিক অনুশীলন, আসন, একক গীত, প্রার্থনা এবং বৌদ্ধিক কার্যক্রমে অংশ নেন। এই সমারোহে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ঝাড়গ্রাম জেলার জেলা কার্যবাহ সুমন সিনহা। কার্যক্রমের মুখ্যশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন রতন পোদ্দার।

জেলা প্রচারক তন্ময় ভূঁই শারীরিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং পল্লব দা আসন পরিচালনা করেন। একক গীত পরিবেশন করেন নগর কার্যবাহ সুব্রত মিশ্র, অমৃত বচন পাঠ করেন মৃণাল কান্তি খিলাড়ি, সুভাষিত ও প্রার্থনা করেন সমীর নায়েক।

সমারোহে বৌদ্ধিক বক্তব্য রাখেন ড. কেশব চন্দ্র গোপ, সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক, ক্রীড়াভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ-সম্পাদক এবং অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের ঝাড়গ্রাম জেলার সম্পাদক।

বৌদ্ধিক বক্তব্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতবর্ষের তাৎপর্য, শাখার মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব গঠন, শৃঙ্খলা, সামাজিক ঐক্য এবং সমাজের প্রতি স্বয়ংসেবকদের দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। ‘আমার গ্রাম আমার শাখা’ কর্মসূচির মাধ্যমে

স্থানীয় সমাজের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলা, যুবসমাজকে সংগঠিত করা এবং সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ঝাড়গ্রাম জেলায় ১০০টি শাখা বিস্তারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই ধরনের কার্যক্রম সংগঠনের সাংগঠনিক প্রসার ও নিয়মিত শাখার গুরুত্বকে তুলে ধরে। মহালয়ার পবিত্র আবহে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্বয়ংসেবকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কর্মসূচিকে বিশেষ তাৎপর্য প্রদান করে। সুশৃঙ্খল ও উৎসাহপূর্ণ পরিবেশে সকাল ৮টায় এই নগর সমারক কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে।

মহালয়ার ভোরে ভস্মীভূত বাড়ি ও চারটি দোকান

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

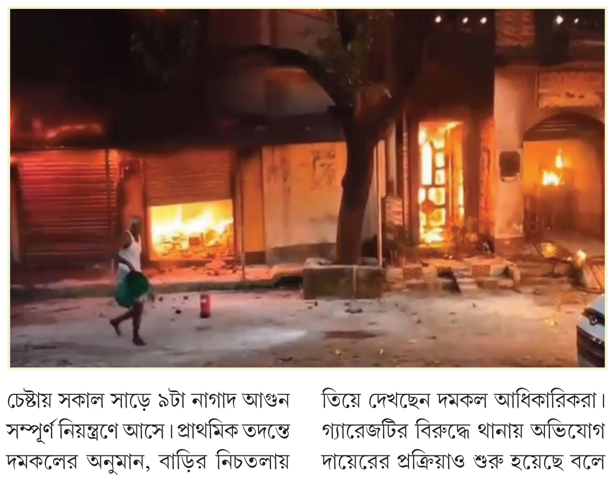

মহালয়ার ভোরে রবারের গ্যারেজে মজুত টায়ার, টিউব ও দাহ্য সামগ্রী থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো হাওড়ায়। চ্যাটার্জিহাটের নতুন রাস্তা এলাকায় একটি তিনতলা বাড়ি ও সংলগ্ন চারটি দোকান অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। শনিবার ভোর ৫টা ১৫ মিনিট নাগাদ মহেন্দ্র ভট্টাচার্য লেনে সিটি লাইফ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিপরীতে এই ঘটনা ঘটে। আগুনের তীব্রতায় গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বাড়ির পাঁচ সদস্যকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও শেখ নাজির হোসেন (৫১) নামে এক প্রৌঢ় গুরুতর জখম হন। প্রথমে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও পরে হাওড়া জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। খবর পেয়ে দমকলের চারটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় উদ্ধারকাজ শুরু হয়। প্রায় চার ঘণ্টার চেষ্টায় সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিক তদন্তে দমকলের অনুমান, বাড়ির নিচতলায় থাকা একটি রবারের গ্যারেজ থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে। ওই গ্যারেজে প্রচুর পরিমাণে টায়ার, টিউব, রবারের সামগ্রী ও রাসায়নিক মজুত ছিল বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, সেখানে অগ্নিনির্বাপণের উপযুক্ত ব্যবস্থাও ছিলনা। দাহ্য সামগ্রীর উপস্থিতির কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলে মনে করা হচ্ছে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখছেন দমকল আধিকারিকরা। গ্যারেজটির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়েরের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে দমকল সূত্রে খবর। স্থানীয়দের দাবি, ভোরে আচমকাই বাড়িটিতে আগুন জ্বলতে দেখা যায়।

মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় বাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। শেষপর্যন্ত সকলকে উদ্ধার করা গেলেও আগুনে বাড়ি ও চারটি দোকানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে দমকল।

হাওড়ার গঙ্গার ঘাটে আবেগের দুই ছবি

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

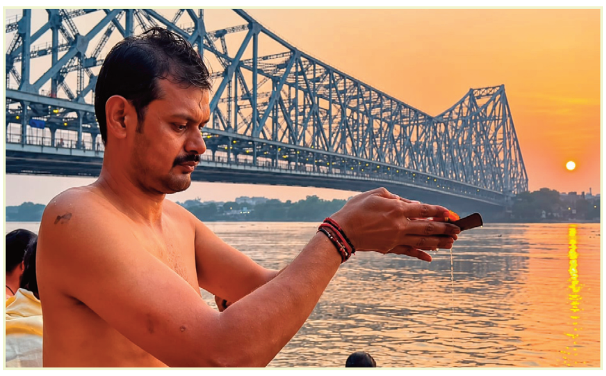

কারও চোখে পূর্বপুরুষকে হারানোর বেদনা, কারও মনে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় জলদানের তৃপ্তি। তারই মাঝে উমার আগমনের আনন্দে শুরু হয়েছে দেবীপক্ষের প্রতীক্ষা। পিতৃপক্ষের অবসানে মহালয়ার সকালে হাওড়ার গঙ্গার ঘাটে ধরা পড়ল স্মৃতি, আবেগ ও উৎসবের এক মেলবন্ধন। শনিবার ভোর থেকেই হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাট, তেলকল ঘাট, শিবপুর ঘাট, বাঁধাঘাট-সহ শহরের বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে তর্পণ করতে ভিড় জমান অসংখ্য মানুষ। গঙ্গার জলে জল নিবেদন করে প্রয়াত বাবা-মা-সহ পূর্বপুরুষদের স্মরণ করেন তাঁরা। কারও কাছে এই আচার পরলোকগত স্বজনদের শান্তি কামনার রীতি, আবার কারও কাছে হারানো মানুষগুলির সঙ্গে মনের যোগটুকু ধরে রাখার এক মাধ্যম। তর্পণ করতে এসে চন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, পূর্বপুরুষরা যেখানেই থাকুন, তাঁদের উদ্দেশ্যে জল নিবেদন করলে তাঁরা শান্তি পাবেন;এই বিশ্বাস থেকেই তিনি তর্পণ করেন। তাঁর কথায়, পূর্বপুরুষদের স্মরণ করা দুঃখের নয়, বরং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি দুর্গাপুজোর আগমনী বার্তাকে ঘিরে আনন্দেরও উপলক্ষ্য মহালয়া। অন্যদিকে, প্রবীণা সুনীতা অধিকারীর কথায় উঠে আসে হারানোর বেদনা। তর্পণ শেষে তিনি জানান, বাবা, মা, ভাই;এক এক করে সকলেই চলে গিয়েছেন। এখন তাঁদের রেখে যাওয়া স্মৃতিই সম্বল। জলদান করে মনে কিছুটা শান্তি পেলেও বয়সের ভারে উৎসবের আনন্দ আর আগের মতো অনুভব করতে পারেন না তিনি। পুণ্যার্থীদের কথায় যেন মহালয়ার দুই ভিন্ন অনুভূতি ধরা পড়ে;

একদিকে পূর্বপুরুষের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা, অন্যদিকে দেবী উমার আগমনকে ঘিরে নতুন করে আনন্দের অপেক্ষা। এদিকে, মহালয়াকে কেন্দ্র করে হাওড়ার ঘাটগুলিতেও এদিন নিরাপত্তা জোরদার করে হাওড়া সিটি পুলিশ। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিভিন্ন ঘাটে সিসি ক্যামেরার পাশাপাশি বোট ও লঞ্চের মাধ্যমে গঙ্গায় নজরদারি চালানো হয়। স্পিডবোট নিয়ে টহল দেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরাও।

ভোর থেকেই বিভিন্ন ঘাটে গিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন পুলিশ আধিকারিকেরা।

পুণ্যার্থীদের ভিড় সামাল দেওয়া এবং নির্বিঘ্নে তর্পণ সম্পন্ন করতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সব মিলিয়ে মহালয়ার সকালে হাওড়ার গঙ্গার ঘাটে একদিকে যেমন পালিত হল দীর্ঘদিনের ধর্মীয় ঐতিহ্য, তেমনই পূর্বপুরুষের স্মৃতি আর দেবীপক্ষের আগমনকে ঘিরে ধরা পড়ল মানুষের জীবনের দুই চিরন্তন অনুভূতি; বিচ্ছেদের বেদনা ও ফিরে পাওয়ার আনন্দ।

অপ্রয়োজনীয় জিনিস শিল্পীর ছোঁয়ায় সৃষ্টির উপকরণ !

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্বস্থলী

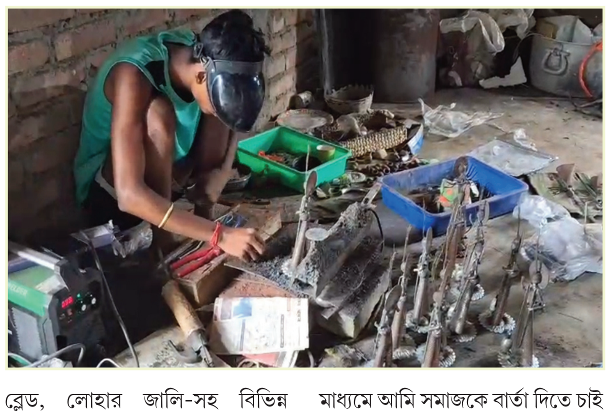

যে জিনিসকে আমরা অপ্রয়োজনীয় ভেবে ফেলে দিই, সেগুলিই একদিন শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় হয়ে উঠতে পারে সৃষ্টির উপকরণ। মরচে ধরা পেরেক, নাট-বল্টু, জিআই তার, কাঠের টুকরো, লোহার জালি কিংবা ফেলে দেওয়া ব্লেড;সাধারণ চোখে সবই জঞ্জাল। কিন্তু শিল্পীর চোখে? সেই জঞ্জালই হয়ে উঠল দেবী দুর্গার অবয়ব। মাটির বদলে ফেলে দেওয়া নানা উপকরণ দিয়ে দুর্গা প্রতিমা গড়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীর শিল্পী রাজু বাগ। মাটির প্রতিমা তৈরির প্রচলন দীর্ঘদিনের। তবে সময়ের সঙ্গে বদলেছে শিল্পীর ভাবনাও। কখনও কাগজ, কখনও ধাতু, কখনও নানা পরিত্যক্ত সামগ্রী দিয়ে প্রতিমা তৈরি হয়েছে। কিন্তু রাজু বাগের ভাবনায় রয়েছে অন্যরকম বার্তা; জঞ্জালকে বোঝা না ভেবে পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসেবে দেখার বার্তা। পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের বড়কোবলা এলাকার শিল্পী রাজুর তৈরি এই দুর্গা প্রতিমায় নেই মাটি, খড় কিংবা চটের ব্যবহার। প্রতিমার কাঠামো থেকে অলঙ্করণের নানা অংশে জায়গা করে নিয়েছে ফেলে দেওয়া নাট-বল্টু, জিআই তার, মরচে ধরা পেরেক, কাঠের টুকরো, ব্লেড, লোহার জালি-সহ বিভিন্ন পরিত্যক্ত উপকরণ। শিল্পীর নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় সেই জঞ্জালই পেয়েছে নতুন জীবন। আকারে খুব বড় নয় এই প্রতিমাগুলি। কিন্তু অভিনবত্বে কোনও খামতি নেই। রাজুর তৈরি ছোট আকারের প্রায় ১০০টি দুর্গা প্রতিমা এবার পাড়ি দিচ্ছে কলকাতা, হায়দ্রাবাদ এবং ঝাড়খণ্ডে। শুধু দুর্গা প্রতিমাই নয়, ফেলে দেওয়া উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন থিমনির্ভর শিল্পকর্মও।এই কাজকে ঘিরে একা নন রাজু। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে এলাকার একঝাঁক তরুণ। পড়াশোনার পাশাপাশি তাঁরাও শিখছেন এই অভিনব শিল্পকর্ম তৈরির কাজ। তাতে একদিকে যেমন তাঁদের হাতখরচের জোগান হচ্ছে, অন্যদিকে তৈরি হচ্ছে স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন। রাজুর কথায়, এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমি সমাজকে বার্তা দিতে চাই যে, পরিবেশবান্ধব চিন্তা থাকলে পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ দিয়েও অনন্য শিল্প সৃষ্টি সম্ভব। এটাই আজকের দিনে সবচেয়ে প্রয়োজন।ক্ষ্ম সত্যিই, আজকের পৃথিবীতে আবর্জনা ক্রমেই বড় সমস্যা হয়ে উঠছে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে চলছে নানা উদ্যোগ। সেই জায়গায় পূর্বস্থলীর শিল্পী রাজু বাগের এই ভাবনা নিছক শিল্পসৃষ্টি নয়, বরং পরিবেশ সচেতনতারও এক অভিনব পাঠ। যে জঞ্জালকে আমরা ফেলে দিই, রাজু সেখানেই খুঁজে নিয়েছেন সৃষ্টির সম্ভাবনা। আর তাঁর হাতের ছোঁয়ায় সেই জঞ্জালই যেন বলে উঠছে; ‘ফেলে দেওয়া মানেই শেষ নয়, নতুন করে গড়ে তোলার শুরু এখান থেকেই’।

ককরোচ জনতা পার্টি’র আন্দোলনে তৃণমূলের সমর্থন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বসিরহাট

দিল্লিতে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’র আন্দোলনকে সমর্থন তৃণমূলের বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক হুমায়ুন কবীরের(প্রাক্তন পুলিশ কর্তা)। শনিবার বসিরহাট ১ নং ব্লকের পিফা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি। তার দাবি, ভোট লুঠ করেই বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। পাশাপাশি, ২০২৭ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পতন হবে বলেও ভবিষ্যদ্বাণী করেন তিনি। শনিবার বসিরহাট ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক কাদের সরদারের নেতৃত্বে পিফা এলাকায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের মমতাপন্থী তৃণমূলের পর্যবেক্ষক হুমায়ুন কবীর। কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের পদত্যাগের দাবিতে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’র বিক্ষোভ প্রসঙ্গে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি ওই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান। হুমায়ুন কবীরের অভিযোগ, ভোট লুঠ করেই বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহু বৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, বহু ভোটারের নাম বিচারাধীন থাকায় তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি বলেও দাবি করেন তিনি। তার বক্তব্য, ওই ভোটাররা ভোট দিতে পারলে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসতে পারত না। সিজেপি’র আন্দোলনকে প্রতিহত করতে বিপুল পরিমাণ সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েনের প্রসঙ্গেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করেন তৃণমূলের এই নেতা।

তার দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার ভীত বলেই এই ধরনের নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করতে হচ্ছে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ক্ষ্ম২০২৭ সালের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের পতন হবে।ক্ষ্ম তার মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট উত্তরের বিধায়ক তৌসিফুর রহমান ও তৃণমূল নেতা মুকুল মন্ডল সহ একাধিক দলীয় নেতৃত্ব, কর্মী ও সমর্থকরা।

যারা এতদিন হুঙ্কার দিতো তারা এখন কান্না কাটি করছে - কার্তিক মহারাজ

সকালের শিরোনাম
সুজিত ভট্টাচার্য
কাঁকসা

ভগবান সব সহ্য করতে পারেন, কিন্তু অহংকার কখনো সহ্য করেন না। অহংকারের কারণেই রেজিনগরের নির্বাচনের ফলাফলের পর তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবিরকে কাঁদতে হয়েছে। শনিবার মহালয়ার পুণ্য তিথিতে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসায় এসে ঠিক এ ভাষাতেই রাজের বিরোধী দল ও হুমায়ুন কবিরকে তীব্র আক্রমণ করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ (কার্তিক মহারাজ)। এদিন মহালয়ার সকালে প্রথমে কাঁকসা থানার ঐতিহাসিক কঙ্কেশ্বরী কালী মন্দিরে পুজো দেন কার্তিক মহারাজ। এরপর কাঁকসা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের (আইসি) সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও থানায় পুজো সেরে তিনি পৌঁছান রথতলা কঙ্কেশ্বরী দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে। সেখানে মা দুর্গার কাছে প্রণাম নিবেদন করে চক্ষুদান অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। পরবর্তীতে একটি মঞ্চানুষ্ঠান থেকে এলাকার দুস্থ মানুষদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেন। কার্তিক মহারাজকে স্বাগতম জানাতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও মহিলা ঢাকিদের আয়োজন ছিল চোখে পড়ার মতো, যেখানে ভক্তদের উৎসাহ ছিল তুঙ্গে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজ্য রাজনীতির সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে সুর চড়ান কার্তিক মহারাজ। তিনি বলেন, রাজ্যের মুসলিম সমাজও নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে। তার প্রমাণ মিলেছে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচনে, যেখানে বিজেপি বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এখন বাংলায় কোনো রক্তপাত ছাড়াই শান্তিতে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে, যা সত্যিই ধন্যবাদের যোগ্য। এর আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৬৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং তার পরবর্তী ভোটে ৪৯ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। এবার কিন্তু ছবিটা আলাদা। ইভিএম বিতর্ক নিয়ে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, ব্যালটে ভোট হলেই ভালো, আর ইভিএমে ভোট হলেই সমালোচনা শুরু হয়! যাদের সমালোচনা করার স্বভাব, তারা করবেই। রাজ্যে সনাতনী শাসনের ইতিবাচক বার্তা দিয়ে তিনি জানান, সনাতনী রাজ আসার পরেই মানুষ প্রকৃত নিরাপত্তা পেয়েছে, সরকার জমি দিয়েছে এবং সীমান্ত সুরক্ষিত হয়েছে। নেতাদের নাম না করে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে মহারাজ বলেন, আগে অনেকে হুঙ্কার দিয়ে বলেছিল ৪ তারিখ বেলা বারোটার পর অনেক কিছুই নাকি আক্রমণ হবে! কিন্তু ৪ তারিখ বেলা বারোটা পার হয়ে গেলেও আজ আর কোনো চিন্তা নেই। এখন একটা ভোটের জন্য অনেকেই জেলখানায় গিয়ে কান্নাকাটি করছে। কেউ আবার বলছে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাবে। এতদিন যারা হুঙ্কার দিচ্ছিল, এখন তাদের অবস্থা হয়েছে ‘বিড়ালে বলে মাছ খাবো না, কাশী যাব’ সেই রকম ব্যাপার তাই দানবের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ঘরে ঘরে সকলকে প্রস্তুত হতে হবে। পোশাক নয়, মনের পরিবর্তনের ওপর জোর দিয়ে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, পোশাক পরিবর্তন করলেই ধর্ম পরিবর্তন হয় না, তার জন্য মনের পরিবর্তন প্রয়োজন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট টেনে কার্তিক মহারাজ অভিযোগ করেন, দিল্লিতে ‘জেন জি’-দের যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তার পেছনে দেশবিরোধী ও বিদেশি শক্তির স্পষ্ট হাত রয়েছে। অতীতেও নানাভাবে দেশবিরোধী শক্তি ভারতকে অস্থির করার চেষ্টা করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগে কাশ্মীরে যারা সেনার ওপর ঢিল ছুড়ত, পরে দেখা গিয়েছিল তাদের প্রতিটি ঢিল ছোড়ার বিনিময়ে তাদের ১০০ টাকা করে দেওয়া হতো। কাঁকসার রথতলায় এই অনুষ্ঠানের পর মহারাজ সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থেকে সত্য ও ধর্মের পথে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

পদ্মের ফলন স্বাভাবিক, অষ্টমীর চাহিদা মেটানো যাবে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পুর্ব মেদিনীপুর

শনিবার মহালয়া। আর এক সপ্তাহ পরেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ দুর্গোৎসব। এই পূজার উপকরণে আবশ্যিক হলো পদ্ম। দুর্গাপূজার প্রাক্কালে পদ্মের ব্যাপক যোগানের পরিপ্রেক্ষিতে সেই পদ্মের দাম তলানিতে। ফলে আসন্ন পূজা মরশুমে রাজ্যে মিটবে পদ্মের চাহিদা। শারদীয়ার অষ্টমী পূজায় ১০৮টি পদ্ম আবশ্যিকভাবে লাগে। সে কারণে ওই এক দিনেই সারা রাজ্যে প্রায় এক কোটির বেশি পদ্মের চাহিদা থাকে। চলতি বছরে রাজ্যের ফুলচাষ সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে ব্যাপক বন্যা না হওয়ায় পদ্ম চাষের তেমন কোন সমস্যা হয়নি। অন্যদিকে পূর্ব মেদিনীপুর সহ বেশ কয়েকটি জেলার বিভিন্ন ব্লকগুলিতে ফি বছর বর্ষার সময় জলবন্দী হয়ে পড়ার কারণে আমন চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে ওই মৌজাগুলিতে কৃষকেরা পদ্মফুলের চাষে ঝুঁকেছেন। সব মিলিয়ে বর্তমানে পদ্মের যোগানে কোন ঘাটতি নেই। তবে এবছর দুর্গাপূজা দেরিতে পড়ার কারণে শিশির পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে পদ্মের ফলন খানিকটা কমছে। সে কারণে পুজোর সময় টাটকা পদ্মের যোগানে খানিকটা ঘাটতি হবে। ফুলব্যবসায়ীদের বক্তব্য বর্তমানে যে পরিমাণ পদ্ম মজুত করা হয়েছে হিমঘরে, সেই মজুত পদ্ম দিয়েই ওই ঘাটতি মেটানো সম্ভব হবে। বর্তমানে কলকাতার মল্লিকঘাট ফুল বাজার সহ জেলার বিভিন্ন বাজারগুলিতে পদ্ম বিক্রি হচ্ছে ৫ থেকে ৬ টাকা প্রতি পিস। পূজোর সময় ওই পদ্ম খুব বেশি হলে ১০ টাকা দরে বিক্রি হতে পারে বলে ব্যবসায়ীদের বক্তব্য। পদ্ম চাষ হয় মূলত বদ্ধ জলাশয়ে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় রেল ও জাতীয় সড়কের নয়নজলি এবং কিছু কিছু এলাকায় মাঠগুলিতে পদ্মের চাষ হয়ে থাকে।

মাতৃপক্ষের সূচনায় পানাগড় রেল পুকুরে তর্পণ

সকালের শিরোনাম
সুজিত ভট্টাচার্য
কাঁকসা

শিয়রে কড়া নাড়ছে মা দুর্গার আগমনী বার্তা। চারিদিকে ভোরের বাতাসে মিশে রয়েছে শিউলি ফুলের গন্ধ আর ঢাকের আওয়াজের পূর্বাভাস। অমাবস্যার ভোরে আকাশ ছোঁয়া মেঘ কেটে যেন বেজে উঠেছে বোধনের সুর। আজ মহালয়া;পিতৃপক্ষের অবসান ঘটিয়ে শুরু হলো পুণ্যময় মাতৃপক্ষ। আর এই বিশেষ দিনে পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে তর্পণে মেতে উঠলেন সর্বস্তরের মানুষ। শনিবার সকাল থেকেই পানাগড় রেল স্টেশন সংলগ্ন রেল পুকুরে তর্পণের জন্য উপচে পড়েছিল মানুষের ভিড়। পানাগড় সহ আশেপাশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ ঐতিহ্য ও নিয়ম মেনে জলাশয়ে উপস্থিত হন। হাতে কুশ, তিল, যব ও গঙ্গাজল নিয়ে পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনায় অঞ্জলি দেন তাঁরা। নাড়ির টানে ও চিরাচরিত প্রথা মেনে এই আচার পালনের ছবি ধরা পড়ে সর্বত্রই। সনাতন নিয়ম মেনেই তর্পণের এই ধারা যুগ যুগ ধরে বাঙালির আবেগ ও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তর্পণ করতে আসা ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সন্দীপ মুখার্জী জানান, স্মৃতিচারিত প্রথা ও পারিবারিক ঐতিহ্য মেনেই দেবীপক্ষের সূচনায় তর্পণের এই রীতি পালিত হয়। এটি কেবল ধর্মীয় আচার নয়, এটি বাঙালির শাশ্বত পরম্পরা। আজকের এই সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যেন কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদোৎসবের। মহালয়ার পুণ্যলগ্নে সাধারণ মানুষের এই ভিড় ও উৎসাহকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে তৎপর ছিল প্রশাসন। পানাগড় রেল স্টেশন ও সংলগ্ন রেল পুকুর চত্বরে পুলিশের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে পর্যাপ্ত পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। পুলিশের সজাগ দৃষ্টির ফলে পুরো অনুষ্ঠানটি শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সম্পন্ন হয়। মহালয়ার এই ভোরে তর্পণের মধ্য দিয়ে যেন মা দুর্গার আগমনীর পথ প্রশস্ত হলো। আকাশে-বাতাসে এখন একটাই সুর; জাগো দুর্গা জাগো। বাঙালির হৃদয়ে পুজোর আনন্দ এখন থেকেই পূর্ণোদ্যমে দোলা দিতে শুরু করেছে।

উদ্ধার পূর্ণবয়স্ক অসুস্থ বাদুড়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাঁকসা

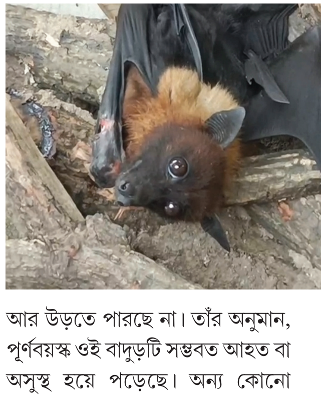

বিরুডিহা গ্রাম থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক অসুস্থ ও আহত বাদুড় উদ্ধার করলেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। পরে সেটিকে নিরাপদে বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দায়িত্বশীল এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিরুডিহা গ্রামের বাসিন্দা সোমা গড়াই সকালে বাড়ির কাজ করার সময় একটি বড় বাদুড়কে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি লক্ষ করেন, সে কোনোভাবেই আর উড়তে পারছে না। তাঁর অনুমান, পূর্ণবয়স্ক ওই বাদুড়টি সম্ভবত আহত বা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অন্য কোনো পশুপাখি প্রাণী যাতে বাদুড়টির কোনো ক্ষতি করতে না পারে, সেই কারণে সোমাদেবী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা সেটিকে নিজেদের নজরে রাখেন। এর পরেই বিষয়টি প্রতিবেশীদের জানান তিনি। খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে দ্রুত বন দফতরে খবর দেন। খবর পেয়ে বন দফতরের কর্মীরা গ্রামে পৌঁছান এবং অসুস্থ বাদুড়টিকে নিরাপদে উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যান। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাদুড়টিকে সুস্থ করে আবার তার স্বাভাবিক আবাসে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সাধারণ মানুষের এই বন্যপ্রাণী সচেতনতা ও তৎপরতা এলাকায় প্রশংসিত হয়েছে।

৪০০ বছরের ঐতিহ্য, ১২ বছর পর হয় বিসর্জন

সকালের শিরোনাম
সুজিত ভট্টাচার্য্য
কাঁকসা

দুর্গাপূজায় সাধারণত দশভুজা দেবী দুর্গার সাথে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজিত হলেও পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা ব্লকের রাজকুসুম গ্রামের দৃশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে গত প্রায় ৪০০ বছর ধরে মহা ধুমধামে পূজিত হয়ে আসছেন ব্যানার্জী পরিবারের জাগ্রত ‘হরগৌরী’। তবে এই পূজার দেবীপ্রতিমা অনন্য;এখানে শিব ও পার্বতীর পাশে রয়েছেন নন্দী ও ভৃঙ্গী, আর দেবী পার্বতীর কোলে শোভা পায় একটি ছোট্ট শিশুর মূর্তি। ব্যানার্জি পরিবারের সদস্য স্বরূপ ব্যানার্জি জানিয়েছেন, নিঃসন্তান দম্পতিরা দেবীর কাছে মানত করার পর সন্তান লাভ করলে একটি ছোট্ট শিশুর আকারের মূর্তি বানিয়ে দেবীর কোলে রেখে দিয়ে যান। সেই সাথে সন্তানের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করেন তারা। বহু বছর ধরে চলে আসা এই রীতি আজও সমানভাবে পালিত হয়ে আসছে এখানে। তবে সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের বিষয় হলো, প্রতি বছর প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় না। টানা ১২ বছর ধরে একই প্রতিমায় পূজা অর্চনা চলার পর সেই প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। তবে কেন ঠিক ১২ বছর পর পরই দেবী প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় ? সে বিষয়ে ব্যানার্জী পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের সদস্যরাও কোনো সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। স্বরূপ ব্যানার্জী জানান, তাঁদের এই হরগৌরী মন্দিরে অতীতে বলি প্রথা ছিল না। পূর্বপুরুষদের থেকে জানা গল্প অনুযায়ী, কোনো এক বছর এক ভিখারি মন্দিরে ভিক্ষা করতে এসে পূজার সময়ের আগে ভোগ খাওয়ার আবেদন জানান। কিন্তু তাঁকে আগে ভোগ দেওয়া যাবে না বলে জানালে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যান এবং পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যু হয়। এর পরেই পরিবার স্বপ্নাদেশ পায় এবং মন্দিরে বলি প্রথা চালু করা হয়। সেই থেকে শুরু হওয়া এই প্রথা আজও অব্যাহত। পূজার দিন ফল, আখ, চালকুমড়োর পাশাপাশি পাঁঠা বলি দেওয়া হয় এবং সেই বলির প্রসাদ সমস্ত ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। মহাষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত মন্দির প্রাঙ্গণে হাজারো ভক্ত ভোগের প্রসাদ গ্রহণ করেন। গ্রামের প্রবীণদের মুখে-মুখে ঘোরে হরগৌরীর এক অলৌকিক কাহিনি। শোনা যায়, বহু বছর আগে এক শাঁখারি সেচখালের পাড় ধরে রাজকুসুম গ্রামে শাখা বিক্রি করতে আসছিলেন। সেচখালের ঘাটে এক বিবাহিত মহিলা স্নান করছিলেন। এবং পাড়ে দুটি শিশু খেলা করছিল। শাঁখারী কে দেখে ওই মহিলা শাঁখা পরার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, শাঁখারী তাঁকে দুই হাতে শাঁখা পরিয়ে দেন। কিন্তু সঙ্গে টাকা না থাকায় মহিলা ব্যানার্জী বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বলেন, ওখানে গিয়ে তার বাবার কাছ থেকে যেন টাকা নিয়ে নেয়। মহিলার কথা বিশ্বাস করে শাঁখারী ব্যানার্জী বাড়িতে পৌঁছে তার বাবার নাম ধরে ডেকে তার কাছে টাকার দাবি করলে পরিবারের সদস্যরা জানান, তাঁদের বাড়িতে এমন কোনো মেয়ে নেই। শাঁখারী নাছোড়বান্দা হয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সেচখালের ঘাটে ফিরে আসেন। কিন্তু ঘাটে কাউকে না পেয়ে তিনি জল দেখিয়ে বলেন, ‘এই ঘাটেই বসে ওই মহিলা শাঁখা পড়েছিলেন। সাথে পাড়ে বসে ছিল দুই শিশু।’ পরিবারের সদস্যদের মনে খটকা লাগলে তাঁরা সেচখালের জলের দিকে তাকিয়ে কাতর সুরে বলেন, ‘মা, তুই যদি সত্যি হোস, তবে তোর প্রমাণ দে।’ মুহূর্তের মধ্যে সেচখালের জল থেকে দুটি শাঁখা-পরা হাত ওপরের দিকে উঠে আসে। এই অলৌকিক ঘটনার পর থেকে ওই শাঁখারীর বংশধরেরা প্রতি বছর পূজায় দেবীকে বিনামূল্যে মন্দিরে শাঁখা দান করে যেতেন। তবে বর্তমানে সেই শাঁখারীর পরিবারের কেউ জীবিত আছেন কিনা জানা নেই, তাই এখন আর সেখান থেকে শাঁখা আসে না। মন্দিরের পুরোহিত কাশিনাথ মুখার্জি জানান, তাঁদের বংশপরম্পরায় এই মন্দিরে পূজা করে আসছে।

বর্তমানে তিনি মন্দিরে নিত্য পুজো থেকে সমস্ত পুজো করেন। দুর্গাপূজার সমস্ত শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান ও নিয়ম মেনেই হরগৌরীর পূজা সম্পন্ন হয়। তবে এখানে ভোগের সময় বিশেষ নিয়ম হিসেবে ভাজা মাছ পরিবেশন করা হয়। গ্রামবাসীর দৃঢ় বিশ্বাস, হরগৌরীর কৃপাদৃষ্টি রাজকুসুম গ্রামের ওপর থাকায় আজ পর্যন্ত বড় কোনো বিপদের আঁচ সেখানে লাগেনি। পূজার চারদিন শুধু রাজকুসুম নয়, আশপাশের বহু গ্রামের মানুষ এই জাগ্রত হরগৌরী মন্দিরে দেবীর দর্শনে ও পুজো দিতে ভিড় জমান।

গ্রামোফোনে মহালয়ার ভোর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রযুক্তির ঝোড়ো হাওয়ায় যখন রেডিও বা ট্রানজিস্টর আজ অতীতপ্রায়, তখন পুরনো দিনের নস্টালজিয়াকে বাঁচিয়ে রাখতে এক অনন্য উদ্যোগ নিলেন এক সঙ্গীতপ্রেমী। পেশায় রেলকর্মী অরিন্দম দেব প্রতি বছর মহালয়ার সকালে গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজিয়ে চণ্ডীপাঠ শোনানোর এক অভিনব আসর বসান। তাঁর এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ সাড়া ফেলেছে চারিপাশে। মহালয়ার পুণ্যলগ্নে ভোর থেকেই তাঁর বাড়িতে ভিড় জমান পাড়া-প্রতিবেশী থেকে শুরু করে নানা বয়সের মানুষ। ভোর পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ধূপ, ধুনো আর মাঙ্গলিক প্রদীপের আলোয় ঠাকুরঘরের মতো এক পবিত্র পরিবেশ গড়ে ওঠে। এরপর পুরনো দিনের গ্রামোফোনে যখন গালা পাথরে নির্মিত ঐতিহাসিক ৭৮ আরপিএম রেকর্ডের কালজয়ী ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ বেজে ওঠে, তখন উপস্থিত শ্রোতারা স্মৃতির সরণিতে হারিয়ে যান। শুধু তাই নয়, তাঁর সংগ্রহে রয়েছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র পরিচালিত স্তোত্রপাঠ ‘শ্রীশ্রী দেবী চণ্ডিকা’-র দুর্লভ রেকর্ডও। পাঠ শেষে উপস্থিত সকলের জন্য থাকে বিশেষ প্রীতিভোজের আয়োজন। অরিন্দমবাবুর সংগ্রহশালাটি যেকোনো মিউজিয়ামকেও হার মানাবে। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে প্রায় ২৭টি চালু রেকর্ড প্লেয়ার ও অ্যান্টিক গ্রামোফোন। সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি গানের রেকর্ড। ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খাঁর সানাই, রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ও দাদা ঠাকুরের টপ্পা। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, গীতা দত্ত এবং মান্না দে-র মতো স্বর্ণযুগের শিল্পীদের দুর্লভ গান। মাইকেল জ্যাকসনসহ বেশ কিছু কালজয়ী পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রেকর্ড। এই অ্যান্টিক যন্ত্রগুলির প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ তিনি নিজেই করেন। তবে বড় কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে কলকাতার অভিজ্ঞ মিস্ত্রিদের দিয়ে সেগুলি সারিয়ে নেন তিনি। এই উদ্যোগের নেপথ্যে রয়েছে এক গভীর ভাবনা।

অরিন্দমবাবুর কথায়, বর্তমান প্রজন্ম এফএম কিংবা স্মার্টফোনের যুগে বড় হচ্ছে, তারা ট্রানজিস্টর বা রেকর্ড প্লেয়ারের আসল স্বাদ পায়নি। দুই-তিন প্রজন্ম আগের মানুষ কীভাবে সঙ্গীত উপভোগ করতেন এবং বাঙালির মূল কৃষ্টি-সংস্কৃতি ঠিক কেমন ছিল, সেই অনুভূতি নতুন প্রজন্মের কাছে সরাসরি তুলে ধরতেই তাঁর এই নিরলস প্রয়াস। মহালয়ার ভোরে তাঁর এই সুরের বৈঠক আজ যান্ত্রিক যুগেও বাঙালির শিকড়কে ছুঁয়ে দেখার এক জীবন্ত টাইম মেশিন হয়ে উঠেছে।

ঝুঁকির যাতায়াত রোগী-পথচারীদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
গায়েশপুর

একটানা বৃষ্টির জেরে বেহাল দশা গয়েশপুর শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার। পিচউঠে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত, যার জেরে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে গয়েশপুর ফিসারির মোড় থেকে কল্যাণী স্টেশন যাওয়ার রাস্তাটির অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, যার ফলে প্রতিদিন ঘটছে ছোট-বড় নানা দুর্ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গয়েশপুর, বেদী ভবন এবং গোকুলপুরসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের প্রতিদিন যাতায়াতের প্রধান পথ এটি। পাশাপাশি, দুটি হাসপাতালে যাতায়াত এবং কল্যাণী স্টেশনে পৌঁছানোর ক্ষেত্রেও এই রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই পথ ব্যবহার করেন। দিনের বেলায় কোনো রকমে চলাচল করা গেলেও, রাতের অন্ধকারে রাস্তাটি আক্ষরিক অর্থেই মরণফাঁদে পরিণত হয়। ঝিলের মাঝখানের অংশের অবস্থা সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ।রাস্তার এই বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা সুবীর বিশ্বাস অভিযোগ করে বলেন, ক্ষ্মবিগত দিনে তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করেনি। সবকিছুর মধ্যেই ছিল শুধু দুর্নীতি। নিজেদের পকেট ভরতেই ব্যস্ত ছিল তারা, আর তারই কঙ্কালসার রূপ আজ রাস্তার এই দশা দিয়ে ফুটে উঠেছে।ক্ষ্ম তবে শুধু সমালোচনাতেই আটকে না থেকে সমাধানের আশ্বাসও মিলেছে। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে পুর প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে এবং পুজোর আগেই রাস্তাগুলি সারাই করার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। এখন দেখার, পুজোর আগে আদৌ এই বেহাল রাস্তার সংস্কার হয় কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন এলাকাবাসী।

সবুজপত্রের ‘শারদ সৃজনী সম্মান’

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
শান্তিনিকেতন

ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’;এই বার্তাকে সামনে রেখে মহালয়ার পুণ্যতিথিতে শারদ উৎসবের সূচনা হল শান্তিনিকেতনের গোয়ালপাড়া সংলগ্ন আবাসন প্রকল্প ‘সবুজপত্র’-এ। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের আবাসিকদের উদ্যোগে কোপাই নদীর তীরে পিতৃতর্পণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনের কর্মসূচি। উৎসবের আনন্দ সমাজের প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ‘সবুজপত্র’ ও মানবিক উদ্যোগ ‘খুশি’-র যৌথ উদ্যোগে ‘পল্লীমঙ্গল’ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। গোয়ালপাড়া, সেহালাই, খঞ্জনপুর-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায় ২০০ জনের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এরপর প্রায় দেড় হাজার মানুষের জন্য আয়োজন করা হয় ভাণ্ডারার। সন্ধ্যায় বিশিষ্ট মহিলা পুরোহিত নন্দিনী ভৌমিকের চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে উৎসবের পরিবেশ আরও মুখরিত হয়ে ওঠে। এবারের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ‘শারদ সৃজনী সম্মান’। ২০১৪ সালে কলকাতায় শুরু হওয়া এই কর্মসূচি প্রথমবার সবুজপত্রে আয়োজিত হয়। আয়োজকদের তথ্য অনুযায়ী, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলার প্রায় ৪০০ থেকে ৪৫০টি পুজো কমিটি এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ১২৫ জনকে বাছাই করার পর চূড়ান্ত পর্যায়ে ২৫ জন নির্বাচিত হন। তাঁদের মধ্য থেকে সেরা সাতজনকে পুরস্কৃত করা হয়। সব মিলিয়ে, সবুজপত্রের শারদ উৎসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বস্ত্র বিতরণ, ভাণ্ডারা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সম্প্রীতি, মানবিকতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা তুলে ধরে।

এনএইচ ১৯ গুলিকাণ্ড

চিত্তরঞ্জন থেকে মূল অভিযুক্ত অজয় রাম গ্রেপ্তার

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
সালানপুর

জাতীয় সড়ক-১৯-এ গত ১২ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে আসানসোলে নাইট ডিউটিতে যাওয়ার সময় হরিদাস লায়েককে(৪৩) গুলি করার চাঞ্চল্যকর ঘটনায় সালানপুর থানা পুলিশের হাতে এল বড় সাফল্য। পুলিশ দ্রুত তদন্ত করে চিত্তরঞ্জন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই ঘটনার অন্যতম মূল অভিযুক্ত অজয় রামকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ অভিযুক্তকে আসানসোল আদালতে পেশ করে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে, যাতে গ্যাংয়ের বাকি পলাতক সদস্যদের সন্ধান পেয়ে তাদেরও জালে তোলা যায়। প্রাথমিক তদন্তে একে ছিনতাইয়ের চেষ্টার ঘটনা বলে মনে করা হলেও, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার এক নতুন দিক সামনে এসেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার রাতে বাইক আরোহী তিন অভিযুক্তই মদ্যপ অবস্থায় ছিল। রাস্তায় হরিদাস লায়েকের সঙ্গে ওভারটেক করাকে কেন্দ্র করে তাদের বচসা হয়। বিতর্ক বাড়লে অভিযুক্তরা ডিপিএস স্কুলের কাছাকাছি হরিদাসকে আটকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে পিস্তল বের করে, তবে সেই সময় চলা গুলি গিয়ে লাগে হরিদাসের পায়ে। উল্লেখ্যে, ধানগুড়ির নিবাসী হরিদাস লায়েক প্রতিদিনের মতো আসানসোলের শ্রীহরি গ্লোবাল স্কুলে নাইট ডিউটির জন্য যাচ্ছিলেন। গুলি লাগার পরেও তিনি অসাধারণ সাহসিকতা দেখিয়ে নিজের মোবাইল ফোনে অভিযুক্তদের ভিডিও করার চেষ্টা করেন, যার জেরে ঘাবড়ে গিয়ে তিন দুষ্কৃতী ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। পুলিশ তৎপরতা দেখিয়ে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ইএসআই হাসপাতালে ভর্তি করে, যেখানে সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশের রেকর্ড অনুযায়ী, গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্ত অজয় রামের পুরনো অপরাধের ইতিহাস রয়েছে। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিভিন্ন থানা ছাড়াও তার বিরুদ্ধে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেও একাধিক গুরুতর মামলা নথিভুক্ত রয়েছে এবং সে আগেও জেলের ঘানি টেনেছে। জানা গিয়েছে, গত ১৩ সেপ্টেম্বর ঘটনার ঠিক পরেই পুলিশ কমিশনার ড. প্রণব কুমার, ডিসি ওয়েস্ট সানা আখতার এবং ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছিলেন এবং ডিডি-র টিম ঘটনাস্থল থেকে একটি গুলির খোসা উদ্ধার করেছিল। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, অজয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাকি দুই অভিযুক্তকেও শীঘ্রই আইনের আওতায় আনা হবে।

বৃক্ষরোপণ করে পুজোর সুচনা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

মহালয়ার সকালে শনিবার এক মহতী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দুর্গাপুজোর সূচনা করল বি গার্ডেন আইএইচই আবাসনের পুজো কমিটি। এদিন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেনের সহযোগিতায় আবাসন চত্বরে ওই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে বৃক্ষরোপণে অংশ নেন আবাসনের প্রবীণ বাসিন্দারাও। পুজো কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদক দীপ ভট্টাচার্য বলেন, পরিবেশের ক্রমাগত অবক্ষয় ও দূষণ বৃদ্ধির জন্য মানুষের দায় রয়েছে। পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতার পাশাপাশি বাস্তব পদক্ষেপ জরুরি। সেই ভাবনা থেকেই বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুজো কমিটির হিসাব পরীক্ষক প্রসূনজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানান, মহালয়ার দিনে প্রয়াত আবাসিকদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

তাঁর কথায়, একটি গাছ লাগানো মানে নতুন প্রাণের প্রতিষ্ঠা। প্রয়াতদের স্মরণে গাছ লাগানোর মধ্য দিয়ে তাঁদের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি এদিনই আবাসনের পুজোবার্ষিকী ‘কাশফুল’-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসু, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য এবং রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা

পত্রিকাটির জন্য শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন বলে জানিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা। রবিবার থেকে নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে পুজোবার্ষিকীটি পাওয়া যাবে।

আসানসোলে ২০০ মহিলাকে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
আসানসোল

মহিলাদের নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে আসানসোলে আয়োজিত বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। কেরল থেকে আসা প্রশিক্ষকদের একটি দল গত ১০ দিন ধরে মহিলাদের প্রাচীন মার্শাল আর্ট কলারিপায়াট্টু এবং আত্মরক্ষার বিভিন্ন কৌশল শেখায়। এই প্রশিক্ষণের প্রথম ব্যাচে প্রায় ২০০ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, জেলাশাসক এস পন্নমবালম, বিজেপির জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী পবন গুটগুটিয়া এবং বিজেপি নেতা অপূর্ব হাজরা-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় জানান, এই উদ্যোগ শুধুমাত্র একবারের জন্য নয়। প্রতি ছয় মাস অন্তর এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হবে। আসানসোল গার্লস কলেজ থেকে এই উদ্যোগের সূচনা হয়েছে। পাশাপাশি বিসি কলেজ এবং শহরের বিভিন্ন মহিলা বিদ্যালয়েও এই প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রথম ব্যাচের ২০০ জন মহিলা প্রশিক্ষণ শেষে এখন মাস্টার ট্রেনার হিসেবে কাজ করবেন। তাঁরা নিজেদের বন্ধু, আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশী মহিলাদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখাবেন। প্রশিক্ষণ যাতে নিয়মিত চলতে পারে, তার জন্য এই স্টেডিয়ামেই সপ্তাহে দু’দিন অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হবে। আয়োজকদের লক্ষ্য, আগামী পাঁচ বছরে আসানসোল শহরের আরও ১০ হাজার এবং গোটা পশ্চিম বর্ধমান জেলার আরও ১০ হাজার মহিলাকে এই প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা। বিধায়ক বলেন, ক্ষ্মমহিলা যেখানে শক্তিশালী হবেন, সেখানে সমাজ শক্তিশালী হবে, রাজ্য শক্তিশালী হবে, দেশ শক্তিশালী হবে।ক্ষ্ম তাঁর মতে, মহিলাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য আত্মরক্ষার কৌশল জানা অত্যন্ত জরুরি। এতে পড়াশোনা, টিউশন বা কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। বিজেপির জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের নারী সশক্তিকরণের উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আসানসোলে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী মার্শাল আর্ট কলারিপায়াট্টুর প্রশিক্ষণ কেরল থেকে আসানসোলে নিয়ে আসা একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। মাত্র ১০ দিনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের দক্ষতা দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। আয়োজকদের আশা, এই উদ্যোগ মহিলাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর পাশাপাশি আত্মরক্ষার সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে এবং আগামী দিনে রাজ্যের আরও বেশি মহিলাকে এই প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত হতে উৎসাহিত করবে।

ভাঙা শৌচাগারে ঢুকল শিয়াল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বারাবনি

পশ্চিম বর্ধমান জেলার বারাবনি এলাকায় শনিবার একটি সোনালি শিয়াল বা গোল্ডেন জ্যাকাল উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। চট্টি রানিগঞ্জ গ্রামের বাইরে একটি ভাঙা শৌচাগারের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল বন্যপ্রাণীটি। স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসতেই এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পরে বন দফতরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে শিয়ালটিকে নিরাপদে উদ্ধার করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গ্রামের বাইরে ওই ভাঙা শৌচাগারের মধ্যে শিয়ালটিকে দেখতে পান কয়েকজন বাসিন্দা। লোকালয়ে বন্যপ্রাণীটিকে দেখতে পেয়ে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয় মানুষজন। পরিস্থিতি বুঝে বাসিন্দারা প্রথমে পুলিশকে খবর দেন। এরপর পুলিশের পক্ষ থেকে বন দফতরকে বিষয়টি জানানো হয়। খবর পাওয়ার পর বন দফতরের আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন। সাধারণ দাসের নেতৃত্বে বন দফতরের কর্মীরা উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে শিয়ালটিকে আটক করে একটি খাঁচার মধ্যে রাখা হয়। এরপর উদ্ধার হওয়া বন্যপ্রাণীটিকে রূপনারায়ণ বন দফতরের কার্যালয়ে পাঠানো হয়। বন দফতরের কর্মীদের তৎপরতায় শিয়ালটিকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হওয়ায় স্বস্তি ফিরে আসে এলাকায়। তবে কীভাবে শিয়ালটি গ্রামের বাইরে ওই ভাঙা শৌচাগারের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, তা স্পষ্ট নয়। বন্যপ্রাণী লোকালয়ে ঢুকে পড়লে আতঙ্কিত হয়ে সেটিকে আঘাত করা বা নিজেরা ধরার চেষ্টা না করে দ্রুত বন দফতরকে খবর দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

LIFE CARE HOSPITAL
Super Speciality
NABH Certified
Life Care HosPital
স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI
All the Speciality & Superspeciality Departments for OPD & IPD Services
24/7 Emergency & Trauma Care Services
AMBULANCE
ADVANCED LIFE SUPPORT AMBULANCE
Near Smart Bazar, City Centre, Durgapur

বিশ্ব পাওয়ারলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে সুযোগ নবদ্বীপের নবনীতার, চরম আর্থিক অনটনে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নবদ্বীপ

সমস্ত আর্থিক প্রতিকূলতাকে জয় করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুবর্ণ সুযোগ অর্জন করেছেন নদীয়ার নবদ্বীপের কৃতী কন্যা নবনীতা ব্যানার্জী। পাওয়ারলিফটিংয়ে দুর্দান্ত কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি আসন্ন ওয়ার্ল্ড পাওয়ারলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের ছাড়পত্র পেয়েছেন। নবদ্বীপ থেকে একমাত্র মহিলা ক্রীড়াবিদ হিসেবে তাঁর এই আন্তর্জাতিক অর্জন গোটা রাজ্য তথা দেশের কাছে এক গর্বের মুহূর্ত। দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পাওয়ারলিফটিং খেলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন নবনীতা। অতীতে তিনি অল বেঙ্গল, ওপেন বেঙ্গল এবং ইস্টার্ন ইন্ডিয়া স্ট্রেন্থলিফটিং প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করে একাধিকবার স্বর্ণপদক জয় করেছেন। সম্প্রতি কল্যাণীর ফেডারেশন কাপ এবং উত্তরপাড়ার অভিষেক ক্লাসিকে অংশ নিয়েও তিনি অসামান্য সাফল্য দেখান এবং সেখান থেকেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য নির্বাচিত হন।

এই প্রতিযোগিতাতেও তাঁর ঝুলিতে এসেছে সোনার পদক।তবে সাফল্যের এই আনন্দের মাঝেই কালো মেঘের মতো ঘনীভূত হয়েছে চরম আর্থিক সংকট।

নবনীতা জানান, এর আগেও তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিযোগিতা দেশের বাইরে হওয়ায় অর্থাভাবে সেবার অংশ নিতে পারেননি। চলতি বছরের আগামী ৩ থেকে ৬ ডিসেম্বর পাঞ্জাবের অমৃতসরে এই মেগা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ভারতে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হতে চলা এই বিশ্ব আসরে অংশ নিতে তাঁর প্রায় এক লক্ষ টাকারও বেশি খরচ হবে। অর্থের অভাবে বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে যে মাঝপথে খেলা ছাড়তে হয়, সেই আক্ষেপ প্রকাশ করে নবনীতা জানান, এবার যাতে সুযোগ হাতছাড়া না হয়, সেদিকে কড়া নজর রয়েছে তাঁদের।

অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই স্থানীয় বিধায়কের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং বিধায়কও সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা মিললে দেশের হয়ে সেরা পারফরম্যান্স দিয়ে পোডিয়ামে নাম লেখাতে এখন থেকেই জোরকদমে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন এই লড়াকু ক্রীড়াবিদ। দেশের মাটিতে নিজের সেরাটা উজাড় করে দিয়ে সাফল্য এনে দেওয়াই এখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

আরএসএস-এর শতবর্ষ উদযাপন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চিত্তরঞ্জন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে চিত্তরঞ্জনে আয়োজিত হলো পথ সঞ্চালন কর্মসূচি। জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রচার এবং সমাজে সমরসতা ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সংগঠনের বছরব্যাপী শতবর্ষ উদযাপনের বিভিন্ন কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় মহালয়ার দিন এই পথ সঞ্চালন অনুষ্ঠিত হয়। আরএসএস-এর আসানসোল জেলার সহ-সম্পর্ক প্রধান অভিজিৎ কিশোর মজুমদার জানান, সংগঠনের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে সারা বছর ধরে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে একত্রীকরণ, হিন্দু জাগরণ, বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলন এবং বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে সামাজিক সমরসতা গড়ে তোলার উদ্যোগ। এই কর্মসূচিগুলির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, ঐক্য ও জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শতবর্ষ উদযাপনের জন্য নির্ধারিত সাতটি কর্মসূচির শেষ পর্ব হিসেবে মহালয়ার দিন চিত্তরঞ্জনে এই পথ সঞ্চালনের আয়োজন করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দুর্গাপূজা মণ্ডপ থেকে কর্মসূচির সূচনা হয়। এরপর স্বয়ংসেবকরা সুশৃঙ্খলভাবে চিত্তরঞ্জন বাজারের বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে পরিক্রমা করেন।

পাশাপাশি চিত্তরঞ্জনের এরিয়া ৪ এবং এরিয়া ৬ অঞ্চলেও পথ সঞ্চালন করা হয়। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে চলা এই কর্মসূচি পরিক্রমা শেষে পুনরায় সূচনা স্থলে এসে শেষ হয়। শিশু থেকে প্রবীণ; বিভিন্ন বয়সের স্বয়ংসেবকদের উপস্থিতিতে কর্মসূচিটি সম্পন্ন হয়। সংগঠনের দাবি, এই পথ সঞ্চালনে ৬ বছর বয়সী শিশু থেকে শুরু করে ৮০ বছর বয়সী

প্রবীণ স্বয়ংসেবকরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। আরএসএস নেতৃত্বের বক্তব্য, সমাজে জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রসার ঘটানো, মানুষের মধ্যে সামাজিক ঐক্য ও সমরসতার মনোভাব গড়ে তোলা এবং সংগঠনের আদর্শ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করাই এই ধরনের

কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। শতবর্ষ উদযাপনকে কেন্দ্র করে আগামী দিনেও বিভিন্ন সামাজিক ও সাংগঠনিক কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছনোর উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

থিম ‘বাহন বন্দে ভারত ভূস্বর্গে মা’

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

শারদোৎসবের আনন্দে নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে বর্ধমানের অরবিন্দ পল্লী সর্বজনীন দুর্গোৎসব। সুভাষ অ্যাথলেটিক ক্লাব পরিচালিত এই ঐতিহ্যবাহী পুজোর ৭৬তম বর্ষে এবার দর্শনার্থীদের জন্য থাকছে এক অনন্য ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। চলতি বছরে এই পুজোর থিম হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে ‘বাহন বন্দে ভারত ভূস্বর্গে মা’। এই অভিনব ভাবনায় মণ্ডপ চত্বরে তৈরি করা হচ্ছে পিচঢালা রাস্তার ওপর প্রায় আড়াইশো মিটার দীর্ঘ এক রেললাইন, যা দুটি সম্পূর্ণ স্টেশনকে সংযুক্ত করবে। পুজো কমিটির সম্পাদক অঙ্কন গুহ জানান, দর্শনার্থীরা একটি সুসজ্জিত প্ল্যাটফর্ম থেকে একেবারে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের আদলে নির্মিত একটি ট্রেনে চড়ে বসবেন। সেই ট্রেনে চড়েই তাঁরা মণ্ডপের মূল প্রবেশদ্বারের কাছে অপর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে নামবেন। এই বিশেষ ট্রেনের রেপ্লিকায় মোট তিনটি কম্পার্টমেন্টের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে; যার মধ্যে দুটি সাধারণ এবং একটি ভিআইপি কামরা রয়েছে। ক্লাবের আরেক কর্মকর্তা কিংশুক ঘোষের মতে, এই ট্রেনের নিখুঁত কারুকার্য এতটাই আকর্ষণীয় যে, দূর থেকে আসল বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সঙ্গে এর তফাত করা মুশকিল হবে। শুধু যাতায়াতের অভিনবত্বই নয়, মণ্ডপের অভ্যন্তরে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের নৈসর্গিক রূপ। বরফে ঢাকা উপত্যকার আবহ দর্শকদের এক অলৌকিক ও মোহময় জগতে নিয়ে যাবে। এই থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই একচালার প্রতিমাতেও আনা হয়েছে নতুনত্বের বিশেষ ছোঁয়া। জানা গিয়েছে, এবারের এই ব্যতিক্রমী ও জটিল ভাবনার মূল কারিগর হলেন শিল্পী অনুভব ঘোষ। তাঁরই নিখুঁত পরিকল্পনা ও দক্ষ হাতে মণ্ডপসজ্জার কাজ এখন প্রায় শেষের পথে। পুজোর কদিন দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় সামাল দিতে এবং তাঁদের সেরা অভিজ্ঞতা দিতে এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে ক্লাবের অন্দরে।

কবরস্থানে ভাঙচুরের অভিযোগ, প্রতিবাদে সরব কবরস্থান কমিটি

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
কুলটি

কুলটি বিধানসভা এলাকার সীতারামপুর লোকো ইসলামিয়া কবরস্থানে মহালয়ার রাতে ভাঙচুরের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, কয়েকজন অসামাজিক ব্যক্তি কবরস্থানের ভিতরে পানীয় জলের পাইপলাইন, কল এবং বৈদ্যুতিক বোর্ডের ক্ষতি করেছে। এমনকি নামাজ পড়ার জায়গায় বাজি ফাটানোর উদ্দেশ্যে বাজি রাখা হয়েছিল বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে কবরস্থান কমিটির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দুর্গাপুজোর আগে সীতারামপুর এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে কিছু মানুষ অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। তাঁদের দাবি, কবরস্থানের মতো ধর্মীয় স্থানে ভাঙচুর এবং সম্পত্তির ক্ষতি করার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কবরস্থান কমিটির পক্ষ থেকেও ঘটনার যথাযথ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, ধর্মীয় স্থানের মর্যাদা রক্ষা করা এবং এলাকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। অন্যদিকে, ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং এর পিছনে কারা জড়িত, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নবনির্বাচিত হলেও সহ-সভাপতি পদে বহাল তৃণমূলের জোৎস্না রায়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শালবনি

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত শালবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেপাল সিংহ সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করায় শুক্রবার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিজেপি দলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রঞ্জিত মাহাত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শালবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বলে জানালেন শালবনি ব্লকের বিডিও স্বর্ণাভ হালদার। পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি পদে এখনো রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জ্যোৎস্না রায়। শনিবার সকালের শিরোনাম পত্রিকার আটের পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল শালবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদে রঞ্জিত মাহাত ও সহ-সভাপতি পদে উমা কান্ত মাহাত নির্বাচিত হয়েছেন। কেবলমাত্র সভাপতি পদে শুক্রবার রঞ্জিত মাহাত নির্বাচিত হয়েছেন। উমাকান্ত মাহাত সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হননি। অসাবধানবশত উমাকান্ত মাহাত শালবনি পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বলে যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে তা সঠিক নয়। তাই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী ও দুঃখিত। শালবনি পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি পদটি এস সি মহিলা সংরক্ষিত। তাই ওই পদে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জোৎস্না রায়।

দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব, গুলি বোমাবাজি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শান্তিপুর

দেবী দুর্গার আবাহনে মেতে উঠেছে গোটা রাজ্য, ঠিক তখনই দুষ্কৃতীদের বেপরোয়া তাণ্ডবে কেঁপে উঠল নদীয়ার শান্তিপুর। শারদীয়া উৎসবের ঠিক প্রাক্কালে, খোদ থানার ঢিলছোঁড়া দূরত্বে চলল লাগাতার গুলি ও বোমাবাজি। এই দুঃসাহসিক হামলার ঘটনায় উৎসবের মুখে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে শান্তিপুরবাসীর মধ্যে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে শান্তিপুর থানার অত্যন্ত কাছে এবং ফায়ার স্টেশনের ঠিক সামনে থাকা একটি নির্মাণসামগ্রীর দোকানে এই ভয়াবহ হামলা চালানো হয়। রাতের অন্ধকারে একটি মোটরসাইকেলে চেপে আসে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী। পুলিশি নজরদারি এড়াতে তাদের প্রত্যেকের মুখ গামছা বা কাপড়ে বাঁধা ছিল এবং বাইকের নম্বর প্লেটটিও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ঢাকা ছিল। এরপর মুহূর্তের মধ্যে ওই দোকান লক্ষ্য করে সজোরে বোমা ছোঁড়ে তারা। হামলার তীব্রতা এখানেই থামেনি। দোকানের পাশেই পার্ক করা একটি চারচাকা গাড়িকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। গাড়ির কাঁচ ভেদ করে অডিও ডিসপ্লে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। শনিবার সকালে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায় তাজা গুলির খোল। এছাড়া, ঘটনাস্থল থেকে বোমা বাঁধার সুতলি সহ একাধিক সন্দেহজনক সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে। যা দেখে তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, কোনো বড়সড় নাশকতার ছক কষেই এলাকায় প্রবেশ করেছিল হামলাকারীরা। শনিবার সকালে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী দোকান খুলতে এসে বোমাবাজি ও গুলির এই তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করেন। নিজের ও পরিবারের জীবন নিরাপত্তা নিয়ে চরম আতঙ্কিত হয়ে তিনি দ্রুত শান্তিপুর থানার দ্বারস্থ হন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। খোদ থানার নাকের ডগায় এবং ফায়ার স্টেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভবনের সামনে এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ হামলায় এলাকার আইনশৃঙ্খলা ও পুলিশি নজরদারি নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ আশেপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে খতিয়ে দেখছে এবং বাইকবাহিনীকে শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেফতার করতে পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। তবে উৎসবের মুখে এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের মনে চাপা আতঙ্ক এখনও কাটেনি।

কাগজের কার্টুনের গোডাউনে আগুন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বার্নপুর

আসানসোলের হিরাপুর থানার অন্তর্গত বার্নপুর মিনি মার্কেটে কাগজের কার্টুনের একটি গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শনিবার ভোরে এই আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাজার এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। গোডাউনে প্রচুর পরিমাণে কাগজের কার্টুন মজুত থাকায় আগুন আশপাশের দোকানগুলিতে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোর প্রায় ৪টে নাগাদ গোডাউনে আগুন লাগে। আগুন দেখতে পেয়ে আশপাশের বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তাঁরা গোডাউনের শাটার ভেঙে আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করেন। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। এরপর দমকলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতা এবং দমকল বাহিনীর প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে গোডাউনে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য কাগজের কার্টুন মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। আগুন যাতে আশপাশের দোকানগুলিতে ছড়িয়ে না পড়ে, তা নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন ব্যবসায়ীরা। এই অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।

স্থানীয়দের একাংশের অনুমান, মহালয়া উপলক্ষে বাজি ফাটানো থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে। আবার শর্ট সার্কিট থেকেও আগুন লাগার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে এই বিষয়ে এখনও কোনও নিশ্চিত তথ্য সামনে আসেনি। অগ্নিকাণ্ডের জেরে গোডাউনের কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি।

গোডাউনের মালিকের তরফেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে কোনও তথ্য জানানো হয়নি। ভোরবেলায় বাজারের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যবসায়ী মহলে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানতে প্রয়োজনীয় তদন্তের অপেক্ষায় রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা।

মহালয়ার ভোরে জন্ম, সদ্যোজাতকে আগলে অরণ্যে ফিরল মা হাতি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

মহালয়ার ভোরে দেবীপক্ষের আগমনীর লগ্নে জঙ্গলমহলের বুকে ধরা পড়ল মাতৃত্বের এক অপূর্ব ও হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য। শনিবার কাকভোরে ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকের সিজডিহা গ্রামের এক ধানজমিতে ফুটফুটে শাবকের জন্ম দিল দলছুট এক হস্তিনী। এরপর সকালের আলো ফুটতেই সদ্যোজাত সন্তানকে সস্নেহে শুঁড়ে জড়িয়ে, পথচলতি সমস্ত বিপদ থেকে আড়াল করে ধীরে ধীরে হাঁড়িভাঙার গভীর জঙ্গলের পথে পা বাড়াল মা হাতি। অরণ্যের এই অনন্য স্নেহময় রূপ দেখতে সাতসকালে ভিড় জমল স্থানীয়দের। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, খড়্গপুর বন বিভাগের কলাইকুণ্ডা রেঞ্জ এলাকায় গত চার দিন ধরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে প্রায় পঁয়তাল্লিশটি হাতির একটি সুবিশাল পাল। দলটিকে সুবর্ণরেখা নদী পার করিয়ে নিরাপদ দূরত্বের বনাঞ্চলে পাঠানোর জন্য দফায় দফায় তৎপরতা চালান বনকর্মী ও হুলা দলের সদস্যরা। কিন্তু হস্তিকুল নদী পার হতে রাজি না হয়ে বারবার হাঁড়িভাঙার জঙ্গলেই ফিরে আসে। এরই মধ্যে শনিবার ভোররাতে দলেরই এক গর্ভবতী হস্তিনী সিজডিহা এলাকার চাষজমিতে শাবক প্রসব করে। সকালে লোকালয়ের মেঠো পথ পার হওয়ার সময়ে দেখা যায়, টলমল পায়ে হেঁটে চলা ছোট্ট শাবকটিকে মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল করছে না মা। শুঁড় দিয়ে পরম আদরে সন্তানকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সে। দূর থেকে এই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেন গ্রামবাসীরা। কলাইকুণ্ডা রেঞ্জের বনাধিকারিক প্রণয় সরকার জানিয়েছেন, মা ও শাবক দু’জনেই সুস্থ রয়েছে। তবে দলে সদ্যোজাত সদস্য থাকায় হাতির পালটি এখনই এলাকা ছাড়বে না, বরং আরও কিছুদিন এই অঞ্চলে ডেরা বাঁধতে পারে। যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ও সংঘাত এড়াতে বনকর্মীরা এলাকায় কড়া পাহারা বসিয়েছেন এবং গ্রামবাসীদের সতর্ক হয়ে চলাচলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রেমের পরিণতিতে বিচ্ছেদ ও লড়াই, মহালয়ায় ঘরে ফিরলেন পুষ্পা

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

ভালোবাসার টানে ধর্ম বদলে গ্রহণ করেছিলেন ভিনধর্মের পদবি। তবে সেই সম্পর্কের পরিণতি সুখের হয়নি। বিচ্ছেদের পর স্বামী ছেড়ে চলে যাওয়ায় ছেলে ও বৌমাকে নিয়ে শুরু হয় চরম অস্তিত্বের লড়াই। অবশেষে জীবনের দীর্ঘ টানাপোড়েন পেরিয়ে, মহালয়ার আবহে নিজের পুরনো বিশ্বাসে;হিন্দু ধর্মেই ফিরে এলেন দুর্গাপুরের পুষ্পা বাউরী। তাঁর এই পদক্ষেপে আইনি ও সামাজিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল হিন্দু সুরক্ষা সমিতি। ঘটনাটি দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানা এলাকার এমএএমসি অঞ্চলের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভালোবেসে বিয়ের পর নিজের পরিচয় বদলে পুষ্পা গ্রহণ করেছিলেন আনসারী পদবি। তবে অভিযোগ, দাম্পত্যে তিক্ততা বাড়তেই তাঁকে একা ফেলে চলে যান স্বামী। এরপর শুরু হয় অভাব-অনটনের সঙ্গে একার যুদ্ধ। ছেলে ও বৌমাকে নিয়ে বহু কষ্টে সংসার টানছিলেন পুষ্পা। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মাঝেই তিনি ফের নিজের মূল ধর্মে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু চরম আর্থিক অনটন সেই ইচ্ছার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুষ্পার এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে এগিয়ে আসেন হিন্দু সুরক্ষা সমিতির সদস্য পারিজাত গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি পুষ্পা ও তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর সম্পূর্ণ আশ্বাস দেন এবং ধর্মে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ নেন। এরপর মহালয়ার শুভলগ্নে দুর্গাপুরের চণ্ডীদাস এলাকায় শ্রীরামচন্দ্রের সামনে আয়োজন করা হয় এক বিশেষ যজ্ঞের। সমস্ত ধর্মীয় আচার ও রীতিনীতি মেনে, এবং উদ্যোক্তাদের দাবি অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই পুষ্পা বাউরীকে সনাতন ধর্মে ফিরিয়ে আনা হয়। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর নিজের পুরনো পরিচয়ে ফিরতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন পুষ্পা ও তাঁর পরিবার।

স্কুলে সাফাই অভিযান, পড়ুয়াদের আঁকার সামগ্রী প্রদান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামুড়িয়া

ইসিএলের শ্রীপুর ৭ নম্বর এরিয়ার উদ্যোগে স্বচ্ছতা অভিযানের আওতায় জামুড়িয়ার গিরমিট কোলিয়ারির সেন্ট্রাল মডেল স্কুলে একটি বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্কুল চত্বরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানোর পাশাপাশি পড়ুয়াদের মধ্যে স্বচ্ছতা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা হয়। একই সঙ্গে ছোট ছোট শিশুদের হাতে আঁকার বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দিয়ে তাদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে উৎসাহিত করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে স্কুল প্রাঙ্গণে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করেন উপস্থিত আধিকারিক ও অন্যান্য সদস্যরা। পড়ুয়াদেরও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়। তাঁদের বোঝানো হয়, সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি বাড়ি, স্কুল এবং আশপাশের এলাকাও পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত জরুরি। উল্লেখ্য, ইসিএলের উদ্যোগে গত ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে স্বচ্ছতা অভিযানের সূচনা হয়েছে। এই অভিযান আগামী ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই গিরমিট কোলিয়ারির সেন্ট্রাল মডেল স্কুলে এই বিশেষ সাফাই অভিযানের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গিরমিট কোলিয়ারির ম্যানেজার অনিল কুমার দাস, মানবসম্পদ বিভাগের ডেপুটি ম্যানেজার জয়শ্রী যাদব, বিশিষ্ট সমাজসেবী রমেশ সিং ও স্বপন নদী-সহ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কর্মসূচি চলাকালীন শিশুদের হাতে পেন্টিং বা ছবি আঁকার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে থাকা সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। পাশাপাশি পড়াশোনার সঙ্গে সৃজনশীল কাজের গুরুত্ব সম্পর্কেও তাদের অনুপ্রাণিত করা হয়। ইসিএলের এই উদ্যোগের মাধ্যমে একদিকে যেমন স্কুল চত্বর পরিচ্ছন্ন রাখার বার্তা দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই ছোটদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা ও শিল্পকলার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই ধরনের কর্মসূচি শিশুদের পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তোলার পাশাপাশি তাদের সৃজনশীল বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

মহালয়ার দিনেই হয় দুর্গাপুজো ও বিসর্জন

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
বার্নপুর

মহালয়ার মধ্যে দিয়ে পিতৃপক্ষের অবসান হয়। সূচনা হয় দেবীপক্ষের। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোকে ঘিরে যখন রাজ্যের সর্বত্র শুরু হয় প্রস্তুতি, তখন পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের হিরাপুর থানার বার্নপুরের ধেনুয়া গ্রামে দামোদর নদীর তীরে কালীকৃষ্ণ আশ্রমে মহালয়ার দিনেই হয় একদিনের দুর্গাপুজো। সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান মেনে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী থেকে দশমী চারদিনের পুজো একদিনের মধ্যেই সমস্ত রীতি মেনে দেবী দুর্গার আরাধনা করা হয়। সবশেষে এদিন প্রতিমা বিসর্জন করা হয় এই আশ্রমের পুকুরে। ব্যতিক্রমী এই পুজো ‘আগমনী দুর্গাপুজো’ নামে পরিচিত। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস এবং অনন্য পুজোর রীতির কারণে প্রতি বছর মহালয়ার দিন বহু ভক্তের সমাগম হয় এখানে। সাধারণত মহালয়ার মধ্য দিয়ে দেবীপক্ষের সূচনা হলেও দুর্গাপুজোর মূল আচার-অনুষ্ঠান শুরু হয় ষষ্ঠী থেকে। এরপর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এবং দশমীর বিভিন্ন রীতি মেনে কয়েক দিন ধরে চলে দেবী দুর্গার আরাধনা। কিন্তু বার্নপুরের কালীকৃষ্ণ আশ্রমের এদিনের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে মহালয়ার দিনেই নির্দিষ্ট রীতি মেনে একে একে সম্পন্ন করা হয় পুজোর সমস্ত আচার। পুজো-অর্চনা থেকে শুরু করে বিসর্জন, সবকিছুই শেষ হয় একই দিনে। ফলে অন্য জায়গায় যখন দুর্গোৎসবের আনন্দে মেতে উঠার প্রস্তুতি চলে, তখন এই আশ্রমে দেবীর আরাধনা সম্পন্ন করে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে পুজোর সমাপ্তি ঘটে। এই ব্যতিক্রমী রীতিই কালীকৃষ্ণ আশ্রমের দুর্গাপুজোকে অন্যান্য পুজোর থেকে স্বতন্ত্র পরিচিতি দিয়েছে। কালীকৃষ্ণ আশ্রমের আগমনী দুর্গাপুজোর আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল প্রতিমার গঠন ও দেবদেবীদের উপস্থিতি। প্রচলিত দুর্গাপ্রতিমায় মা দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশকে দেখা যায়। কিন্তু এই আশ্রমের পুজোয় সেই পরিচিত ছবির পরিবর্তে মা দুর্গার সঙ্গে পূজিত হন তাঁর দুই সখী জয়া ও বিজয়া। এই স্বতন্ত্র প্রতিমার রূপ এবং পুজোর বিশেষ রীতি দেখতে প্রতি বছর আশ্রমে আসেন বহু মানুষ। ভক্তদের কাছে এই পুজো শুধু ধর্মীয় আচার নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এক বিশেষ আধ্যাত্মিক পরম্পরা। সারাদিন ধরে সনাতন রীতিনীতি মেনে চলে পুজো-অর্চনা। ভক্তরা দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন পরিবার, সমাজ এবং সকলের মঙ্গল কামনায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৯৩৭ সালে তেজানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক সাধক হিরাপুর থানার বার্নপুরের ধেনুয়া গ্রামে দামোদর নদীর তীরে কালীকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। নির্জন নদী তীরবর্তী এই আশ্রম ধীরে ধীরে স্থানীয় মানুষের কাছে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। স্থানীয়দের দাবি, ১৯৭৯ সালে দেবী দুর্গার স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর তেজানন্দ ব্রহ্মচারী এই বিশেষ ‘আগমনী দুর্গাপুজো’ শুরু করেন। সেই সময় থেকে মহালয়ার দিনেই দুর্গাপুজোর সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার রীতি চলে আসছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই পরম্পরা বজায় রয়েছে। যদিও পুজোর সূচনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাস ও স্বপ্নাদেশের কাহিনি, ভক্তদের কাছে তা গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থার বিষয়। মহালয়ার দিন ভোর থেকেই এই বিশেষ পুজোকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়। দেবীপক্ষের সূচনালগ্নে দেবী দুর্গার আরাধনা এবং একই দিনে বিসর্জনের এই রীতি দেখতে আশ্রমে আসেন বহু মানুষ। পুজোর প্রতিটি পর্বে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও ভক্তির পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে মহালয়ার দিনেই এভাবে একদিনের মধ্যে দুর্গাপুজোর সমস্ত আচার সম্পন্ন করার রীতি অত্যন্ত বিরল। তাঁদের মতে, অসমের কয়েকটি স্থানেও ‘আগমনী দুর্গাপুজো’ অনুষ্ঠিত হয়। তবে এই ধরনের পুজোর বিস্তৃতি ও সংখ্যা সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া না যাওয়ায় একে রাজ্যের একমাত্র পুজো বলে দাবি করার পরিবর্তে বিরল ঐতিহ্যবাহী পুজো বলেই উল্লেখ করছেন স্থানীয়রা। দুর্গাপুজো মানেই বাঙালির কাছে কয়েক দিনের উৎসব, নতুন পোশাক, আনন্দ, মণ্ডপ পরিক্রমা এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানো। সেই পরিচিত ছবির বাইরে হীরাপুরের কালীকৃষ্ণ আশ্রমের আগমনী দুর্গাপুজো তুলে ধরে অন্য এক ধর্মীয় পরম্পরার কথা। এখানে সময়ের হিসাবের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় বিশ্বাস, সাধকের স্মৃতি এবং দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা পুজোর বিশেষ রীতি। পিতৃপক্ষের অবসান ও দেবীপক্ষের সূচনার পবিত্র মুহূর্তে দেবী দুর্গার আরাধনা করে একই দিনে বিসর্জন দেওয়ার এই প্রথা এই আশ্রমে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হয়ে উঠেছে। বছরের পর বছর ধরে ভক্তদের সমাগম এবং স্থানীয় মানুষের শ্রদ্ধা এই আশ্রমের পুজোকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। একদিকে দামোদরের শান্ত নদী তীর, অন্যদিকে আশ্রমের আধ্যাত্মিক পরিবেশ। সব মিলিয়ে মহালয়ার দিন কালীকৃষ্ণ আশ্রমে তৈরি হয় এক স্বতন্ত্র ধর্মীয় আবহ। প্রচলিত দুর্গাপুজোর রীতির বাইরে দাঁড়িয়ে একদিনের পুজো থেকে বিসর্জন সম্পন্ন করার এই ঐতিহ্যই আসানসোলের কালীকৃষ্ণ আশ্রমকে বিশেষ পরিচিতি দিয়েছে বলে এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন।

২০২৭ পর্যন্ত 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' রাখার পক্ষে দীনেশ কার্তিক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

আইপিএলে 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নিয়ম ঘিরে বিতর্ক অব্যাহত থাকলেও, ২০২৭ মরশুম পর্যন্ত এই নিয়ম চালু রাখার সওয়াল করলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) ব্যাটিং কোচ ও মেন্টর দীনেশ কার্তিক। তিনি স্বীকার করেছেন যে এই নিয়মের ফলে ভারতীয় ক্রিকেটে অলরাউন্ডার উঠে আসার সুযোগ কমেছে এবং আগের মতো আকর্ষণও হয়তো আর নেই; তবে তিন বছরের চলতি আইপিএল চক্রের মাঝপথে হুট করে এই নিয়ম বাতিল করা কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত হবে না। ক্রিকবাজ-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতের প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার জানান,

ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি যখন মেগা নিলাম থেকে দল গঠন করেছিল, তখন তারা ১২ জন খেলোয়াড়ের সমীকরণ মাথায় রেখেই দল গড়েছিল। কার্তিকের কথায়, ক্ষ্মদল যখন তৈরি হয়, তখন ১২ জন খেলার ভাবনাতেই রণকৌশল সাজানো হয়। এখন হঠাৎ করে সেটা ফের ১১ জনে নামিয়ে আনলে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির ভারসাম্য নষ্ট হবে এবং কিছু দল অযাচিত সুবিধা পেয়ে যেতে পারে। সেটা বাকিদের প্রতি সুবিচার হবে না।ক্ষ্ম তিনি আরও যোগ করেন, ক্ষ্মযে কোনো নিয়ম চালু করতে হলে একটি চক্রের শুরুতেই করা উচিত এবং তা তুলে দিতে হলেও চক্র শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা প্রয়োজন।

তাই চলতি চক্রের শেষ বছর অর্থাৎ আইপিএল ২০২৭ শেষ হওয়ার পরেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া অর্থপূর্ণ হবে।ক্ষ্ম নিয়মের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক বিশ্লেষণ করে কার্তিক জানান, শুরুর দিকে এই নিয়মের কারণে একাধিক টানটান ও হাই-স্কোরিং ম্যাচ দেখা গেলেও গত মরশুমে রোমাঞ্চ কিছুটা কমেছে। ম্যাচগুলি হয়ে উঠেছে একতরফা।

একই সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থে এটি অলরাউন্ডার তৈরির ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলেও মেনে নিয়েছেন তিনি।

তবে আইপিএল ২০২৭-এর আসরে দলগুলির স্থিতিশীলতার স্বার্থেই এই নিয়মটি আরও এক বছর বহাল রাখা উচিত বলে মনে করছেন এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার।

বোলারদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সরব গম্ভীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রাঁচী

ভারতীয় বোলারদের সাধারণ মানে নামিয়ে এনে রাঁচীতে অবিস্মরণীয় জয় ছিনিয়ে নিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারতের তোলা ২৪৯ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে শাই হোপের বিধ্বংসী অপরাজিত শতরান এবং শেরফেন রাদারফোর্ডের ঝোড়ো ইনিংসের ওপর ভর করে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান তাড়ার অনন্য রেকর্ড গড়ল ক্যারিবিয়ান বাহিনী। এই ঐতিহাসিক জয়ের ফলে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-১ সমতা ফেরাল সফরকারী দল। তবে ব্যাটারদের এই তাণ্ডবের পর আধুনিক ক্রিকেটের পিচ ও বোলারদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। অন্যদিকে, ভারতের বোলিং পরিবর্তন নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন কিংবদন্তি সুনীল গাওস্কর। শুক্রবার রাঁচীর জেএসসিএ স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে পাঁচ উইকেটে ২৪৯ রান তোলে ভারত। কিন্তু সেই পাহাড়প্রমাণ লক্ষ্যও নিরাপদ রাখতে পারেননি ভারতীয় বোলাররা। মাত্র ১৮.৩ ওভারে চার উইকেট হারিয়েই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এর চেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়ের নজির রয়েছে কেবল একটি;২০২৩ সালে সেঞ্চুরিয়নে ওয়েস্ট ইন্ডিজ◌ের তোলা ২৫৮ রান তাড়া করে জয় পেয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। দুই ইনিংস মিলিয়ে এ দিন ওঠে ৫০১ রান ও ৩৩টি ছক্কা, যা টি-টোয়েন্টির ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ম্যাচ-অ্যাগ্রিগেট। ক্যারিবিয়ানদের জয়ের নায়ক অধিনায়ক শাই হোপ মাত্র ৪৫ বলে খেলেন অপরাজিত ১০২ রানের এক অনবদ্য ইনিংস। ভারতের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টিতে এটিই যৌথ দ্রুততম শতরান। মাত্র ছ'দিনের ব্যবধানে একদিনের ম্যাচে অপরাজিত ১৬২ রানের পর টি-টোয়েন্টিতে শতরান হাঁকিয়ে এক বিরল নজিরও গড়েছেন তিনি। চতুর্থ উইকেটে শেরফেন রাদারফোর্ডের (৩৭ বলে ৮৪) সঙ্গে ১২০ রানের জুটি গড়ে ম্যাচ ভারতের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন হোপ। শেষ লগ্নে রোমারিও শেফার্ড ১৩ বলে অপরাজিত ৩৪ রান করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়স আইয়ারের টানা দশ ম্যাচ অপরাজিত থাকার দৌড়ও থেমে গেল। ব্যাটারদের এই দাপটের পর পিচের চরিত্র নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন ভারতীয় দলের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। তিনি বলেন, ক্ষ্মব্যাট ও বলের মধ্যে কি কোনো লড়াই থাকবে না? এই বোলাররা আমাদেরই দেশের সম্পদ। ওদের কেরিয়ার আজ সঙ্কটের মুখে। কঠোর পরিশ্রম করে ওরা জাতীয় দলের সাজঘরে জায়গা পেয়েছে। বোলারদের জন্য কিছু না থাকলে ক্রিকেটের আকর্ষণই নষ্ট হয়ে যাবে।ক্ষ্ম তবে পিচ ও শিশিরের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হোপ ও রাদারফোর্ডের বিশ্বমানের ব্যাটিংয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। প্রথম ওভারে জোড়া উইকেট এবং মায়াঙ্ক যাদবের আগুনে গতি (৩/৩৬) ছাড়া ভারতের বোলিংয়ে ইতিবাচক দিক প্রায় ছিল না বললেই চলে। ভারতের এই হারে রণকৌশল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সুনীল গাওস্কর। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অক্ষর পটেল বা শিবম দুবেকে বোলিংয়ে আনার সিদ্ধান্তকে কাঠগড়ায় তুলে তিনি জানান, মায়াঙ্ক যখন শুরুতেই তিনটি উইকেট নিয়ে ধাক্কা দিয়েছিল এবং উইকেট নেওয়ার মতো জায়গায় ছিল, তখন তাঁকে বা আরশদীপ সিংহকে আরও আক্রমণাত্মকভাবে ব্যবহার করা উচিত ছিল। নবম ওভারে কুলদীপ যাদবকে বল না দিয়ে দুবেকে আনাও ভুল পদক্ষেপ বলে মনে করেন সানি। আগামী রবিবার ইন্দোরে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে নামবে ভারত।

রোনাল্ডোর গোল, কেরিয়ারে পৌঁছলেন ৯৮০-তে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রিয়াদ

দুর্গাপূজার ঠিক প্রাক্কালে এবং মহালয়ার পুণ্যলগ্নে বকেয়া মজুরি ও এককালীন ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে রাজপথে নেমে বিক্ষোভে সামিল হলেন চা শ্রমিকরা।

শনিবার সকালে মালবাজার শহর সংলগ্ন নিউগ্ল্যাঙ্ক চা বাগানের শ্রমিকরা নিউমালের ওভারব্রিজ সংলগ্ন ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। এই অবরোধের জেরে ডুয়ার্সের মালবাজার-শিলিগুড়ি সংযোগকারী জাতীয় সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়, যার ফলে উৎসবের মরসুমে যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হন। আন্দোলনকারী চা শ্রমিকদের অভিযোগ, রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা ও নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বোনাস দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বাগান কর্তৃপক্ষ। তাঁরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো কিস্তিতে বোনাস নেওয়া চলবে না; এক দফাতেই পুরো ২০ শতাংশ বোনাস এবং সমস্ত বকেয়া বেতন মেটাতে হবে।

দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই অবরোধ ও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুংকার দিয়েছেন শ্রমিকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মালবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পাশাপাশি নিউমাল জংশন স্টেশন থেকেও রেল পুলিশ মোতায়েন করা হয়। জাতীয় সড়কের অবরোধ তুলে যান চলাচল স্বাভাবিক করতে আন্দোলনকারীদের পাশাপাশি বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও দফায় দফায় আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

সিএসকে-র প্রধান কোচ হিসেবে জাহির খান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চেন্নাই

টানা ১৮ বছর ধরে যে ডাগ-আউটের অন্যতম প্রধান স্থপতি ছিলেন স্টিফেন ফ্লেমিং, সেই চেন্নাই সুপার কিংসের (সিএসকে) নতুন প্রধান কোচ হিসেবে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছেন জাহির খান। এমএস ধোনির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের বোঝাপড়া কিংবা ২০১১ বিশ্বকাপ জয়ের নস্ট্যালজিয়া ক্রিকেটপ্রেমীদের আলোড়িত করলেও, আইপিএল ২০২৭-এর মঞ্চে জাহিরের সামনে মূল পরীক্ষা হতে চলেছে সম্পূর্ণ অন্য জায়গায়। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (এমআই) এবং লখনউ সুপার জায়ান্টসে (এলএসজি) নেপথ্যের 'ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট অপারেশনস'-এর ভূমিকা থেকে বেরিয়ে এসে প্রধান কোচের পূর্ণ দায়িত্ব সামলানোই এখন তাঁর প্রধান কাজ। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে জাহিরের ভূমিকা ছিল মূলত পর্দার আড়ালে থেকে তরুণ ক্রিকেটারদের মানসিকতা তৈরি করা এবং টেকনিক্যাল পরামর্শ দেওয়া। কাশ্মীরি পেসার রাসিখ সালামের মতো তরুণ প্রতিভাদের ম্যাচ চলাকালীন পাশে বসিয়ে খেলার পরিস্থিতি বোঝা বা 'গেম রিডিং' শেখানোর কাজ করতেন তিনি। মুম্বইয়ের তৎকালীন সহকারী কোচ জেমস প্যামেন্ট জানান, দীর্ঘ রাজনৈতিক ভাষণ দেওয়ার চেয়ে জাহির ব্যক্তিগত স্তরে ক্রিকেটারদের সঙ্গে একান্তে কথা বলে তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে বেশি পারদর্শী ছিলেন। তবে মুম্বইয়ে জাহিরের মাথার ওপর মাহেলা জয়বর্ধনে প্রধান কোচ হিসেবে বড় সিদ্ধান্তের দায় নিতেন। সিএসকে-তে পরিস্থিতি পুরোপুরি আলাদা। টানা দুই মরশুমের ব্যর্থতা;২০২৫-এ দশম এবং ২০২৬-এ অষ্টম স্থানে শেষ করার পর; বিধ্বস্ত হলুদ ব্রিগেডকে ঢেলে সাজানোর সার্বিক দায়িত্ব এখন জাহিরের কাঁধেই। দল পরিচালনার ক্ষেত্রে জাহিরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সিএসকে-র সংস্কৃতির সঙ্গে অনেকটাই খাপ খায়। ড্রেসিংরুমকে ইতিবাচক রাখা, অফ-সিজনে সবাইকে একত্রিত করা এবং কঠিন পরিস্থিতিতে শান্ত থাকার স্বভাবের জন্য তিনি পরিচিত। তবে অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে নীতি নির্ধারণ, দল নির্বাচন এবং নিজস্ব কোচিং স্টাফকে এক সুতোয় বেঁধে দলকে ট্র্যাকে ফেরানোই হবে তাঁর আসল অগ্নিপরীক্ষা। পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়নদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের এই লড়াই আইপিএলের অন্যতম আকর্ষণীয় চিত্রনাট্য হতে চলেছে।

দিল্লি হাফ ম্যারাথনের নেতৃত্বে হরমনজ্যোত ও লিলি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের 'গোল্ড লেবেল রোড রেস' হিসেবে স্বীকৃত বেদান্ত দিল্লি হাফ ম্যারাথনের ২১তম আসরে ভারতীয় এলিট বিভাগে অংশ নিতে চলা তারকা অ্যাথলিটদের নাম ঘোষণা করল আয়োজক সংস্থা প্রোক্যাম ইন্টারন্যাশনাল। আগামী ১৮ অক্টোবর, রবিবার অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই মর্যাদাপূর্ণ দৌড়ে ভারতীয় পুরুষদের বিভাগে মূল আকর্ষণ হতে চলেছেন হরমনজ্যোত সিংহ ও কিরণ মাতরে। অন্যদিকে, মহিলাদের এলিট বিভাগে আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকছেন প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন লিলি দাস ও কবিতা যাদব। চলতি বছরের টিসিএস ওয়ার্ল্ড ১০কে বেঙ্গালুরুর চ্যাম্পিয়ন এবং এশিয়ান ক্রস কান্ট্রি চ্যাম্পিয়নশিপের রুপোজয়ী হরমনজ্যোত সিংহ এই প্রথম বার দিল্লি হাফ ম্যারাথনে নামছেন। আলওয়ার টাইগার ইন্টারন্যাশনাল হাফ ম্যারাথনে ১ ঘণ্টা ১ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডের ব্যক্তিগত সেরা সময় নিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে দ্রুততম প্রতিযোগী হিসেবে নামবেন। গত বারের রানার্স-আপ কিরণ মাতরে, মুম্বই ম্যারাথনের বিজয়ী ড. কার্তিক কারকেরা এবং ট্র্যাকের তারকা প্রিন্স কুমারও পুরুষদের বিভাগে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে প্রস্তুত। মহিলাদের বিভাগে লড়াই আরও তীব্র হতে চলেছে। ২০২৪ সালের ভারতীয় চ্যাম্পিয়ন লিলি দাস এবং ২০২৩ সালের বিজয়ী কবিতা যাদব ছাড়াও মাঠে নামছেন অলিম্পিয়ান অঙ্কিতা ধ্যানী এবং এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জজয়ী প্রীতি লাম্বা। চলতি বছর থেকে ভারতীয় এলিট দূরপাল্লার দৌড়বিদদের উৎসাহিত করতে 'প্রাইড' নামের একটি বিশেষ পুরস্কার কাঠামোর সূচনা করা হয়েছে। ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই প্রথম তিন স্থানাধিকারীর জন্য যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার, ২ লক্ষ ৫০ হাজার এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার আর্থিক পুরস্কার থাকছে। পাশাপাশি নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়ার জন্য থাকছে অতিরিক্ত ১ লক্ষ টাকার বিশেষ পুরস্কার। ১৮ অক্টোবর সকাল ৫টা থেকে প্রোক্যামের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে এই দৌড় সরাসরি সম্প্রচারিত হবে।

ডোপ পরীক্ষায় পজিটিভ হয়েও দৌড়লেন অভিষেক পাল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

ডোপ টেস্টে নিষিদ্ধ ওষুধের উপস্থিতির কারণে সদ্য সমাপ্ত আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসের দল থেকে বাদ পড়েছিলেন তিনি। অথচ সেই একই অ্যাথলিটকে দৌড়তে দেখা গেল দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে আয়োজিত ৬৫তম জাতীয় ওপেন অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে। ভারতের দূরপাল্লার দৌড়বিদ অভিষেক পালের এই অন্তর্ভুক্তি নিয়ে তীব্র বিতর্ক ও কৌতূহল তৈরি হয়েছে দেশের অ্যাথলেটিক্স মহলে। শুক্রবার রেলের হয়ে ছেলেদের ১০,০০০ মিটার দৌড়ে অংশ নিয়ে ৩০ মিনিট ৩৮.৫৪ সেকেন্ডে সময়ে চতুর্থ স্থানে দৌড় শেষ করেন ২৯ বছর বয়সি এই দূরপাল্লার দৌড়বিদ। রেলের শিবাজি মাডাপ্পা, দিল্লির গৌরব মাথুর এবং মধ্যপ্রদেশের বিনোদ সিংহের পিছনে শেষ করেন অভিষেক। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ডোপিংয়ের অভিযোগে দেশের হয়ে এশিয়ান গেমসে যাঁর প্রতিনিধিত্ব করার পথ বন্ধ হয়েছিল, তিনি ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় নামার ছাড়পত্র পেলেন কী ভাবে? অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (এএফআই) সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিষেককে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে সাময়িকভাবেও নির্বাসিত (প্রভিশনাল সাসপেনশন) করেনি জাতীয় ডোপ বিরোধী সংস্থা (নাডা)। নিয়মানুযায়ী, তাঁর অনন্য পরিচয়পত্র বা রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি এখনও বৈধ রয়েছে। ফলে আইনি প্রক্রিয়ার কারণে ফেডারেশন তাঁকে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া থেকে সরাসরি আটকাতে পারেনি।ক্ষ

গত মে মাসে চেন্নাইয়ে 'ইন্ডিয়ান অ্যাথলেটিক্স সিরিজ'-এর সময় অভিষেকের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেই নমুনায় মহিলাদের বন্ধ্যাত্ব নিরাময়ে ব্যবহৃত একটি নিষিদ্ধ ওষুধের সামান্য উপস্থিতি মেলে। বিশ্ব ডোপ বিরোধী সংস্থার (ওয়াডা) নির্ধারিত ন্যূনতম মাত্রার নীচে থাকলেও গত মাসে তাঁর বিরুদ্ধে 'অ্যাডভার্স অ্যানালিটিকাল ফাইন্ডিংস' (এএএফ)-এর প্রেক্ষিতে 'নোটিস অব চার্জ' পাঠায় নাডা। এই নোটিস বাতিল করার আর্জি জানিয়ে আবেদন করেছিলেন অভিষেক। তাঁর আইনজীবী তথা দিল্লি স্টেট অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব পার্থ গোস্বামী যুক্তি দেন, নাডা-র তদন্ত প্রক্রিয়া ওয়াডার নির্ধারিত প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা মেনে হয়নি এবং খাদ্য বা ওষুধের মাধ্যমে অনিচ্ছাকৃত অনুপ্রবেশের বিষয়টিকে ঠিকমতো খতিয়ে দেখা হয়নি।

তবে নাডা পাল্টা জানায়, যেহেতু অ্যাথলিট নিজে জানিয়েছেন তিনি কঠোর নিরামিষাশী, তাই খাদ্যে মাংস বা ডিম থেকে দূষণের প্রশ্নই ওঠে না। শেষ পর্যন্ত অভিষেকের সেই আবেদন খারিজ হয়ে গেলেও তিনি এখনও সাসপেনশনের মুখে না পড়ায় ট্র্যাকে নামার সুযোগ পেয়েছেন।

ফিট ইন্ডিয়া সাইক্লিং, নেতৃত্বে মনসুখ মাণ্ডব্য

শারীরিক সুস্থতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে এবং যুবসমাজকে মাদকমুক্ত জীবনের পথে উদ্বুদ্ধ করতে রবিবার বারাণসীতে আয়োজিত হতে চলেছে 'ফিট ইন্ডিয়া সানডেজ অন সাইকেল'-এর ৯৪তম সংস্করণ। ১১ অক্টোবর সকাল ৬টায় নমো ঘাট থেকে সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষা মণ্ডপ পর্যন্ত এই সচেতনতামূলক সাইকেল র্যা লির নেতৃত্ব দেবেন কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। 'বিকশিত ভারতের জন্য মাদকমুক্ত যুবসমাজ';এই মূল ভাবনাকে সামনে রেখে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বাড়তি মাত্রা যোগ করবেন ২০২৬ আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসে পদকজয়ী ভারতীয় অ্যাথলিটরা। মহিলাদের ৪০০ মিটারে ব্রোঞ্জজয়ী স্প্রিন্টার প্রাচী চৌধুরী, ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ ও ৫০০০ মিটারে জোড়া ব্রোঞ্জজয়ী দূরপাল্লার দৌড়বিদ পারুল চৌধুরী, রিলে দৌড়বিদ জয় কুমার এবং ভারতের সোনাজয়ী হকি দলের সদস্য রাজকুমার পাল এই সাইক্লিং অভিযানে অংশ নেবেন। ক্রীড়াবিদদের এই প্রত্যক্ষ উপস্থিতি তরুণ প্রজন্মকে নিয়মিত শরীরচর্চা ও শৃঙ্খলার প্রতি উৎসাহিত করবে বলে মনে করা হচ্ছে। সাইকেল র্যা লির পাশাপাশি নমো ঘাটে সাধারণ নাগরিকদের জন্য যোগব্যায়াম, জুম্বা নাচ ও বিভিন্ন খেলার মতো শারীরিক কসরতের আসর বসবে। কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রকের উদ্যোগে সাইক্লিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া, রাহগিরি ফাউন্ডেশন এবং 'মাই ভারত'-এর যৌথ সহায়তায় দেশব্যাপী এই প্রচার চালানো হচ্ছে। ভারতীয় ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ (সাই)-এর বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং দেশের প্রায় ৬,০০০ নমো ফিট ইন্ডিয়া ক্লাবের মাধ্যমে প্রতি রবিবারই এই ধরনের সাইক্লিং কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বারাণসীর এই আসর থেকে গোটা দেশের যুবসমাজের কাছে এক সুস্থ ও মাদকমুক্ত জীবনের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য।

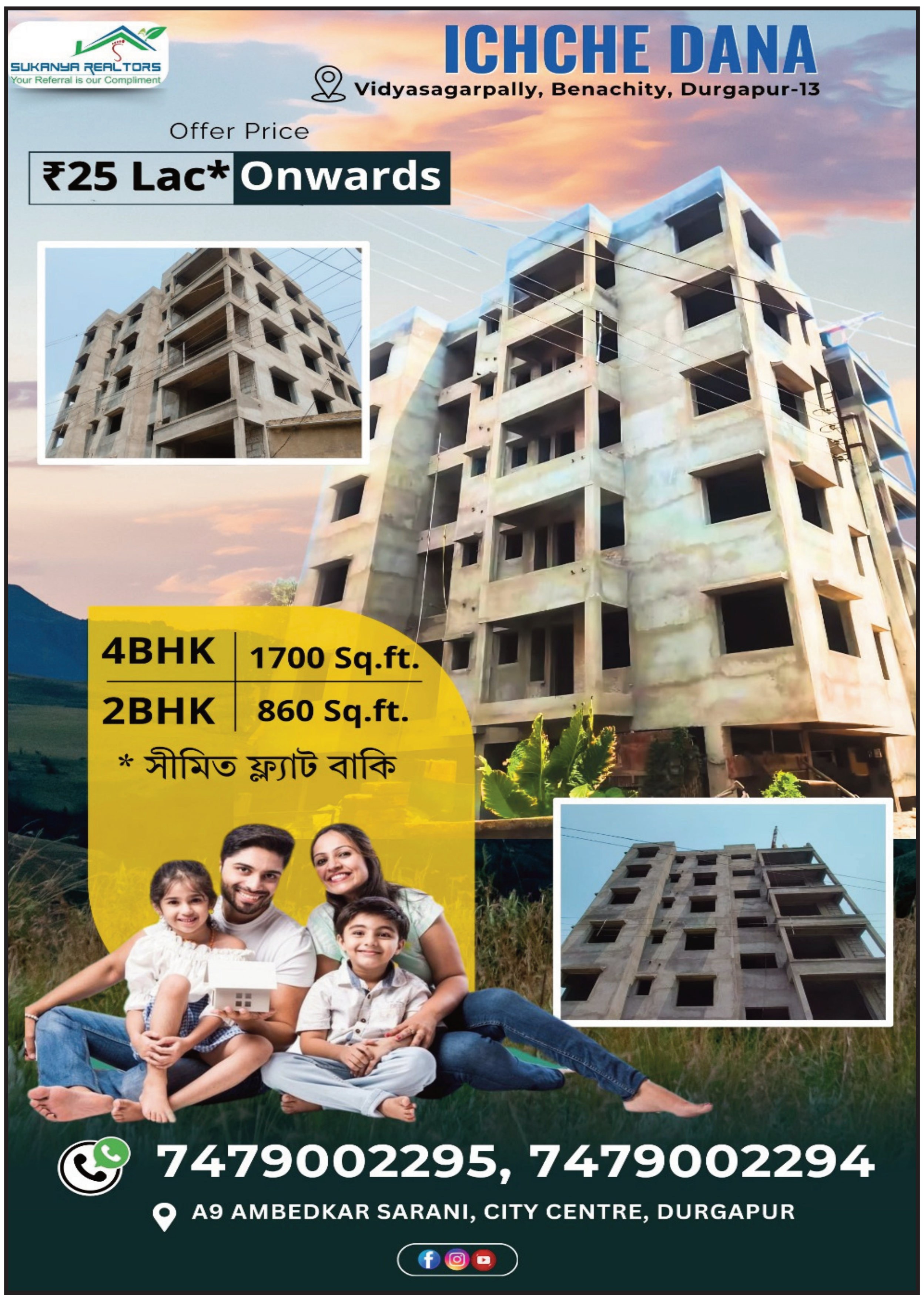

SUKANYA REALTORS
Your Referral is our Compliment
ICHCHE DANA
Vidyasagarpally, Benachity, Durgapur-13
Offer Price
₹25 Lac* Onwards
4BHK 1700 Sq.ft.
2BHK 860 Sq.ft.
* সীমিত ফ্ল্যাট বাকি
7479002295, 7479002294
A9 AMBEDKAR SARANI, CITY CENTRE, DURGAPUR

স্বত্বাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। এল, এস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।
Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at I.S .Publications Pvt. Ltd. 4 Canal West Road. Kolkata.700015
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com